তোহফায়ে তাকমীল

[দাওরা হাদীসের ছাত্রদের জন্য গবেষণামূলক একটি অনবদ্য সংকলন]

সংকলনে

মুফতি ইসহাক আল-গাজী আল-কাসেমী

মুহাদ্দিস আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাধবদী

সাবেক মুহাদ্দিস আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া, ইসলামপুর, নরসিংদী

[ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ]

ফোন : ০১৯২২২৮৬০৬৮

প্রকাশনায়

আল আযহার প্রকাশনী

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাধবদী, নরসিংদী

ফোন : ০১৬৭৫২৬০৫৪১

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৯ ঈ.

তোহফায়ে তাকমীল

সংকলনে ◻ মুফতি ইসহাক আল-গাজী আল-কাসেমী
প্রকাশনায় ◻ আল আযহার প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ◻ নাজমুল হায়দার
কম্পোজ ◻ মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা

পরিবেশনায়
নাদিয়া বুক কর্ণার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাধবদী	ইদ্রিসিয়া কুতুবখানা মাদানীনগর, ডেমরা, ঢাকা	ফয়জিয়া কুতুবখানা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
নিউ তানযীম কুতুবখানা নরসিংদী	আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইসলামপুর, নরসিংদী	হাবিবিয়া বুক ডিপো বাইতুল মুকাররম, ঢাকা

উৎসর্গ

মহান আকাবির পূর্বসরীগণের নিভে যাওয়া শেষ প্রদীপ, আলেমকুল শিরোমণী, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুরুব্বী, আপোষহীন সিপাহসালার, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুহতারাম আমীর, আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) রহ.

ও

ইংরেজ খেদাও আন্দোলনের বীর সেনানী, আওলাদে রাসূল, শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সুযোগ্য খলিফা, মুসলেহে উম্মত, আকাবিরে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিচ্ছায়া, মুরশেদে কামেল আল্লামা শায়খ ইদ্রিস সাহেব সন্দ্বিপী রহ.।

এ দুই পবিত্র রুহ মোবারকে উদ্দেশ্য।

আজ এ দুই মহা পুরুষ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁদের মহান আদর্শ আকড়ে ধরে থাকবো ততদিন আমরা তাঁদের পাক আত্মার নেক দোয়া অবশ্যই পাব। বিরহ কাতর হৃদয়ের জন্য এ এক বড় শান্ত্বনা। আল্লাহ তাঁদের সর্বোত্তম মর্যাদা ভূষিত করুন। নূরে রহমতে তাঁদের কবর পূর্ণ করুন। আমীন।

আওলাদে রাসূল শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.
এর সাহেবজাদা দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সচিব ও মুহাদ্দিস,
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সদর সাইয়্যিদ
আরশাদ মাদানী দা.বা. এর

অভিমত ও দোয়া

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد و الصلوۃ علی رسولہ الکریم

مشاہیر محدثین کے حالات زندگی اور انکی تالیف
کردہ کتابوں کی خصوصیات بیان کرنے کے
سلسلے میں اس کتاب کے مصنف کو میں
مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ
قبول فرمائیں اور اس کتاب کی افادیت
عام فرمائیں

فقط

[illegible]

শাইখুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সুযোগ্য খলিফা, হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস, বেফাকুল মাদারিসীল আরাবিয়ার সম্মানিত সভাপতি আল্লামাহ শাহ আহমদ শফী দা.বা. এর

অভিমত ও দোয়া

والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

হাদীসের উপর সংকলিত হাজারো গ্রন্থের মাঝে কুতুবে তিস'আর (যা দাওরা হাদীসে পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়) যে অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই সাথে কুতুবে তিস'আর সংকলকগণের জীবনীতেও রয়েছে এমন কিছু মনোমুগ্ধকর তথ্যাদি, আলোচনা যা অন্য কোন মনীষীদের মাঝে পাওয়া বিরল।

আলহামদুলিল্লাহ! যুগে যুগে বহু উলামায়ে কেরামগণ তাদের জীবনী ও কিতাব সংক্রান্ত বিরাট বড় কলেবরে ও ভলিয়ম আকারে ব্যাপকহারে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যা আহলে ইলমের নিকট অজানা নয়। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে দাওরার বছর হাদীসের কুতবখানায় সর্বাধিক বেশি প্রসিদ্ধ এই নয়টি কিতাব একই সাথে এক বছরে পড়ানো হয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের ছাত্রদের এত বড় বড় ভলিয়ম থেকে উপকৃত হওয়াটা মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই এমন একটা খেদমতের খুবই প্রয়োজন ছিল যে, দাওরার পাঠ্য নয়টি কিতাব ও তার সংকলকগণদের নিয়ে সংক্ষিপ্তরূপে এক গ্রন্থের প্রনয়ন হোক। যাতে শুধু কুতুবে তিস'আর সংকলকগণের জীবনী ও কিতাবের পরিচিতি পাওয়া যাবে। তাহলে আশা করি আমাদের তালেবে ইলেমদের জন্য এব্যাপারে ধারণা লাভ করাটও সহজ হয়ে যাবে। যার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি শুনে ও দেখে খুবই আনন্দিত হলাম যে, তরুণ লেখক মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক আল গাজী আল কাসেমী 'তোহফায়ে তাকমীল' নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যাতে উপরোল্লিখিত আশারাই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আমি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও গাড়ীতে বসে এ কিতাবের কিছু অংশ দেখেছি ও পড়েছি এবং পড়িয়ে শুনেছি। খুব ভালই লেগেছে। তরুণ হিসেবে তাকে কিছু পরামর্শও দিয়েছি। আমি দোয়া করি এই তরুণ লেখককে আল্লাহ তাআলা যেন দীনী খেদমতের জন্য কবুল করেন এবং বিশেষভাবে এ খেদমতকে আমাদের জন্য ও তার জন্য নাজাতের সামান হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

اللهم اجعله حجة بيننا وبين الله تعالى

أحمد شفيع

١٠ / ١٠

ফকিহুল মিল্লাত হযরত মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী রহ. এর সুযোগ্য খলিফা দারুল উলূম দেওবন্দের নাজেমে দারুল একামা ও উস্তাযুল হাদীস ওয়াত তাফসীর, মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ দা.বা. এর

দোয়া ও বাণী

কুতুবে আলম, ফেদায়ে মিল্লাত, শাহ্ জমিরুদ্দীন নানুপুরী দা.বা.
মোহ্তামিম জামিয়া ইসলামিয়া উবাইদিয়া নানুপুর চট্টগ্রাম এর

বাণী ও দোয়া

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

যুগে যুগে হাদীসের বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে নিজের সর্বস্ব বিলীন করে রাসূলের রেখে যাওয়া হাদীসকে গ্রন্থায়ন করেছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে হাদীস গ্রন্থাদির জগতে আল্লাহ তাআলা সিহাহসিত্তা (হাদীসের বিশুদ্ধ ছয়টি কিতাব)কে কবুল করেছেন ও প্রাধান্য দান করেছেন এটি তাদের এখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের ফল।

আমার স্নেহভাজন মুফতী ইসহাক আল গাজী সাহেব সিহাহসিত্তা ও সিহাহসিত্তার সংকলকগণের জীবনী সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। আশা করি এ গ্রন্থখানা সর্বস্তরের লোকজন বিশেষত দাওরা হাদীসের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে তোহফায়ে তাকমীল।

আমি গ্রন্থকারের জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে ও তার এ লিখনীকে কবুল করেন। তদসঙ্গে পাঠক ও সহযোগীতাকারীদেরকেও উত্তম প্রতিদান দান করেন। অবশেষে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করে এখানেই ইতি টানছি। আমীন।

ঐতিহ্যবাহী আল জামিয়াতুল ইসলামীয়া দারুল উলূম মাধবদী মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহতামিম, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল বড় হুজুর রহ. এর সাহেবযাদা আলহাজ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব এর

বাণী ও দোয়া

ألحمد لوليه وا لصلاة والسلام على من لانبى بعده، امابعد

ইলমে দীনের প্রচার প্রসার সহজ করার জন্য যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তারই অংশ হিসেবে আমাদের মাদ্রাসার গর্বিত মুহাদ্দিস জনাব মুফতী ইসহাক আল গাজী আল কাসেমী ইলমে হাদীসের প্রসিদ্ধ নয়টি কিতাব (যা দাওরা হাদীসে পড়ানো হয়) সে সব কিতাবের লেখকদের জীবন বৃত্তান্ত ও কিতাব পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর তোহফায়ে তাকমীল নামক এক কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। যা দেখে আমার আনন্দের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

আমি মনে করি এটা আমাদের মাধবদী মাদ্রাসা ও গোটা নরসিংদীর জন্য গৌরবের বিষয়। আমি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা এ কিতাবটি কবুল করুন এবং এর লেখককে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া

যে কথা বলতে চাই

আজ থেকে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন দেওবন্দে। তাকমীল জামাত (দাওরার) ছাত্র। নতুন শিক্ষাবর্ষ। কালজয়ী হাদীস বিশারদের সান্নিধ্য পেতে মন পাগলপ্রায়। গা শিউরে উঠে শাইখুল হিন্দ, শাইখুল ইসলাম রহ. এর মত আকাবিরদের স্মৃতিচারণে। হৃদয়ের স্পন্দন জেগে উঠে মাকবারে কাসেমীতে সমাহিত প্রাণ পুরুষদের কথা ভেবে। আহ! যদি হতে পারতাম সে স্বর্ণ যুগের এক নগণ্য সদস্য। দেখতে যদি পারতাম তাদের কাউকে ইত্যাদি ইতহ্যাদি।

সময় পেলেই আড্ডা হতো দারুল উলূমের চারপাশ ঘেরা মনমুগ্ধকর ফুল বাগানে। হারিয়ে যেতাম সন্ধ্যার লালিমা, আকাশের নীলিমা, চাঁদের জ্যোৎস্না ও কাসেমী পুষ্প বাগানের সবুজ শ্যামলিমায়। সাথে থাকতো আরো অনেক বন্ধু। ভুলতে পারবো না কোনদিন তাদের। কর্মজীবনের তাগিদে যদিও তাদের অনেককে হারিয়ে বসেছি। বাগানের ডাল থেকে ফুল ঝড়ে যায় এটা জানি, ঝড়ে যাওয়া ফুল শুকিয়ে যায় এটাও জানি। কিন্তু জানতাম না আমার জীবনের উদ্যান থেকে এত অল্প সময়ে আব্দুল কাদির (যিনি সাইনবোর্ড মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন) ও আব্দুল আউয়াল নামের পুষ্প দুটি কখনো ঝড়ে যাবে। চলে গেছে তাঁরা আমাদের ছেড়ে। আসবে না আর কোন দিন ফিরে। আল্লাহ তাদের শহীদী মর্যাদা দিয়ে জান্নাত দান করুন! এটাই এখন দোয়া।

বেশ ভালভাবে চলছিল দারুল উলূমের সমাপনী বর্ষের যাত্রা। মাঝে মধ্যেই অজানা এক চিন্তা মনের কোণে উঁকি দিত। দীর্ঘ ছয় বছর দারুল উলূমের কোলে থেকে কি অর্জন করতে পেরেছি। অর্জনের কোটা শূন্য। দরসের পরিমণ্ডলের বাইরেও যে, জ্ঞানের একটি স্বচ্ছ আকাশ আছে সেই আকাশে পাখা মেলতে শিখেছি মাত্র। উড়ার আকুতি প্রকাশ করছি ডানা ঝাপটে ঝাপটে। সাথী সঙ্গী মিলেছে গুটি কয়েক। দু'একজন আগ্রহী, দু'একজন উদ্যোগী, একজন উদ্যমী সাইফুর রহমান। আমার সহপাঠী, গণিষ্ঠ বন্ধু। মাঝে মধ্যেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আলোচনা-পরামর্শ হতো। খুব বেশি দুশচিন্তা গ্রস্থ হলে শান্তনা দিয়ে বলতো, বাংলাদেশ গিয়ে মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের নিকট নিজেকে সোপর্দ করে দিবে। বেশ বড় হয়ে যাবে। আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করতাম, আমার স্বপ্ন পুরুষের পরিচয় সেও তেমন জানত না।

একদিন দরসে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. এর মুখে শুনতে পেলাম হৃদয়ে সাড়া জাগানো ব্যক্তির প্রশংসা বাণী। শুনতে পেয়ে আরও আগ্রহী হয়ে পড়লাম। একদা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেব তাঁর লিখিত গ্রন্থ المدخل الى علوم الحديث الشريف এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, کسی بنگالی نے پہلی مرتبہ عربی میں کتاب لکھا اور مجھے متأثر کیا "কোন বাঙ্গালী এটা প্রথম আরবী গ্রন্থ যা আমাকে প্রভাবিত করেছে।"

আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের সঙ্গে সেটিই ছিল আমার প্রথম শ্রুতি পরিচয়। অনেক কষ্টে এক ছাত্র ভাইয়ের কাছ থেকে আল মাদ্‌খাল পেলাম। পড়তে আরম্ভ করলাম, ঘ্রাণ নিতে শুরু করলাম উলুমে হাদীসের উপর রচিত আল মাদ্‌খালের। একটি প্রস্ফুটিত হৃদয়ের অধিকারী হবার। তাহকীক গবেষণাবিদ সাহসী সৈনিকদের সঙ্গী হবার ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হলাম পাথেয় খুঁজতে। উলুমে হাদীস হাদীস চর্চার আগ্রহে পড়া শুরু করলাম দরসভুক্ত কিতাবের মত অথবা তার চেয়েও গুরুত্বসহকারে আল মাদ্‌খাল।

কিছু একটা করার বা লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয় আমার ভিতর। অনেক সময় অনেকবার ভেবেছি আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের সঙ্গে দেখা করব। মনের কিছু কথা বলব। চেপে রাখা কিছু ইতিহাস শুনাবো তাঁকে। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠেনি অথবা আমি সুযোগ পাইনি।

অনেক পড়ে, অনেক দিন, অনেক রাত পার হওয়ার পরে। জীবনের নতুন নতুন পাতায় জড়িত হয়েছে নতুন নতুন স্মৃতি। জন্ম নিয়েছে নতুন অনেক সৃষ্টি। কত এসেছে, কত বিদায় নিয়েছে। গড়েছে সম্পর্ক, ভেঙ্গেছে আবার। শূন্য পৃথিবী ভরে উঠেছে। সজীব হয়েছে পরিবেশ। আবার হয়তো হারিয়ে যাবে কেউ কোথাও। বছর দু'য়েক কেটে গেছে। বর্ষ পরিক্রমায় তখন ২০০৫ সাল। দারুল উলূম থেকে বাংলাদেশে এসেছি। শাবান মাস। রমযানের বাতাস বইছে। গোটা দেশের আবহাওয়া এ সময় সিয়াম সাধনায় মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। রমযানের কয়েকদিন পূর্বে দেশে ফিরেই আমার স্বপ্নের পুরুষ, মনের মুরুব্বী মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কল্পনার তুলিতে মনের ক্যানভাসে যে ছবি আমি এঁকেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আলোকিত দীপ্তিবান পেয়েছি বাস্তবে তাঁকে। এ যেন সরলতার নূরে উজ্জ্বল একটি নতুন পৃথিবী। কোন কমতি নেই। চিন্তার ক্ষেত্রে নেই কোন অভাব সংকীর্ণতা। প্রথম পরিচয়ের পর নতুন নতুন পরিচয় যেন অবারিত হতে থাকে। যতই দিন বাড়তে থাকে সংস্পর্শ শুভ্রতায় ভরে উঠতে থাকে আমার

মন। আকর্ষণ বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে অনুরাগ। আকাশ স্পর্শী হতে চায় ভালো লাগা, ভালো বাসা। মাঝে মধ্যে আবেগের সাথে অনেক কিছু বলে উঠতাম। হুজুর আমাকে উৎসাহ দিতেন।

একটা দুর্ভাগ্য কখনো আমার পিছু ছাড়ে না। সেটা হলো কোন কাজের প্রারম্ভে, মাঝখানে নিরুৎসাহী হয়ে যাওয়া। অনেক কাজ এ পর্যন্ত হাতে নিয়ে অর্ধেকের বেশি হয়ে যাওয়ার পরও পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তবে মনের কোণে ক্ষীণ একটা আশা ছিল একদিন অবশ্যই আমি সফলতা পাব।

মনে অনেকদিন যাবৎ একটা যল্পনা কল্পনা চলছিল যে, হাদীসের প্রসিদ্ধ নয়টি কিতাব (যেগুলো দাওরাতে পড়ানো হয়) সে সব কিতাব ও তার মুসান্নিফিনদের নিয়ে কিছু প্রমাণ সমৃদ্ধ প্রবন্ধ তৈরি করব।

একজন নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় কেউ একজন, যে যেউ একজন যদি কিছুটাও সহানুভূতি জানায় ভালো লাগে। আমারও ভাল লাগলো যখন আমার শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা রশীদ আহমদ কাওসার (যিনি নরসিংদী ইসলামপুর মাদ্রাসার মুহাদ্দিস) আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, কুতুবে সিহাহসিত্তা ও তাঁর মুসান্নিফিনদের ব্যাপারে তথ্য প্রমাণসহ কিছু লিখতে পারলে ভালোই হয়। তারপর শুরু হয় পূর্ণমাত্রায় পথ চলা। একে একে শেষ হয় সবকিছু। যত কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল ততই অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আসলেই কি আমার লেখা প্রকাশনার যোগ্য?

বড়দের যেখানে যাকে পেয়েছি সুযোগ হলে সেখানেই তাদের এ ক্ষুদ্র কাজটি দেখিয়েছি। আমার স্বপ্নের পুরুষ প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব নিজেও দেখেছেন। ভালো না বললেও খারাপ কিছু বলেননি। ও হ্যাঁ আসল কথাটা তো বলাই হয়নি। আমার এ কাজের আসল রূপকারক হলেন হযরত মাওলানা মুফতী এমদাদ সাহেব দা.বা. (মুহাদ্দিস ঢালকা নগর মাদ্রাসা)। আমার হুজুরের আদেশে আমি এ কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে দেখিয়েছি। সংযোজন বিয়োজন যা প্রয়োজন হয়েছে তিনি তা করেছেন। আমি তাঁর নিকট চির ঋণী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

পাঠক ভাবতে পারেন এই সাত কাহনের কি দরকার ছিল? পাঠক! যদি আমাকে ক্ষমা করেন তবে আমি বলব, এগুলো কাহন নয়। কাহিনীও নয়। এগুলো কিছু কথা। এমন কিছু কথা যা না বললেই নয়। ক্ষুদ্র পরিসরে আমার এ আয়োজনকে আপনাদের দৃষ্টিতে সামান্য কিছু লেখা সংকলন, মুদ্রণ এর

মলাট আবৃত্তকরণ মনে হলেও এ যে আমার স্বপ্ন পুরণের কৈফিয়াত, যুগব্যাপী লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন উৎসব এক ফোটা সম্মানের স্মারক। আমি তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই যারা আমাকে এ বইটি ছাপাতে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মাঝে কিছু এমন আছেন যারা আমাকে খুব কাছের মানুষ মনে করেন এবং ভালো বাসেন। তারা হলেন, আলহাজ সৈয়দ মুহাম্মদ ফারুক সাহেব, মুহাম্মদ নেয়ামত কবির রতন সাহেব (গাজীপুর), আলহাজ নান্নু মিয়া সাহেব ও আলহাজ মিনহাজুদ্দীন আহমদ (চয়ন) ডাক্তার সাহেব (মাধবদী)। আমি সর্বদা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন তাদের ক্ষুদ্র এই সহযোগিতাকে কবুল করেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে যাদের পিতামাতা অন্ধকার কবরে শায়িত তাদেরকে যেন আল্লাহ জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

আবু তাসনীম

সূচিপত্র

ইমাম বুখারী রহ. ও সহীহ বুখারী

নাম ও বংশ পরিক্রমা ---------- ২১
জন্ম ---------- ২২
ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতা ---------- ২২
লালন পালন ---------- ২৩
দৃষ্টি শক্তির পুনঃপ্রাপ্তি ---------- ২৩
শিক্ষার উদগ্র বাসনা ---------- ২৩
হাদীস সংগ্রহে সফর ---------- ২৪
বিস্ময়কর ঘটনা ---------- ২৪
অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ---------- ২৫
স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা ---------- ২৬
ত্যাগ ও সাধনা ---------- ২৭
রোষানলে শিকার ---------- ২৭
ইন্তিকাল ---------- ২৮
কতিপয় স্বপ্ন ---------- ২৯
উস্তাদবৃন্দ ---------- ৩০
ছাত্রবৃন্দ ---------- ৩০
রচনাবলী ---------- ৩১
ইমাম বুখারী রহ. মনীষীদের দৃষ্টিতে ---------- ৩১
মাযহাব ---------- ৩২
তাকওয়া ও খোদাভীতি ---------- ৩৪
সহীহ বুখারী ---------- ৩৫
নাম করণের কারণ ---------- ৩৬
সংকলনের পটভূমি ---------- ৩৮
রচনার উদ্দেশ্য ---------- ৩৮
রচনাকাল ---------- ৩৯
সংকলনে বিস্ময়কর পন্থা ---------- ৪১
সংকলনের স্থান ---------- ৪২
হাদীস সংখ্যা ---------- ৪৩

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. -এর সমীক্ষা- ৪৪
মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৫
সহীহ বুখারীর স্থান ৪৫
ছুলাছিয়্যাত ৫০
قال بعض الناس -এর উদ্দেশ্য ৫১
বৈশিষ্ট্যাবলী ৫৪
খতমের বরকত ৫৫
সহীহ বুখারীর রাবীগণ ৫৫
সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ৫৬

ইমাম মুসলিম রহ. ও সহীহ মুসলিম

বংশ পরম্পরা ৫৭
জন্ম ৫৮
বাল্যজীবন ৫৮
শিক্ষা জীবন ৫৮
হাদীস অন্বেষণে সফর ও শিক্ষকবৃন্দ ৫৯
অধ্যাপনা ও ছাত্রবৃন্দ ৬০
রচনাবলী ৬০
উস্তাদদের প্রতি ভক্তি ৬১
ইন্তেকাল ৬২
ইন্তেকালের কারণ ৬২
মনীষীদের দৃষ্টিতে ৬৩
মাযহাব ৬৪
উত্তম চরিত্র ৬৪
সহীহ মুসলিম ৬৫
সংকলনের পটভূমি ৬৫
সংকলন ৬৫
সংকলনে সতর্কতা ৬৫
রচনা কাল ৬৭
সহীহ মুসলিম কি জামে'র অন্তর্ভুক্ত? ৬৭
সহীহ মুসলিমের রাবীগণ ৬৮
সহীহ মুসলিমের স্থান ৬৯

হাদীস সংখ্যা ৭০
মনীষীদের দৃষ্টিতে সহীহ মুসলিম ৭১
বৈশিষ্ট্যাবলী ৭১
ইমাম বুখারী থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ না করার কারণ ৭২
ব্যাখ্যা গ্রন্থ ৭৩

ইমাম তিরমিযী রহ. ও সুনানে তিরমিযী

বংশ পরম্পরা ৭৪
জন্ম ও শৈশবকাল ৭৫
হাদীস সংগ্রহে সফর ৭৫
বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ৭৫
অন্ধত্বেও স্মৃতিশক্তি ৭৬
শিক্ষকবৃন্দ ৭৭
ছাত্রবৃন্দ ৭৭
মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম তিরমিযী ৭৮
তাকওয়া ও খোদাভীতি ৭৯
রচনাবলী ৭৯
ইন্তেকাল ৮০
মাযহাব ৮০
সুনানে তিরমিযী ৮১
পরিচিতি ৮১
সংকলনের কারণ ৮২
সুনানে তিরমিযীতে জাল হাদীস আছে কি? ৮২
ছুলাছিয়্যাত ৮৩
সুনানে তিরমিযীর স্তর ৮৪
تصحيح ও تحسين -এর ক্ষেত্রে তিনি কি ৮৫
বৈশিষ্ট্যাবলী ৮৭
ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ ৮৯
সুনানে তিরমিযীর রাবীগণ ৯০
ব্যাখ্যা গ্রন্থ ৯১

ইমাম আবূ দাঊদ রহ. ও সুনানে আবু দাঊদ

বংশ পরিক্রমা ৯২
জন্ম ৯৩
শিক্ষা জীবন ৯৩
উস্তাদবৃন্দ ৯৩
অধ্যাপনা ৯৪
ছাত্রবৃন্দ ৯৪
ফিকহী প্রতিভা ৯৫
মনীষীদের দৃষ্টিতে ৯৫
রচনাবলী ৯৬
ইন্তেকাল ৯৭
মাযহাব ৯৭
সুনানে আবূ দাঊদ ৯৮
রচনার পটভূমি ৯৮
সংকলন কাল ৯৯
হাদীস সংখ্যা ১০০
মনীষীদের দৃষ্টিতে সুনানে আবূ দাঊদ ১০০
সুনানে আবূ দাঊদের রাবীগণ ১০১
সুনানে আবূ দাঊদের স্থান ১০২
স্বপ্নে সুসংবাদ ১০২
বৈশিষ্ট্যাবলী ১০২
ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ১০৩

ইমাম নাসাঈ রহ. ও সুনানে নাসাঈ

বংশ পরম্পরা ১০৪
জন্ম ১০৪
'নাসা' নাম হল যেভাবে ১০৫
বাল্যজীবন ১০৫
হাদীস সংগ্রহে সফর ১০৬
শিক্ষকবৃন্দ ১০৭
ছাত্রবৃন্দ ১০৭
গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী ১০৭

মনীষীদের দৃষ্টিতে ১০৮
শীয়া'ভক্তির অপবাদ ১০৯
অপনোদন ১১০
মুতাকাদ্দিমীনদের নিকট শীয়া ভক্তির অর্থ ১১১
রচনাবলী ১১১
ইন্তেকাল ১১২
মাযহাব ১১৩
সুনানে নাসাঈ ১১৪
কিতাব পরিচিতি ১১৪
সংকলনের পটভূমি ১১৫
সংকলনের উদ্দেশ্য ১১৬
ফায়েদা ১১৬
দীর্ঘতম সনদ ১১৭
সুনানে নাসাঈ'র স্তর ১১৭
হাদীস সংখ্যা ১১৮
বৈশিষ্ট্যাবলী ১১৮
মনীষীদের দৃষ্টিতে সুনানে নাসাঈ ১১৮
সুনানে নাসাঈ'র রাবীগণ ১১৯
ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ ১২০

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ও সুনানে ইবনে মাজাহ

বংশ পরম্পরা ১২১
মাজাহ শব্দের বিশ্লেষণ ১২১
জন্ম ১২৩
হাদীস সংগ্রহে বিদেশ সফর ১২৩
শিক্ষকবৃন্দ ১২৪
ছাত্রবৃন্দ ১২৪
রচনাবলী ১২৫
ইন্তেকাল ১২৫
মনীষীদের দৃষ্টিতে ১২৬
মাযহাব ১২৭
সুনানে ইবনে মাজাহ ১২৮

সংকলনের উদ্দেশ্য ··········· ১২৮
মনীষীদের দৃষ্টিতে ··········· ১২৮
সুনানে ইবনে মাজাহ কি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত? ··········· ১২৯
বিশুদ্ধতার বিবেচনায় সুনানে ইবনে মাজাহ ··········· ১৩০
একটি ভুল ধারণা ··········· ১৩২
ছুলাছিয়াত ··········· ১৩২
হাদীস সংখ্যা ··········· ১৩৩
বৈশিষ্টাবলী ··········· ১৩৩
সুনানে ইবনে মাজাহ'র বারীগণ ··········· ১৩৪
ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ··········· ১৩৪

ইমাম ত্বহাভী রহ. ও শরহু মা'আনীল আছার

নাম ও বংশ পরম্পরা ··········· ১৩৫
জন্ম ··········· ১৩৬
শিক্ষা জীবন ··········· ১৩৬
মাযহাব পরিবর্তন ··········· ১৩৭
তথ্য বিশ্লেষণ ··········· ১৩৯
ইলম অর্জনে সফর ··········· ১৪১
মিসরে কাযী পদে ইমাম ত্বহাভী রহ. ··········· ১৪২
উস্তাদবৃন্দ ··········· ১৪২
ছাত্রবৃন্দ ··········· ১৪৩
ইন্তেকাল ··········· ১৪৪
মনীষীদের দৃষ্টিতে ··········· ১৪৪
ফায়েদা ··········· ১৪৬
কোন কোন শায়খের ক্ষেত্রে তিনি কুতুবে সিত্তার
সংকলকগণের শরীক ছিলেন ··········· ১৪৬
রচনাবলী ··········· ১৪৮
শরহু মাআ'নিল আছার ··········· ১৪৯
সংকলনের পটভূমি ··········· ১৪৯
বৈশিষ্ট্যাবলী ··········· ১৪৯

শরহু মাআ'নিল আছার-এর স্তর ১৫১
সংকলনের উদ্দেশ্য ১৫২
শরহু মা'আনীল আছার এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ১৫২

ইমাম মালেক রহ. ও মুয়াত্তা ইমাম মালেক

বংশ পরম্পরা ১৫৩
জন্ম ১৫৩
বাল্যজীবন ও শিক্ষা জীবন ১৫৪
উস্তাদবৃন্দ ১৫৫
স্মৃতিশক্তি ও বৈশিষ্ট ১৫৬
হাদীস বর্ণনা ও ফতুয়া দান ১৫৬
অধ্যাপনা ১৫৭
শিষ্যবৃন্দ ১৫৮
নির্যাতন ও সহনশীলতা ১৫৮
মেহনত ও মোজাহাদা ১৫৯
রচনাবলী ১৫৯
ইন্তেকাল ১৬০
কতিপয় স্বপ্ন ১৬১
মনীষীদের দৃষ্টিতে ১৬৩
মুয়াত্তা ইমাম মালেক ১৬৪
হাদীসের প্রথম সংকলক ১৬৪
সংকলনের পটভূমি ১৬৫
রচনার সময়কাল ১৬৬
নাম করণের কারণ ১৬৭
হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুয়াত্তার মূল্যায়ন ১৬৮
হাদীস সংখ্যা ১৬৮
মনীষীদের দৃষ্টিতে আল-মুয়াত্তা ১৬৯
ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ১৭০

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ

নাম ও বংশ পরিচয় ১৭১
জন্ম ও শৈশব কাল ১৭১
শিক্ষাজীবন ১৭২
শিক্ষকবৃন্দ ১৭৩
অধ্যাপনা ১৭৩
শিষ্যদের তালিকা ১৭৪
রচনাবলী ১৭৪
মনীষীদের দৃষ্টিতে ১৭৫
কাজী পদে ১৭৫
ইন্তেকাল ১৭৬
মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ১৭৭
দু'টি কপির মাঝে পার্থক্য ১৭৭
বিন্যাস পদ্ধতি ১৭৮
ব্যাখ্যা গ্রন্থ ১৭৯
তথ্য পুঞ্জি ১৮০

ইমাম বুখারী রহ.

[১৯৪-২৫৬হি./৮১০-৮৭০ইং]

নাম ও বংশ পরিক্রমা

* নামঃ মুহাম্মদ; উপনামঃ আবূ আব্দুল্লাহ; উপাধিঃ আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস [হাদীস শাস্ত্রের বিশ্বসম্রাট] নিসবতঃ আল-বুখারী।

* আমীরুল মু'মিনীনা ফিল হাদীস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিয্বাহ আল-জু'ফী আল-ইয়ামানী আল-বুখারী রহ.।

أمير المؤمنين فى الحديث[١] أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبرهيم بن مغيرة بن بردزبة[٢]

الجعفى[٣] اليمانى البخارى[٤] رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـــ

---

١. قال شيخ شيوخنا المحدث الناقد عبد الفتاح أبوغدة فى كتاب"أمراء المؤنين فى الحديث": هذه كوكبة يسيرة من كواكب الأئمة المحدثين الذين خدموا السنة المطهرة، ولقب كل واحد منهم بلقب (أمير المؤمنين فى الحديث) مرتبين فى سني وفياهم.

١- أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، المدنى، التابعى (٦٤-١٣٠).

٢- أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبى، المدنى، صاحب المغازى، (٩٠-١٥٢).

٣- أبو بكر هشام بن أبى عبد الله الدستوائى، البصرى، التاجر (المتوفى:١٥٣).

٤- أبو بسطام شعبة بن الحجاج، الواسطى، البصرى (٨٢-١٦٠).

٥- أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى، الكوفى (٩٧-١٦١).

٦- أبو سلمة حماد بن دينار ، البصرى (٩٠-١٦٧).

٧- أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى، المدنى(٩٣-١٧٩).

٨- أبو عبد الرحمن عبد بن المبارك، المروزى (١١٨-١٨١).

٩- أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردى، المدنى(المتوفى:١٨٧هـ).

١٠- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى (١٩٦-٢٥٦).

٢. معناها بالبخارية: الزراع: (কৃষক) قمذيب الكمال: ٤٣١/٢٤. وقال إبن ماكولا فى الإكمال : هو بزدزبة ، وفى "وفيات الأعيان" : برذبة بالذال، =

জন্ম

ইমাম বুখারী রহ. ১২/১৩ শাওয়াল, ১৯৪হিঃ মোতা. ১৯ জুলাই ৮০৯ খৃস্টাব্দে শুক্রবার জুম'আর নামাযের পর ঐতিহাসিক বুখারা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫] তাঁর পরদাদা মুগীরা পারস্য হতে খোরাসানের অন্তর্গত বুখারায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। [উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন, "আমি আমার জন্ম তারিখ আমার পিতার হাতে লিখিত পেয়েছি"।[৬]]

ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতা

ইমাম বুখারী রহ.-এর পিতা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম রহ. বিখ্যাত মুহাদ্দিস খোশমেজাজ ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। আহমদ ইবনে হাফস রহ. বলেন, "আমি তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে ছিলাম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেন, আমার গোটা সম্পত্তির মাঝে একটা দিরহামও হারাম ও তাঁর সন্দেহের লেশ মাত্র নেই।"[৭]

= قال عبد الغني صاحب الكمال: بردزبة مجوسى مات عليها. ١٢ كما فى هامش البداية والنهاية:١١/٣٠، هكذا فى تاريخ بغداد:١/٣٣٤، وقيل بزدزبة. سير أعلام النبلاء: ١٠ /٢٣٧

٣. قلت: يقال له جعفى لأن أباجده اى ولد بردزبة المغيرة قد أسلم على يدى والى بخارى "يمان الجعفى" وأتى بخارى فيقال له جعفى ولاء.أنظر: تاريخ بغداد: ٣٣١/١، هدى السارى صــ٥٠١، تهذيب الكمال: ٢٤/ ٣٨-٤٣٧ ، البداية والنهاية : ٣٠/١١، مقدمة تحفة الأحوذى صـــ٩٧.

٤. نسبةبخارى، بالقصر، أعظم مدينة ماوراء النهر. تدريب الراوى: ٦١٩

٥. موقعها حاليا:أوز بكستا

٦. تهذيب الكمال : ٤٣٨/٢٤ ، البداية والنهاية: ٣٠/١١ ، هدى السارى: صـــ٥٠١ ، سيرأعلام النبلاء:٢٣٧/١٠، تهذيب التهذيب: ٣١/٥، تدريب الراوى:٦١٩، تاريخ بغداد: ٣٣١/١.

٧. هدى السارى : صـــ٥٠٣ ، مقدمة اللامع : ٦/١، وفى سير أعلام النبلاء (٢٣٧/١٠): .... سمعت أحمد بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مالى درهما من حرام ولادرهمامن شبهة .

লালন পালন

ছোট বেলায় ইমাম বুখারী রহ. পিতৃহারা হয়ে যান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজ মাতার তত্ত্বাবধানে শখ-শৈখিনতার সাথে লালিত-পালিত হন ।[৮]

দৃষ্টি শক্তির পূনঃপ্রাপ্তি

বাল্যকাল থেকেই ইমাম বুখারী রহ.-এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ মেহেরবানীর নিদর্শন দেখা যাচ্ছিল। ইমাম বুখারী রহ. বাল্যকালেই চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এতে স্নেহময়ী মাতা ভীষণভাবে ব্যথিত ও চিন্তিত হন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শোকাহত জননী আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে নিজ তনয়ের দৃষ্টিশক্তি পূনঃপ্রাপ্তির কামনায় সর্বদা দোয়া করতে থাকেন। হঠাৎ একদিন তিনি ইবরাহীম আ. কে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি বলছেন, "হে পূণ্যময়ী! আর কেঁদনা। তোমার দোয়ার কারণে করুনাময় আল্লাহ তা'য়ালা তোমার তনয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।" অধির আগ্রহ ভরে প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে ফজর নামাযান্তে নিজ তনয়ের নিকট গমন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া অবলোকন করে আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।[৯]

শিক্ষার উদগ্র বাসনা

মমতাময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে ইমাম বুখারী রহ. স্থানীয় মক্তবে লেখা-পড়া আরম্ভ করেন। তিনি মাত্র নয় বছর বয়সে পূর্ণ কোরআন শরীফ হিফজ করেন। শৈশব কাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষার প্রতি অতি উৎসাহী ছিলেন এবং হাদীস অধ্যয়নে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন:

ألهمت حفظ الحديث وأنا فى المكتب /الكتاب

অর্থাৎ আমি যখন মক্তবে ছিলাম, তখন থেকেই আমার মধ্যে হাদীস মুখস্থ করার উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। তিনি আরও বলেন, আমার মনে যখন হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তখন আমার বয়স ছিল ১০ বা তার চেয়ে কম। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।[১০]

---

৮. البداية والنهاية:١١/٣٠، مقدمة اللامع: ٦، مقدمة تحفة الأحوذى : ٩٤.

৯. تهذيب الكمال : ٢٤/٤٤٥، البداية والنهاية: ١١/٣١، هدى السارى : ٥٠٢، سيرأعلام النبلاء: ١٠ /٢٧٤. تاريخ بغداد:١/٣٣٤.

১০. تهذيب الكمال : ٢٤/٤٣٩، هدى السارى : ٥٠٢، البداية والنهاية ١١/٣٠، سيرأعلام النبلاء: ١٠/٢٧٤، بستان المحدثين:١٧١، تاريخ بغداد:١/٣٣١.

হাদীস সংগ্রহে সফর

মাত্র ১৬ বছর বয়সে পিতার রেখে যাওয়া হালাল সম্পত্তির মাধ্যমে আপন মাতা ও বড় ভাই আহমদ সহ হজ্ব-ব্রত পালন করেন। হজ্ব শেষে মা ও ভাই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেও ইমাম বুখারী রহ. রাসূল সা. -এর জন্মভূমিতেই রয়ে যান। সেখানে অবস্থানরত প্রায় সকল মুহাদ্দিসের শরণাপন্ন হয়ে তিনি ইলম চর্চা ও হাদীস শিক্ষায় ব্রতী হন। এ সময় তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং হাদীস সংকলনের প্রতিও মনোনিবেশ করেন।

ইমাম বুখারী রহ. -এর বয়স যখন আঠার, তখন তিনি মক্কায় অবস্থান কালে 'কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবেঈন' (قضايا الصحابة والتابعين) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [যা এখন দুষ্প্রাপ্য]। তারপর তিনি মদীনায় গমন করেন এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছের নিকট হাদীস চর্চা অব্যাহত রাখেন। সেই সাথে তিনি মহানবী সা. -এর রওযা মোবারকের পাশে চন্দ্রালোকে তার বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ 'আত্ তারিখুল কাবীর' (التاريخ الكبير) প্রণয়নের কাজ হাতে নেন।[১১]

এরপর হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী রহ. মিসর গমন করেন। পরবর্তী ষোল বছর এ কাজে ব্যাস্ত থাকেন। এ ষোল বছরের এগার বছর তিনি সমগ্র এশিয়া সফর করেন এবং পাঁচ বছর বসরায় অবস্থান করেন।[১২]

বিস্ময়কর ঘটনা

ইমাম বুখারী রহ. একদা হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করেন। আরোহীদের মাঝে জনৈক ব্যক্তির সাথে সখ্যতা গড়ে উঠলে এক পর্যায়ে কথা প্রসঙ্গে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রার কথা প্রকাশ করে দেন। প্রতারক লোকটি স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে করায়ত্ব করার ফন্দি এঁটে একরাতে হঠাৎ উচ্চ স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে থাকে।

---

১১. مقدمة فتح البارى: ٥٠٢، تهذيب الكمال: ٢٤/٤٣٩-٤٤٠، البداية والنهاية ١١/٣٠، مقدمة تحفة الاحوذى : ٩٤، النبلاء: ١٠/٢٧٨-٢٧٩،المقدمة على جامع المسانيد والسنن: ٨٩.

১২. و فى تاريخ بغداد(١/٣٣٠): ورحل فى طلب العلم سائر محدثي أمصار، وكتب بخراسان، والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز، والشام، ومصر.

আশ-পাশের লোকজন তার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতে থাকে যে, তাঁর একহাজার স্বর্ণমুদ্রা চুরি হয়ে গেছে। একথা শুনে সকলের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ধূর্ত লোকটার প্রতি দয়াদ্র হয়ে কতিপয় যাত্রী জাহাজের সকল আরোহীদের দেহ তল্লাশী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ইমাম বুখারী রহ. লোকটির দূরভিসন্ধি উপলব্ধি করে স্বর্ণমুদ্রার থলিটি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে দেন। তল্লাশকারীরা সবার সাথে ইমাম বুখারী রহ. -এর দেহও তল্লাশী করে। তবে কিছু পেলনা। সকলেই রোধনকারীকে ভর্ৎসনা করে আপন আপন আসনে চলে যায়। জাহাজ থেকে নেমে আরোহীরা নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাত্রা করলে ঐ প্রতারক লোকটা ইমাম বুখারী রহ. -কে মুদ্রার থলিটির কথা জিজ্ঞেস করেন। ইমাম বুখারী রহ. তদুত্তরে বলেন, "আমি তখনই স্বর্ণমুদ্রার থলিটি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে দেই"। অবাক হয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, আপনি এ কাজ কীভাবে করলেন! অথচ তাতে আক্ষেপও করলেন না। ইমাম বুখারী রহ. বললেন, আমি সারাটি জীবন সাধনা ও মোজাহাদার দ্বারা বিশ্বস্ততার যে, অমূল্য সম্পদ অর্জন করেছি তা যৎসামান্য মুদ্রার মহব্বতে জলাঞ্জলী দিতে পারি না। [১৩]

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন, আমি যা একবার শ্রবণ করতাম জীবনে তা কখনো ভুলতাম না। [১৪]

ঐতিহাসিকগন তার স্মরনশক্তি সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হতে ইমাম বুখারী রহ. -এর দশ বছর বয়সের ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম বুখারী রহ. বুখারার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম দাখেলী রহ. এর দরসে শরীক হতেন।

১৩.উক্ত ঘটনাটি ফাতহুলবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে এমদাদুল বারীঃ ১/৪৬১ এবং ফযলুল বারীঃ ১/৫৫নং পৃষ্ঠায় হুবহু উল্লেখ আছে । কিন্তু ফাতহুলবারীতে যথাযথ উপায়ে তালাশ করেও পাইনি। এমন কি তাহযীবুল কামাল, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মোকাদ্দামায়ে লামে' প্রভৃতি কিতাবে খোঁজেও এর কোন হদিস পাইনি।

١٤. مقدمة اللامع : ٧ ، البداية والنهاية : ١١ /٣١، هدى السارى : ٥١١

একদা আল্লামা দাখেলী রহ. হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে ছোট্ট বালক বুখারীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একটি হাদীসের সনদ বলতে গিয়ে আল্লামা দাখেলী রহ. বলেন, عن سفيان عن أبي الزبيرعن إبراهيم বালক বুখারী দূর থেকে বলে উঠলেন, বর্ণিত সনদটি ঠিক নয়।

আল্লামা দাখেলী রহ. বললেন, বল কী ভুল হয়েছে? বালক বুখারী বললেন, আবূ যুবায়েরের সাথে ইবরাহীমের সাক্ষাত হয়নি; বরং সনদে যুবায়ের ইবনে আ'দী হবে। এতদশ্রবণে আল্লামা দাখেলী রহ. রাগান্বিত হন। এরপর বালক বুখারী বলেন, মেহেরবানী করে আপনার আসল কপি থাকলে দেখে নিতে পারেন। আল্লামা দাখেলী রহ. সাথে সাথে ঘরে গিয়ে মূল পাণ্ডুলিপি দেখলে তাতে বালক বুখারী কর্তৃক বর্ণিত সনদটিই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।[১৫]

স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা

তৎকালীন ইসলামী খেলাফতের রাজধানী বাগদাদে ইমাম বুখারী রহ. -এর সংবর্ধনার ব্যবস্থা করে তাঁর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার আয়োজন করা হয়। বাগদাদের প্রখ্যাত দশজন মুহাদ্দিসকে এর জন্য নির্বাচন করা হয়। তারা প্রত্যেকে দশটি করে হাদীসের সনদ পরিবর্তন করে মুখস্থ মোট একশ হাদীস ইমাম বুখারী রহ. -এর সামনে পেশ করেন। ইমাম বুখারী রহ. তাদের ইচ্ছা উপলব্ধি করে তাদের প্রত্যেকের হাদীস শুনে উত্তর দেন, لا أعرف [এ সম্পর্কে আমার জানা নেই] এ কথা শুনে মজলিসে তাঁর সম্পর্কে কানা-ঘুষা শুরু হলে তিনি মুহাদ্দিসগণের প্রতিটি হাদীসের ভুল সনদ উল্লেখপূর্বক সঠিক সনদসহ ধারাবাহিকভাবে শুনিয়ে দেন। ফলে তারা যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে বলতে থাকেন ' ذروا قوله ، هو مارأى مثل نفسه ' । তাঁর কথা বলো না তিনি তুলনাহীন,![১৬]

---

১৫. تهذيب الكمال : ٢٤/٤٣٩،هدى السارى: ٥٠٢، سيرأ علام النبلاء: ١٠/٢٧٤، بستان المحدثين:١٧١.

١٦. تهذيب الكمال : ٢٤/٤٣٩، هدى السارى: ٥٠٢، مقدمة تحفة الاحوذى:٩٥، سيرأ علام النبلاء:١٠/٢٨٣،تاريخ بغداد:١/٣٤١،تهذيب التهذيب:٥/٣٢.

ত্যাগ ও সাধনা

ইমাম বুখারী রহ. প্রায় এক হাজার আশিজন মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করে ছিলেন। তা অর্জনে তিনি যে সীমাহীন কষ্টের শিকার হয়ে ছিলেন তার কিছু নমুনা নিম্নে পদত্ত হল:

১. তিনি সর্বদা হাদীস অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন বলে অল্প আহার করতেন। ফলে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসক তার প্রস্রাব পরীক্ষা করে বললেন, আপনার অবস্থা তো ঐ সব ইয়াহুদী ধর্ম যাজকদের মতো যারা রুটির সাথে তরকারী ভোজন করে না। তাহলে আপনিও কী...! উত্তরে ইমাম বুখারী রহ. বললেন, বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ রুটির সাথে তরকারী ভক্ষণ করার সুযোগ হয়নি। এরপর চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন রুটির সাথে তরকারী নেওয়ার জন্যে। কিন্তু তিনি তা মানতে অসম্মতি পোষণ করলেন। অবশেষে প্রিয়জনদের পীড়াপীড়ির পর চিনিসহ রুটি খেতে সম্মত হন।[১৭]

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতেম রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ. হাদীস সংগ্রহের জন্য বিদগ্ধ মুহাদ্দিস আদম ইবনে হাফসের নিকট গমনকালে তাঁর পাথেয় নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি কারও নিকট নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করে গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করেন।[১৮]

রোষানলে শিকার

ইমাম বুখারী রহ. ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। যার ফলে অনেক সময় স্বার্থান্বেষী কু-চক্রী মহলের রোষাণলে শিকার হয়েছেন। তাদের মাঝে বুখারার শাসনকর্তা খালিদ ইবনে আহমদ অন্যতম। তিনি ইমাম বুখারী রহ. -এর নিকট এমর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, কোন এক সময় রাজ দারবারে এসে তিনি যেন আমার ছেলেকে 'সহীহ বুখারী' ও 'তারীখে কবীর' শুনিয়ে যান। ইমাম বুখারী রহ. অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, لا أذل العلم ولا أحمله أبواب السلاطين/الناس "আমি কখনই ইলমকে রাজা-বাদশাহর দরবারে পেশ করে অসম্মানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করতে পারব না।" [অতএব, যে পড়তে আগ্রহী সে যেন এখানে আসে। কেননা পিপাসার্ত ব্যক্তিই কুপের নিকট যায়।] শাসনকর্তা তাঁর এ কথা মেনে নিয়ে বললেন, আমার ছেলে ও আমি আপনার

١٧.هدى الساري: ٥٠٥ ، مقدمة اللامع :١/١٠.س

١٨. هدى الساري: ٥٠٤.

দরবারে এক শর্তে আসব, তা হল আমরা যখন পড়ব তখন অন্য কেউ যাতে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে না পারে। ইমাম বুখারী রহ. তার এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে বলেন, সকল শিক্ষার্থী ইলমে দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে সমান। একথা শুনে শাসনকর্তা নানা প্রকার কলা-কৌশলে তাঁকে দেশান্তর হতে বাধ্য করেন।[১৯]

ইন্তিকাল

উল্লিখিত ঘটনার কারণে ইমাম বুখারী রহ. বুখারা ত্যাগ করে 'বিকন্দ' নামক এলাকায় গমন করেন। সেখানেও তাঁর সম্পর্কের মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে তিনি সেখানেও অবস্থান সমীচীন মনে করেননি। এদিকে সমরকন্দ থেকে সংবাদ আসল যে, সেখানকার পরিবেশও ভাল নয়। ইমাম বুখারী রহ. ব্যথিত হয়ে দুনিয়ার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। একবার তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই দোয়া করলেন- اللهم ضاقت على الأرض بما رحبت فاقبضى إليك "হে আল্লাহ! এ বিশাল পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া স্বত্ত্বে আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, তুমি আমাকে আপন কোলে উঠিয়ে নাও।"[২০]

আল্লাহ তায়া'লা ইমাম বুখারী রহ. -এর প্রার্থনা কবুল করে নিলেন। কিছু দিন পরই ২৫৬[২১] হিজরী ১লা শাওয়াল মোতা. ৩১ আগস্ট ৮৭০ খৃস্টাব্দে শুক্রবার দিবাগত রাত্রে[২২] 'খরতংগ[২৩]' নামক স্থানে হাদীস শাস্ত্রের এ মহা পণ্ডিত মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।[২৪]

---

১৯. البداية والنهاية : ٣٢/١١، تهذيب الكمال : ٤٦٤/٢٤، هدى السارى:٥٠٨

مقدمة اللامع : ١/ ٥،تهذيب التهذيب:٣٢/٥،تدريب الراوى:٦١٩، سيرأ علام النبلاء:٣١٨/١٠-٣١٩

২০. تدريب الراوى:٦١٩،تهذيب التهذيب:٣٣/٥.

২১. تهذيب التهذيب٣١/٥.

২২. وهى قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها.تهذيب التهذيب:٣٣١/٥،تدريب الراوى:٦١٩.

২৩. مازال قبره معروفا ظاهرا حتى اليوم فى سمرقند، وهى اليوم تحت سيطرة الروس، اعادها الله ديار الإسلام ــ تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٦٦،النبلاء:٣٠٤/١٠.

২৪. تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٦٦،هدى السارى : ٥١٨، البداية والنهاية: ٣٣/١١، مقدمة اللامع : ٥.

মৃত্যুর পর দীর্ঘ দিন যাবত তাঁর কবর মোবারক থেকে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। এ বিরল দৃশ্য দেখে লোকজন বরকত মনে করে কবরের মাটি নিয়ে যেতে থাকে। যার ফলে সেখানে বিভিন্ন ফেতনার সৃষ্টি হয়। পরে তাঁর জনৈক ভক্তের দোয়ার বরকতে সুগন্ধি বন্ধ হয়ে যায়।[২৫]

কতিপয় স্বপ্ন

১. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আদম বর্ণনা করেন, আমি একদা স্বপ্নযোগে রাসূল সা.-কে দেখতে পেলাম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের জামাত নিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সালাম আরজ করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার অপেক্ষায় আছেন? হুজুর সা. বললেন, "মুহাম্মদম ইবনে ইসমাঈলের অপেক্ষায়"। ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, কয়েক দিন পর যখন আমি ইমাম বুখারী রহ. -এর মৃত্যুর সংবাদ শুনতে পেলাম তখন হিসাব করে দেখলাম যে, স্বপ্ন দেখার দিনই ইমাম বুখারী রহ. ইন্তেকাল করেছেন।[২৬]

২. নজম ইবনে ফুজাইল বলেন, "আমি একদা স্বপ্নযোগে রাসূল সা. -কে দেখতে পেলাম যে, তিনি 'মাসতিন'[২৭] নামক এক বস্তি থেকে বের হয়ে আসছেন আর ইমাম বুখারী রহ. পেছনে পেছনে হাটছেন। রাসূল সা. যেখানে যেখানে কদম মোবারক রেখে চলছিলেন ঠিক সেখানেই ইমাম বুখারী রহ. কদম ফেলে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছিলেন।[২৮]

---

২৫. البداية والنهاية: ٣٣/١١، هدى السارى : ١٨ ،وفى سير اعلام النبلاء (١٠/٣٢٠):فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك فدام ذالك أياما الخ.

২৬. تهذيب الكمال : ٤٦٦/٢٤، هدى السارى: ٥١٨، مقدمة اللامع : ٥، وفى سير أعلام النبلاء(٣٢١/١٠):....سمعت عبدالواحد بن آدم يقول:رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم ومعه جماعة من أصحابه،وهو واقف فى موضع،فسلمت عليه فرد على السلام،فقلت: ماوقوفك يارسول الله؟فقال:انتظرمحمدبن إسماعيل البخارى. فلما كان بعد أيام بلغنى موته،فنظرت فإذا قد مات فى الساعة التى رأيت النبى صلعم.

২৭. وهى قرية من قرى البخارى كما فى كتب البلدان ، تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٤٤.

২৮. هدى السارى:٥١٤، سير أعلام النبلاء:٢٨١/١٠،تاريخ بغداد:٣٣٣/١، النبلاء:٢٨١/١٠.

৩. ইমাম বুখারী রহ. -এর ছাত্র মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফেরাবরী রহ. বলেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূল সা. -কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, أين تريد؟ [তুমি কোথায় যাচ্ছ?] আমি বললাম, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল রহ. -এর নিকট। রাসূল সা. বললেন, إقرأ مني السلام তাকে আমার সালাম বলবে।[২৯]

উস্তাদবৃন্দ

এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন, আমি এক হাজার আশি জন বিখ্যাত হাদীস বিশারদের নিটক হতে হাদীস সংগ্রহ করেছি।
তারা সকলেই সমকালীন যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন-:

- আবূ আসেম হাম্বলী।
- মক্কী ইবনে ইবরাহীম।
- আদম ইবনে আবূ আয়াস।
- আহমদ ইবনে হাম্বল।
- ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ।
- আলী ইবনে মাদীনী।
- ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. প্রমূখ।[৩০]

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম বুখারী রহ. -এর ছাত্র সংখ্যা নব্বই হাজার। তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম হচ্ছে-

- হাফেজ আবূ ঈসা তিরমিযী।
- আব্দুর রহমান নাসাঈ।
- ইমাম মুসলিম।
- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ-ফেরাবরী।
- হাফেজ ইবরাহীম ইবনে মা'কালাহ।

---

٢٩. تهذيب الكمال: ٤٤٥، سير أعلام النبلاء: ٣٠٤/١٠، تاريخ بغداد: ٣٣٣/١.

٣٠. تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٣١-٤٣٣، سير أعلام النبلاء: ٢٧٤/١٠-٢٧٦، تهذيب التهذيب: ٣٠/٥- ٣١، تاريخ بغداد: ٣٣٠/١.

৬. হাফেজ হাম্মাদ ইবনে শাফেঈ।

৭. আবূ হাতেম সালেহ ইবনে মুহাম্মদ রহ. প্রমূখ।[৩১]

রচনাবলী

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ সহীহ বুখারী ছাড়াও আরও অনেক কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মাঝে - ১. আল-আদাবুল মুফরাদ ২. আত্ তারীখুল কাবীর ৩. আত্ তারীখুল আওসাত ৪. আত্তারীখুস্সগীর ৫. কাযায়াস্ সাহাবাহ ওয়াত্ তাবিঈ'ন ইত্যাদি।[৩২]

ইমাম বুখারী রহ. মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইমাম বুখারী রহ. বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে হাদীসশাস্ত্রসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে প্রাজ্ঞতা ও যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তা দুনিয়ার মনীষীগণ অকপটে স্বীকার করেন।

১. প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ও বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ইমাম মুসলিম রহ. একদা ইমাম বুখারী রহ. -এর ললাটে চুম্বন এঁটে বলেন,

دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الاساتذين وسيد المحدثين و طبيب الحديث في علله [٣٣]

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা রহ. বলেন, আমি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. -এর চেয়ে অভিজ্ঞ, আসমানের নিচে কোন ব্যক্তি দেখিনি।[٣٤]

৩. আমর ইবনে আলী রহ. বলেন,[٣٥] حديث لايعرفه محمدبن إسماعيل ليس بحديث

৪. আবূ মুসআব রহ. বলেন:

لو أدركت مالكا ونظرت وجهه ووجه محمد بن أسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث [٣٦]

৫.ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আদ্দাওরাকী রহ. বলেন,[٣٧] محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة

---

৩১. هدى السارى: ٥٠٣ ، تهذيب الكمال :٤٣٤/٢٤، تهذيب التهذيب:٣٠/٥.

৩২. هدي السارى : ٥١٦،تدريب الراوى:٦٢٠.

৩৩. هدى السارى: ٥١٣، النبلاء:١٠/ ٢٩٨،تاريخ بغداد:٦٥/١١،

৩৪. وفي سير أعلام النبلاء (٢٩٨/١٠):....ما رأيت تحت أدم السماء أعلم بحديث رسول الله وأحفظ له من محمد بن إسماعيل . تهذيب التهذيب : ٣٣/٥. =

৬. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার রহ. বলেন:

حفاظ الدنيا أربعة : ١. أبو زرعة بالرى ٢. مسلم بن الحجاج بنيسابور ٣. عبد الله بن عبد الرحمان الدارمى بسمرقند ٤. محمد بن إسماعيل البخارى ببخارى [٣٨]

মাযহাব

ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ যে, ইমাম বুখারী রহ. শাফেঈ মাযহাব অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, তিনি কোনও মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর অগাধ জ্ঞানের কারণে কোনও মাযহাবের অনুসরণ করার প্রয়োজনও ছিল না। তিনি নিজেই একজন মোজতাহিদ ছিলেন। তবে তাঁর ইজতেহাদ, মাসআলা-মাসাইল,বেশ কিছু ক্ষেত্রে শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী হত। তাই তাকে শাফিঈ মাযহাব অনুসারী বলা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, তিনি শাফিঈ মাযহাব অনুসারী নন।[৩৯]

=

٣٥ . تهذيب الكمال : ٤٥٤/٢، تاريخ بغداد : ٣٣٩/١.

٣٦. سير أعلام النبلاء: ٢٩١/١٠.

٣٧. تهذيب التهذيب : ٣٢/٥.

٣٨. سير أعلام النبلاء : ٢٩٢/١٠ ، وفى سير أعلام النبلاء (٢٩٥/١٠) : ..... سمعت رجاء الحافظ يقول: فضل محمد بن اسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، فقال له رجلٌ : يا ابا محمد كل ذالك عبرة ؟! فقال: هو اية من ايات الله يمشى على ظهر الارض.

٣٩. قال الإمام العلامة الحافظ محمد أنور شاه الكشميرى فى كتاب"فيض البارى": واعلم أن البخارى مجتهد لا ريب فيه، وما اشتهر أنه شافعى، فلموافقته إياه فى المسائل المشهورة، وإلا فموافقته للإمام اللأعظم ليس أقل مما وافق فيه الشافعى، وكونه من تلامذة الحميدى لا ينفع، لأنه من تلامذة إسحاق بن راهويه أيضا، وهو حنفي، فعده شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عده حنفيا. الإمام إبن ماجة وكتابه السنن: ١٢٢-١٢٣. كشف الإلتباس عما أورده الإمام البخارى على بعض الناس: صـــ ١٠. =

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فى مقدمة "كشف الإلتباس": وصنع شيخنا رحمه الله تعالى فى ختام الفهارس التى صنعها لكتاب "فيض البارى" فهرسا خاصا يكشف فيه كثرة موافقته الإمام البخارى فى اجتهاداته الفقهية فى فقه الحنفية، فقال رحمة الله تعالى عليه: فهرس الأبواب التى وافق فيها البخارى أئمة الحنفية فى الفروع المختلفة إما صراحة أو بناء عليه، والنوع الثالث ما يتردد فيه النظر وإنما ذكرته فى عداد الموافقة، لكونه محتمل كلامه، ولم أعطف إلى عد موافقته فيما اتفق عليه الأئمة واكتفيت بذكر موافقته من النوع الأول فقط. فراجع تفصيله من تلك الأبواب، وأرجو من الله سبحانه تعالى أن أكون أنا انتهجت هذا المنهج، وابتكرت هذا المسلك، ولا فخر، وأنا أردت به نعيا على تحامل القوم الذين يزعمون أن لاحظ للحنفية فى باب الحديث، تلك أمانيهم، فليعلموا أن مثل البخارى أيضا قد وافق فقه الحنفية فى كثير من الأبواب، ولو ادعا أحد أن موافقاته ليست بأقل مما خالف فيه، ولم يكذب إن شاء الله تعالى فهذه أنموذجة لذالك، ومن شاء فليحسب، ولا يرحم.

١- من الطهارة: مسئلةآستار، سؤر الكلب، مس الذكر، والمرأة، تفسير الملامسة، مسح الرأس، نجاسة المنى، الموالاة فى الوضوء، الحامل لا تحيض، العبرة بالألوان.

٢_ ومن أبواب الصلاة: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، مسئلة الترجيع فى الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، باب يسلم حين يسلم الإمام، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة، وفى ضمنه مسئلة اقتداء القائم بالقائد.

٣- فى صفة صلاة الخوف: باب صلاة الخوف رجالا أو ركبانا.

٤- ومن أبواب الوتر: الوتر صلاة الليل صلاتان، الوتر واجب، الوتر ثلاث ركعات.

٥- ومن أبواب صلاة الكسوف: صلاة الكسوف فيها ركوع واحد.

٦- ومن أبواب التقصير: الجمع بين الصلاتين.

٧- و من باب استعانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة: باب بسط الثوب.

٨- ومن كتاب الجنائز: أولاد المشركين، تحقيق موضع الخرقة، باب الصلاة على الجنازة، وبالمصلي والمسجد.

٩- ومن كتاب الزكاة: باب الفرض في الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل.

١٠- ومن باب صدقة الفطر: باب صدقة الفطر على العبد، وغيره من المسلمين. =

তাকওয়া ও খোদাভীতি

ইমাম বুখারী রহ. অত্যন্ত খোদাভীরু ও নম্র ভদ্র ছিলেন । তিনি পরনিন্দা করা থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন । এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন-

إنى أرجو أن ألقى الله ولايحاسبنى إنى اغتبت أحدا ـــ

অর্থাৎ আমি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাতের আখাঙ্ক্ষা রাখি যে তিনি আমার কাছ থেকে পরনিন্দা করার হিসাব নিতে পারবে না । [৪০]

অন্যত্র বলেন- ما إغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام

আমি যখন থেকে পরনিন্দা হারাম জেনেছি তখন থেকে কখনও তা করিনি ।[৪১]

١١- ومن كتاب المناسك: مسئلة الاشتراط فى الحج، راجع من أبواب المحصر، باب إذا صاد الحلال فأهدى، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا، باب الطيب عند الإحرام.

١٢- ومن كتاب الصوم: باب سواك الرطب، واليابس.

١٣- ومن البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض، باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه.

١٤- ومن كتاب الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها.

١٥- ومن العتق وفضله: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، الفرق بين الخدمة، الخ.

١٦- ومن كتاب التفسير: باب قوله عز وجل: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا)، باب قوله: (إن الذين يشترون بعهد الله) الخ، مسئلة القضاء باليمين مع الشاهد الواحد.

١٧- ومن كتاب النكاح : باب لاينكح الأب وغيره البكر والثيب، إلا برضاها.

١٨- ومن باب اللعان: باب التلاعن فى المسجد.

١٩- ومن كتاب الصيد والذبائح: باب التسمية على الذبيحة، القسامة.

٢٠- ومن كتاب الأحكام: باب من قضى، ولاعن فى المسجد.

٢١- ومن كتاب الرد على الجهمية: باب ماجاء فى تخليق السموات والأرض.

٤٠. تهذيب الكمال: ٢٤/ ٤٤٦، تاريخ بغداد: ٣٣٥/١، وفى سير اعلام النبلاء (٣٠٢/١٠)..... سمعت ابا عبد الله يقول:ارجو ان القى الله ولا يحاسبنى انى اغتبت احدا . قلت: صدق رحم. ومن نظر فى كلامه فى الجرح والتعديل علم ورعه فى الكلام فى الناس، واتصافه فيمن يضعفه فإنه اكثر يقول : منكر الحديث ، سكتوا عنه ، فيه نظر ، ونحو هذا . وقل ان يقول: فلان كذاب.وهذا معنى قوله. لايحاسبنى الله انى اغتبت احدا. وهذا هو والله غاية الورع.

٤١. هدى السارى: ٥٠٤، مقدمة اللامع: ٩ .وفى سير اعلام النبلاء (٣٠٣/١٠):... سمعته يقول: ما اغتبت احدا قط منذ علمت ان الغيبة تضر اهلها.

সহীহ বুখারী

নাম: আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. -এর বর্ণনা অনুযায়ী সহীহ বুখারী'র পূর্ণ নাম:

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه [٤٢]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ণ নাম হল:

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه -[٤٣]

প্রসিদ্ধ নাম: সহীহ বুখারী।

---

৪২. عمدة القارى: ١/٥.

৪৩. هدى السارى: ١٠. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى كتاب "تحقيق إسمي الصحيحين" (صـ٩-١٢): قال الحافظ إبن حجر رحمه الله تعالى فى "هدى السارى" وهو يتحدث عن الإمام البخارى: الفصل الثانى فى بيان موضوع جامعه الصحيح، والكشف عن مغزاه فيه: تقرر أنه التزم فيه الأصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه: **الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه** . انتهى.

وفى الإسم الذى ذكره لصحيح البخارى نظر، فقد قال إبن الصلاح فى "مقدمته" علوم الحديث، إسمه الذى سماه- البخارى- به: **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.**

وبمثله تماما نقل إسمه عن البخارى الحافظ أبو نصر الكلاباذى، (٣٢٣-٣٩٨هـ).

وبمثله تماما سماه الإمام القاضى أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى(٤٨١- ٥٤١هـ).

وسماه القاضى عياض (٤٧٦-٥٤٤هـ) هكذا.

وبمثله تماما أيضا قال الإمام النووى(٦٣١-٦٧٦هـ).

وبمثله تماما سماه الحافظ إبن رشيد السبتى الأندلسى.

وهكذا قال الإمام البدر العينى فى" عمدة القارى": سمى البخارى كتابه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. =

নাম করণের কারণ

الجامع

এতে সেই আটটি বিষয় আছে যে গুলো কোন কিতাবে থাকলে তাকে জা'মে নামে নাম করণ করা হয়। আর তা হল-

سیر وآداب و تفسیرو عقائد ÷ فتن وأشراط وأحكام ومناقب

প্রকাশ থাকে যে, এটা الجامع-এর প্রসিদ্ধ তা'রীফ। তবে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, এই তা'রীফ ঠিক নয়।

الجامع হওয়ার জন্য এই আটটি বিষয় থাকতে হবে এমন নয় বরং প্রত্যেক ঐ কিতাবকে الجامع বলা হবে যে সমস্ত কিতাবে মুসনাদ ও গায়রে মুসনাদ হাদীসের বিপুল ভাণ্ডার থাকবে। তাতে উপরোক্ত আটটি বিষয় থাকা জরুরী নয়।[৪৪]

= وقد جاء هذا الإسم بعينه على وجه مخطوطتين قديمتين.

والإسم الذى أورده الحافظ إبن حجر، فيه قصور، والدقة والتمام فيما ذكره الآخرون، فعند الحافظ إبن حجر قدم لفظ"الصحيح" على "المسند"، والأقوم تاخيره كما جاء عند الآخرين. ونقص عنده لفظ "المختصرمن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم" وجاء بدلا عنه: من "حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" وما عندهم أدق وأشمل.

والظاهر أن الحافظ إبن حجر رحمه الله تعالى كتب هذا الإسم فى حال شغل خاطر، فإنه إمام ضابط حاذق دقيق جدا، لايفوته مثل هذا، وإنما هو العارض الذى يعرض على الذهن فيشتته ويضعف ضبطه. ومن العجب كل العجب أن هذا الإسم لكتاب "صحيح البخارى"، لم يثبت على نسخة من طبعات الكتاب التى وقفت عليها، وحقه أن يثبت على وجه كل جزء من أجزاءه، ليدل على مضمونه بالإسم العلمى الذى سماه به مؤلفه الإمام البخارى.

٤٤. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فى "ثلاث رسائل فى علم مصطلح الحديث" صـــ٤٧: ليس المراد بالجامع ما اشتهر عند بعض المتأخرين أنه الكتاب المشتمل على ثمانية أبواب. من السير، والآداب، والتفسير، والعقائد، والفتن، والأحكام، والأشراط، والمناقب، بل الجامع فى إصطلاح المتقدمين هو كل كتاب جامع لمجموعة من الأحاديث من المسانيد وغير المسانيد، وسواء كانت من جميع الأبواب الثمانية المذكورة أو بعضها، وسواء أكانت مرتبه على الأبواب الفقهية كجامع الإمام سفيان الثورى وجامع الإمام معمر بن راشد البصرى، أو على ترتيب أخر من ترتيب المعروفة عند قدامى المحدثين.انتهى.

المسند

কেননা, এ গ্রন্থের সমস্ত হাদীস রাসূল সা. থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত (سند متصل) তথা ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।

الصحيح

কেননা সহীহ বুখারীতে উদ্‌দৃত সকল মুসনাদ হাদীস সহীহ তথা ইস্তেদলাল যোগ্য। তবে সহীহ বুখারীর সকল তা'লীকাত সহীহ নয়। অনেকগুলো স্বয়ং ইমাম বুখারীর মতেও জয়ীফ। তেমনিভাবে উদ্‌দৃত কোনও মুসনাদ হাদীস পূর্ণাঙ্গভাবে জয়ীফ না হলেও কিছু ألفاظ ও أجزاء -এর ওপর মুহাদ্দিসীনে কেরাম জয়ীফের হুকুম দিয়েছেন।[৪৫]

المختصر

কেননা সহীহ বুখারীতে সমস্ত সহীহ হাদীস আনা হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন:

ما كتبت فى الجامع إلا ماصح وتركت كثيرا من الصحاح لحال الطول[٤٦]

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه

এতে রাসূল সা. -এর কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্ম, আখলাক-চরিত্র ও মৌন সমর্থনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।أيامه -দ্বারা হুজুর সা. -এর দৈনন্দিন জীবনের ঘটমান ঘটনাবলী বুঝানো হয়েছে।

---

৪৫. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى كتابه" الإمام إبن ماجة وكتابه السنن" (صـــ١١٠): البخارى ومسلم لم يدعيا الأصحية فى أحاديث كتابيهما، وإنما أطلقه بعض الحفاظ من باب إطلاق أصح الأسانيد، ولا شك أن البخارى ومسلما أو أحدهما لم يدعيا الأصحية، وإنما دعواهما الصحة فقط، والفرقَ بين الصحة والأصحية ظاهر بين. و لم يلتزما أيضا لإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صحح أحاديث ليست فى كتابيهما. انتهى ملخصا.

৪৬. تهذيب الكمال : ٤٤٢/٢٤، هدى السارى: ٩، فتح المغيث :١٥، تهذيب التهذيب : ٣١/٥، تدريب الراوى : ٧٣، الحطة فى ذكر الصحاح السته : ١١٩، وفى سير أعلام النبلاء (٢٨٠/١٠): .... سمعت البخارى يقول: ما أدخلت فى هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحاح كى لا يطول الكتاب .

সংকলনের পটভূমি

১. এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেন যে, একদা আমি ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. -এর দরসে ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبى / لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"তোমাদের থেকে কেউ যদি এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করত যাতে শুধু সহীহ হাদীসগুলো থাকবে, তবে খুবই ভাল হত।" উল্লিখিত কথাটি যদিও অনেকেই শুনেছেন কিন্তু এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের অদম্য আগ্রহ আমার মনেই জাগ্রত হয় এবং সেদিন থেকেই আমি এই কিতাব প্রণয়ন শুরু করি।[٤٧]

২. ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম, "একটি হাত পাখা নিয়ে রাসূলে কারীম সা. -এর কাছে দাঁড়িয়ে বাতাস করছি এবং তাঁর দেহ মোবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছি।" একজন অভিজ্ঞ স্বপ্নব্যাখ্যাকারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তদুত্তরে বলেন- "তুমি এমন কোন কাজ করবে যা দ্বারা রাসূল কারীম সা. -এর প্রতি 'মওজু' ও মিথ্যা হাদীস নিছবত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস মূলোৎপাটিত হবে।" বস্তুত: উক্ত স্বপ্নই সহীহ বুখারী লিখতে আমাকে অনুপ্রাণিত করে।[٤٨]

রচনার উদ্দেশ্য

সহীহ বুখারী রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কিছু সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করা। সেই সাথে হাদীস থেকে ফিকহী আহকাম, আকাইদ, সীরাত ও তাফসীর উদ্ভাবন করা।

---

৪৭. تهذيب الكمال : ٤٤٢/٢٤، هدى السارى : ٩، النبلاء:٢٧٩/١٠، تهذيب التهذيب : ٣١/٥/، تاريخ بغداد: ٣٣١/١، وقال الحافظ فى تدريب الراوى (٦٥): والسبب فى ذالك ما رواه عنه ابراهيم بن معقل النسفى قال: كنا عند اسحاق بن راهويه فقال:لو جمعتم.....قال:فوقع ذلك فى قلبى فاخذت فى جمع الجامع الصحيح.

৪৮. هدى السارى:٩، وقال الإمام السيوطى فى تدريب الراوى (٦٥):....وعنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأننى واقف بين يديه، وبيدى مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لى: انت تذب عنه الكذب، فهو الذى حملنى على إخراج الجامع الصحيح.

সে জন্য ইমাম বুখারী রহ. হাদীস থেকে যে হুকুম উদ্ভাবন করেছেন তা দিয়েই তিনি শিরোনাম (ترجمة الباب) নির্ধারণ করেছেন।[৪৯]

রচনাকাল

ইমাম বুখারী রহ. মাত্র ২৩ বছর বয়সে ২১৭ হিজরীতে হারাম শরীফের অভ্যন্তরে বসে এ কালজয়ী কিতাব সংকলন শুরু করেন। তারপর মসজিদে নববীর মিম্বর ও রওযা পাকের মধ্যবর্তী 'বাইজা' নামক স্থানে বসে সহীহ বুখারীর শিরোনাম (ترجمة الباب) সংযোজন করেন।

---

৪৯. هدى السارى: ١٠، تهذيب الكمال: ٢٤/٤٤٩. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبوغدة فى "حاشية شروط الأئمة الستة" (صـــ١٧٠): وأما فرق بين الخمسة من القصد: فغرض البخارى تخريج الأحاديث الصحيحة المتصلة، واستنباط الفقه والسيرة والتفسير، فذكر عرضا الموقوف والمعلق وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال، فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها فى أبواب كتابه.

وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون غرض للإستنباط، فجمع طرق كل حديث فى موضع واحد، ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد على أجود ترتيب، ولم تتقطع عليه الأحاديث. وهمة أبي داؤد جمع الأحاديث التي استدل لها فقهاء الأمصار وبنوا عليها الأحكام، فصنف "سننه" وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل، وهو يقول: ما ذكرت فى كتابي حديثا أجمع الناس على تركه. انتهى. وما كان منها ضعيفا صرح بضعفه، وما كان فيها علة بينها، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صالح عنده وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه.

ومملح الترمذى الجمع بين الطرقتين فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا وما أبهما، وطريقة أبي داؤد حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطرقتين وزاد عليهما بنان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وإختصر طرق الحديث فذكر واحدا وأومأ إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر، وبين وجه الضعف أو أنه مستفيض أو غريب قال الترمذى: ما أخرجت فى كتابي هذا إلا حديثا عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث "فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه" وحديث " جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولاسفر". انتهى.

এরপর তাঁর সংকলিত গ্রন্থের মাঝে অমর কীর্তি সহীহ বুখারী সুদীর্ঘ ১৬ বছর অক্লান্ত ও নিরলস প্রচেষ্টায় ২৩৩হি: সনে সংকলনের কার্যক্রম সমাপ্ত করেন। যদিও সহীহ বুখারীর সংকলন ষোল বছরে সমাপ্ত হয়, কিন্তু পূন:দৃষ্টি, সংযোজন বিয়োজনের কাজ ইমাম বুখারী রহ. -এর জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত চালু ছিল।

সেজন্য আল্লামা ফিরাবরী রহ. -এর নুসখা, যিনি ইমাম বুখারী রহ. থেকে তাঁর শেষ জীবনে শুনেছিলেন, হাম্মাদ ইবনে শাকেরের নুসখা থেকে দুই শত আর ইবরাহীম ইবনে মা'কীল রহ. -এর নুসখা থেকে তিনশত হাদীস বেশি।[৫০]

---

৫০. قال شيخ مشايخنا المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى "تحقيق إسمي الصحيحين" (صـــ٧٢): رأيت من المفيد أن أبحث عن تاريخ فراغ البخارى من تأليفه "الجامع الصحيح" فإنى لم أقف على من تعرض له من العلماء السابقين، حتى شراح " البخارى" بما فيهم الحافظ إبن حجر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال الحافظ إبن حجر رحمه الله تعالى فى"هدى السارى" هو يتحدث عن تأليف الإمام البخارى لكتابه "الجامع الصحيح" :قال البخارى: صنفت (الجامع) من ست مائة ألف حديث فى ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بينى وبين الله تعالى، وقال أبو جعفر العقيلى: لما صنف البخارى كتاب الصحيح، عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى وغيرهم، فا ستحسنوه ، وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث، والقول فيها قول البخارى وهى صحيحة، انتهى.

قال عبد الفتاح أبو غدة: توفى الإمام أحمد سنة ٢٤١، توفى الإمام يحيى بن معين سنة ٢٣٣، وتوفى الإمام على بن المدينى سنة ٢٣٤، رحمهم الله تعالى أجمعين، وجاء فى كلام العقيلى أن البخارى عرض عليهم كتابه " الصحيح"، وظاهر العبارة أنه عرضه عليهم بعد إكمال تأليفه، بدليل الاستثناء (وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث)

وأسبق هؤلاء الأئمة الثلاثة وفاة هو الإمام يحيى بن معين فقد توفى سنة ٢٣٣، فيكون البخارى قد فرغ من تأليفه قبل تلك السنة، فى ٢٣٢، وقد بقى فى تأليفه- كما قال هو-١٦سنة، فيكون قد بدأ به فى حدود سنة ٢١٦، على تقدير، وكان عمره نحو ٢٢سنة، إذ ولد سنة ١٩٤، =

সংকলনে বিস্ময়কর পন্থা

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সহীহ বুখারী রচনা করতে বিরল ও বিস্ময়কর পন্থা অবলম্বন করেন। যথা-

- ❖ দীর্ঘ ১৬ বছর রোযা বস্থায় তিনি সহীহ বুখারী সংকলন করেন। আল্লামা শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, দৈনন্দিন যা খাবার আসত তা কাউকে না জানিয়ে দান করে দিতেন।[৫১]
- ❖ প্রত্যেকটি হাদীস লেখার পূর্বে গোসল করে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করে রওযা মুখী হয়ে মোরাকাবা করে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন।[৫২]
- ❖ প্রতিটি অধ্যায় ও শিরোনাম নির্ধারণ করার পূর্বে দু'রাক'আত এস্তেখারার নামায আদায় করতেন।[৫৩]

- وفرغ منه وعمره ٣٨سنة، وهو أمر باهر عجاب، لايتحقق إلا لمثله من أفذاذ العالم بعون من الله تعالى، وتوفى سنة ٢٥٦، فيكون قد توفى بعد ٢٤سنة من تأليفه وتحديثه به. وهذا تخمين استخرجته من كلام البخارى والعقيلى رحمهما الله تعالى. والله أعلم

وفى عمدة القارى (١/٥):.....وهو اول كتابه واول كتاب صنف فى الحديث الصحيح المجرد وصنفه فى ست عشرة سنة ببخارى. وفى تاريخ بغداد(١/٢٣٦):صنفت كتاب الصحاح ست عشرة سنة.هكذا فى النبلاء:١/٢٨١. إمام إبن ماجة اور علم حديث: ٢١٣.

৫১. فضل البارى: ٦١/١.

৫২. تاريخ بغداد: ٣٣٣/٢، تهذيب التهذيب: ٣١/٥.

৫৩. هدى السارى:٥١٣ ، تهذيب الكمال : ٤٤٣/٢٤،وفى عمدة القارى (١/٥): قال الإمام البخارى: ماوضعت فى كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذالك وصليت ركعتين- وفى تهذيب الكمال: حول محمد بن إسماعيل البخارى تراجم جامعة بين قبر النبى صلى الله عليه وسلم ومنبره وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين.هكذا فى سير أعلام النبلاء:١٠/٢٨١.

সংকলনের স্থান

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে -

- ইবনে তাহের বলেন, বুখারায়।
- কেউ বলেন, বসরায়।
- কারও মতে বসরা ও শামে।

কতিপয় আলেম বলেন, মদীনায়। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. -এর মতে সমাধান এভাবে যে, সংকলন কাজ শুরু এবং বাবসমূহের তারতীব দিয়েছেন মক্কাতে আর শিরোনাম সাজিয়েছেন রওযা শরীফ এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী 'বাইজা' নামক স্থানে। তবে সংকলন বিভিন্ন স্থানে হয়েছে।[৫৪] যেমন - বুখারা, বসরা, শাম, ও মদীনা। যে যেখানে লেখতে দেখেছেন সে সেখানকার নাম উল্লেখ করেছেন ।[৫৫]

ترجمة الباب -এর মহত্ত্ব

ইমাম বুখারী রহ. যে উঁচু মানের শিরোনাম (ترجمة الباب) স্থাপন করেছেন তাঁর দৃষ্টান্ত বিরল। এ দরজা যেন তিনিই উন্মুক্ত করেছেন। তিনি এসমস্ত শিরোনামগুলো সুক্ষ্মভাবে হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করেছেন যা সাধারণত ধারণায়ও আসে না। তাই বলা হয় فقه البخارى فى تراجمه অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. -এর ইলমী গভীরতা ও ফিকহী দূরদর্শিতা, নজীরবিহীন ترجمة الباب থেকেই অনুমেয়।

আল্লামা ইবনে খাল্দুন রহ. বলেন, সহীহ বুখারীর শিরোনামের সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য স্থাপন করার গুরু দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর ওপর ঋণ হিসাবে রয়ে গেছে।

---

৫৪. قال أحيد بن أبى جعفر والى بخارى: قال محمد بن إسماعيل يوما: رب حديث سمعت بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر قال: فقلت له يا أبا عبد الله بكماله ؟ فسكت- تهذيب الكمال: ٢٤/٤٤٦. تاريخ بغداد: ١/٣٣٤.

৫৫. هدى السارى: ٥١٤، وفى عمدة القارى (١/٥) ..... ببخارى قاله إبن طاهر وقيل بمكة قاله ابن البجير: سمعته يقول : صنفت فى المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته ويجمع بأنه كان يصنف فيه بمكة والمدينة والبصرة وبخارى فإنه مكث فيه ست عشرة سنة. سير أعلام النبلاء : ١٠/٢٨٥.

আল্লামা আইনী ও ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তীক্ষ্ণজ্ঞান ও মেধা প্রয়োগের মাধ্যমে ঋণের বোঝা হালকা করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এরপরও এমন কিছু স্থান রয়ে গেছে, যা থেকে ইমাম বুখারী রহ. -এর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৬]

হাদীস সংখ্যা

হাদীস সংখ্যা নির্ধারণে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায় - ১. আল্লামা ইবনুস্ সালাহ রহ.-এর অনুসন্ধানী সমীক্ষানুযায়ী হাদীস সংখ্যা মোট ৭২৭৫। আর পূনরাবৃত্তি ছাড়া ৪০০০ ।[৫৭]

আল্লামা নববী রহ.ও আল্লামা ইবনুস্ সালাহ রহ. -এর অনুকরণ করতঃ উপরোক্ত সংখ্যাই নকল করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় مسندة শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে ।[৫৮]

٥٦.وقال شيخ شيوخنا المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى فى مقدمة "كشف الالتباس " (صـــ٦): قد أبرز فيه إمامته الباهرة فى الحديث الشريف وعلومه وأبرز إلى جانب ذالك فقهه الذى تميز به على سائر المحدثين وذالك فى تراجم كتابه، وعناوين أبوابه، أودع فى عناوينها فقهه وفهمه للأحاديث بحسب ما أداه إليه اجتهاده، وفوافق فى فقهه وعناوين مباحثه بعض الأئمة السابقين وخالف بعضه، وهو فى الحالين- كما قال شيخنا بدر عالم الميرتهى الهندى: سباق غايات، وصاحب آيات، فى وضع التراجم، لم يسبقه به أحد من المتقدمين، و لم يستطع أن يحاكيه أحد من المتأخرين، فكان هو الفاتح لذاك الباب، وصار هو الخاتم. انتهى.

٥٧. قال إبن الصلاح: فجميع ما فى البخارى، بالمكرر: سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثا وبغير المكرر: أربعة آلاف. الباعث الحثيث: ٣٦. هكذا فى "تدريب الراوى". وقال إبن حجر العسقلانى: عدد أحاديث البخارى سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بالأحاديث المكررة وقيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف ـــ هدى السارى: (الفصل العاشرفى عد أحاديث الجامع):٤٨٩، وهكذا فى"فتح المغيث": ١٦.

٥٨. و لفظه جملة ما فى صحيح البخارى من الأحاديث المسندة بالمكررة فذكرالعدة سواء اى سبعة آلاف ومأتان وخمسة وسبعون بالمكررة ، أيضا.

২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উপরোক্ত মত খণ্ডন করে বলেন, সহীহ বুখারীর সর্বমোট হাদীস ৯০৮২ টি।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. -এর সমীক্ষা-

হাদীস সংখ্যা	
মুসানাদ হাদীস	৭৩৯৭টি
মুয়াল্লাক হাদীস	১৩৪১টি[٥٩]
মোতাবা'আত হাদীস	৩৪৪টি[٦٠]
সর্বমোট হাদীস	৯০৮২টি[٦١]
পুনরোক্তি ছাড়া	২৭৬১টি[٦٢]

---

٥٩. وقال إبن حجر : فجملة ما فى الكتاب من التعاليق ألف وثلاث مأة واحد وأربعون حديثا – هدى السارى: ٤٩٣.

٦٠. وقال بعد سطرين: وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مأة واحد وأربعون حديثا – هدى السارى: ٤٩٣ .

জ্ঞাতব্য : متابعات -এর সংখ্যা বর্ণনায় কলমের ভুল হয়েছে। অর্থাৎ - ثلاث مائة وأربعة -এর পরিবর্তে احدواربعون লেখা হয়েছে। এ ভুলের প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বমোট সংখ্যায়। কেননা তিনি বলেন, সর্বমোট হাদীস সংখ্যা تسعة آلاف وإثنان وثمانون حديثا [৯০৮২]। সর্বমোট এ সংখ্যা তখনই প্রমাণিত হবে যখন متابعات -এর সংখ্যা ৩৪৪টি হবে।

٦١. فجميع ما فى الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف وإثنان وثمانون حديثا أيضا : ٤٩٣.

٦٢. فجميع ذلك ألفا حديث وسبع مائة واحد وستون حديثا. هدى السارى : ٥٠١ .

স্মর্তব্য: ফাতহুল বারীর ১ম খণ্ড باب كفران العشير পৃষ্ঠা ১০৫ ও খণ্ড: ১৩ (خاتمة) ৫৫২ পৃষ্ঠা - এ দু'স্থানে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা ২৫১৩ উল্লেখ আছে। আল্লামা ইবনে হাজার এ সকল স্থানে উক্ত সংখ্যাটি উল্লেখ করে বলেন-

كما بينت ذالك مفصلا فى المقدمة / وقد أوضحت ذالك مفصلا فى أواخر المقدمة

অথচ মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী'র মাঝে এ সংখ্যাটির স্থানে ألفا حديث وسبع مائة واحد وستون حديثا অর্থাৎ ২৭৬১ উল্লেখ আছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, এখানেও কলমের ভুল হয়ে গেছে। ২৭৬১ সংখ্যাটিই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য।

মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

১. আবূ যায়েদ মারওয়াযী রহ. বর্ণনা করেন- 'একদা আমি পবিত্র কা'বা ঘর সংলগ্ন রুকনে ইয়ামান ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে শায়িত ছিলাম,স্বপ্নে নবী কারীম সা. - আমাকে বলেন, "হে আবূ যায়েদ! তুমি আর কতকাল 'ইমাম শাফেঈ'র কিতাবের' দরস দিবে? আমার কিতাবের দরস দিবে না? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনার কিতাব আবার কোনটি? তিনি বলেন, 'জামে' মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল' [সহীহ্ বুখারী] ।[৬৩]

বলা বহুল্য, -এর অর্থ এই নয় যে, সহীহ্ বুখারী ব্যতিত অন্য কোনও কিতাব যেমনঃ সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ইত্যাদি আল্লাহর নবীর হাদীসের কিতাব নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল সহীহ্ বুখারীর একটা ফজীলত বর্ণনা করা। এ ধরণের স্বপ্ন সুনানে আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালেক এর ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়।
২. সহীহ্ বুখারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. নিজেই বলেনঃ
جعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى [আমি আমার এ কিতাবকে আল্লাহ্ তা'য়ালার সামনে নাজাতের দলীল হিসাবে পেশ করব ।][৬৪]

সহীহ্ বুখারীর স্থান

আল্লামা ইবনুস্ সালাহ রহ. থেকে শুরু করে অনেক মুহাদ্দিসীনের মত হল কিতাবুল্লাহর পর হাদীসের সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হল সহীহ্ বুখারী। তবে মুহাক্কিকীনগণ বলেন যে, এ ক্ষেত্রে এককভাবে শুধু সহীহ্ বুখারই যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ এমন নয়; বরং অন্যান্য কিছু কিতাব যেমনঃ মুয়াত্তা মালেক ও আবূ আবূ হানীফা রহ. -এর কিতাবুল আসার, কিতাবুল্লাহর পর হাদীসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই এককভাবে শুধু সহীহ্ বুখারীকে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ বলা সঠিক নয়। পশ্চিমা কোন কোন আলেমের মতে সহীহ্ বুখারীর তুলনায় সহীহ্ মুসলিম শরীফ বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ।

---

٦٣. كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال
ياابا زيد الى متى تدرس كتاب الشافعى؟ وماتدرس كتابى ؟ فقلت يا رسول الله
وما كتابك ؟ قال جامع محمدبن إسماعيل ـــ هدى السارى: ٥١٤.

٦٤. هدى السارى: ٥١٣، سير أعلام النبلاء: ٣٠٢/١٠، تاريخ بغداد: [illegible]

প্রমাণ হিসাবে হাফেজ আবূ আলী নাইসাপুরী রহ. -এর বর্ণনা পেশ করেন। তিনি বলেন:

ماتحت أديم السماء كتاب أصح من مسلم

তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত হল, কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ মুসলিমের স্থানও উর্ধ্বে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী রহ. বলেন-

تنازع قوم فى البخارى ومسلم ÷ لدى فقالوا أى ذين يقدم

فقلت لقد فاق البخارى صحة ÷ كما فاق فى حسن الصناعة مسلم

অর্থাৎ লোকেরা আমার সামনে সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক করলে আমি বলি, বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ বুখারী শ্রেষ্ঠ। সুন্দর ক্রম-বিন্যাসের দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম উত্তম।[৬৫]

---

٦٥. قلت : وقال العلامة العينى اتفق العلماء الشرق والغرب على أنه ليس كتاب بعد كتاب الله اصح من صحيح البخارى ومسلم فرجح البعض منهم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخارى والجمهور على ترجيح البخارى على مسلم لأنه أكثر فوائد – عمدة القارى: ١/٥.

قال الشيخ المحدث الناقد عبد الملك فى"تنقيح الفكر والنظر" (المخطوطة): تحت عنوان **"طريقتان جائرتان فى فهم منزلة الصحيحين"**: أن لبعض الناس فى "الصحيحين وفهم منزلتهما طريقتين جائرتين:

الأولى: التهوين من أمر الصحيحين بدعوى الوضع فى بعض أحاديثهما والعياذ بالله تعالى. وهذا رأى باطل لا قيمة له فى ميزان العلم.

الثانية: فكرة الاكتفاء بالصحيحين، وأن ما خرج عنهما لاعبرة به وهذه طريقة المبتدعة والجهلاء، أشد خطورة من الطريقة الأولى الجائرة. =

= المسلك العدل فى أمر الصحيحين

وخلاصة مسلك الإعتدال حول أصحية الصحيحين كما يلي:

١- لاريب فى أن الصحيح البخارى وصحيح مسلم مزايا حديثية كثيرة، يمتازان بها عن بقية كتب الحديث، هذا لايعنى أن ليس بقية كتب الحديث مزية تمتاز به عنهما.

٢- لاريب فى أن الإمام البخارى والإمام مسلم رح قد التزما فى كتابيهما الصحة وهذا ليس معناه أن يميزهما من الأئمة لم يلتزموا الصحة فيما أخرجوه بل جماعة منهم التزموا كما التزما.

٣- لاريب فى أنهما رضى الله عنهما قد وفيا بما التزما حسب اجتهاد هما ولكن ليس معنى ذالك أن يميز هما من النقاد قد أوافقوهما فى كل ما انتخباها من الأحاديث فى الأبواب.

٤- التزما رضى الله تعالى عنهما الصحة و لم يدعيا أنهما التزما أصح ما فى الباب من الأحاديث، وأصح الطرق والروايات لما انتخبا من الأحاديث.

٥- انتخاب الإمام البخارى والإمام مسلم للأحاديث والروايات وتبويبهما الأحاديث وما عنون به البخارى أبواب كتابه، كل ذلك من اجتهادهما وعملهما رضى الله عنهما وقد خولف نظرائهما من الأئمة، وذالك شأن الاجتهاديات، و لم يعدا رح انتخابهما وحيا يكون حجة على الأئمة الأخرين من السابقين واللاحقين.

٦- يعلم من له در به فى أصول الحديث وأصول الفقه أن الانتخاب نظرا إلى أصحية الإسناد لايكون كافيا للفصل فى الأحاديث المختلفة من أخبار الآحاد بل الأمر بعد ثبوت نفس الصحة يرجع إلى إختيار أحد المسالك الثلاثة من جمع أو ترجيح أو نسخ.

من البديهى جدا أن الترجيح الإجمالى لايغنى عن البحث التفصيلى أبدا، فترجيح الصحيحين–مثلا–لأجل مزايا هما وخصائصهما ترجيح إجمالى، لابالنسبة لكل فرد فرد من أحاديثهما على كل فرد فرد من أحاديث غيرهما من كتب الحديث المعتمدة. =

....

٨- التزما- تضمنا - من حيث الأصل الرواية عن الثقات فقط، ولكن هذا ليس معناه أن كل من راويا عنه ثقة محتج به بالإجماع أو أن كلهم فى مرتبة الثقة والعدالة. هذا أمر وأمر أخر هو أنهما لم يلتزما-ولايمكن-استيعاب الرواة الثقات فى كتابيهما.

ومعلوم أن الحديث لم يصح بإخراج الشيخين له فى كتابيهما بل أخرجاه لأنه صحيح والراوى لم يصر ثقة لأنه روى له الشيخين، بل روايا له لأنه ثقة، فمعيار الصحة ومعيار الثقة موجودان قبل الشيخين وبعدهما رضى الله تعالى عنهما. وكما نقول بعبارة الشيخ ولى الله الدهلوى: كل من يهون أمر الصحيحين فهو مبتدع (ضال) متبع غير سبيل المؤمنين. كذالك نقول بعبارة أبي طاهر السلفى: الكتب الخمسة اتفق عليها علماء الشرق والغرب والمخالفون لهم كالمختلفين بدار الحرب، فكل من رد ما صح عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم و لم يتلقه بالقبول فقد ضل وغوى، إذكان عليه السلام "لاينطق عن الهوى"، ولأجل عموم العبارة الأخيرة التى تحتها خط نعتقد ونقول كذالك فى كل كتاب حديثي معتمد يصح أخذ الحديث عنه إما اعتمادا على انتقاء مصنفه أو بالبحث عن رجال إسناده. انتهى ملخصا.

قلت : قال الشيخ سعيد لأحمد بالن بورى: وذالك أحاديث البخارى أشد اتصالا وأوفق رجالا ولأن فيه من الاستنباط الفقهية والنكة الحكمية ما ليس فى صحيح مسلم انتهى .

هذا وكون صحيح البخارى لأصح من صحيح مسلم، إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث فى مسلم لأقوى من بعض الأحاديث فى البخارى — وقيل إن صحيح مسلم أصح - والصواب هو القول الأول- وقال العلامة العسقلانى فى شرح نخبة الفكر: وقد صرح الجمهور لتقديم صحيح البخارى فى الصحة و لم يوجد احد التصريح بنقيضه وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة فذالك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب . =

....

- ثم عد وجوه الترجيح فقال: إما رجحان الصحيح البخارى على صحيح مسلم (١) من حيث الاتصال (٢) من حيث العدالة والضبط (٣) من حيث عدم الشذوذ والاعلال ثم قال بعد سطور : هذا مع اتفاق العلماء على أن البخارى كان اجل من مسلم فى العلوم وأعرف من بضاعة الحديث. شرح نخبة الفكر: ٢٨-٣٠.

قال الشيخ شبير أحمد العثمانى فى كتابه الجليل (فتح الملهم): قال الجزائرى رح: ورجحان كتاب البخارى على كتاب مسلم امر ثابت ادى اليه بحث جهابذة النقاد واختبارهم وقد صرح بذالك كثير منهم ولم يصرح احد بخلافه نقل عن ابى على النيسابورى وبعض علماء المغارب ما يوهم خلافه ـــ

أما أبو على فقد نقل عنه ابن مندة انه قال : ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم- وهذه العبارة ليست صريحة فى كونه أصح من كتاب البخارى وذالك لأن ظاهرها محمول على وجود كتاب أصح من كتاب مسلم والدليل على نفى وجودكتاب تساويها فى الصحة وإنما تكون صريحة فى ذالك أن لو قال : كتاب مسلم أصح كتاب تحت أديم السماء . (فتح الملهم:١/٩٧)

وقال شيخ الإسلام زين الدين العراقى فى"فتح المغيث"(١٣-١٤): وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور وهو الصحيح، وقال الإمام النووى رحمه الله تعالى: إنه الصواب والمراد ما أسنده البخارى دون التعليق والتراجم. وأما ما نقل عن أبى على النيسابورى فهذا وإن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأن لم يمازجه غير صحيح فهذا لابأس به، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود، وأما قول الشافعى رحمه الله تعالى: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك بن أنس فذالك قبل وجود الكتابين. انتهى ملخصا. وقال الإمام النووى: وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، والبخارى أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول.

وقال العلامة إبن الصلاح: وأما ما رويناه عن الإمام الشافعى منه أنه قال: ما أعلم فى الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وفى لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من مؤطا مالك. فذالك قبل وجود الكتابين. تدريب الراوى: ٦٧. انتهى ملخصا.

ছুলাছিয়্যাত

সহীহ বুখারীর মাঝে মোট ২২টি ছুলাছিয়াত রয়েছে ।[٦٦] সেগুলো হতে ২০টি হানাফী মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যস্থতায় ইমাম বুখারী রহ. পর্যন্ত পৌঁছেছে। বাকি দু'টি হতে একটি خلاد بن يحيى الكوفى এবং অপরটি عصام بن خالد الحمصى রহ মধ্যস্থতায় পৌঁছেছে ।[٦٧]

---

٦٦. ثلاثيات বলা হয়- যে হাদীসের সনদে রাসূল সা. পর্যন্ত পৌঁছতে ধারাবাহিকভাবে মাত্র তিনজন বর্ণনাকারী থাকে।

٦٧. وفى مقدمة اللامع (صـــ٢٩): ومنها أن فيه إثنين وعشرين حديثا من الثلاثيات أولها فى باب إثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم من حديث مكى بن إبراهيم وآخرها فى باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء من حديث خلاد بن يحيى.

ولايدرون أن العشرين منها عن تلامذة الإمام أبى حنيفة أو تلامذة تلامذته فإنه رضى الله عنه أخرج منها إحدى عشرة رواية عن مكى بن إبراهيم. وأخرج عنه البخارى الأربعة الأول من الثلاثيات والسادسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة.

وأخرج الإمام البخارى الستة عن أبى عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وتقدم أنه أيضا من أصحاب الإمام أبى حنيفة وهى الخامسة والثامنة والتاسعة والخامسة عشر والثامنة عشر والحادية والعشرون.

وأخرج ثلاثة عن محمد بن عبد الله الأنصارى وتقدم عن الصيمرى أنه كان من أصحاب زفر خاصة. أخرج عنه البخارى العاشرة والسادسة عشر والعشرين و لم تبق منها إلا إثنتان إحديهما: الثالثة عشرة أخرجها عن عصام بن خالد الحمصى وثانيتهما: الثانية والعشرون أخرجها عن خلاد بن يحيى الكوفى. انتهى ملخصا.

قال بعض الناس -এর উদ্দেশ্যে

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর মোট ২৪ জায়গায় কতিপয় উলামায়ে কেরামের অভিমতকে قال بعض الناس - শিরোনামে ব্যক্ত করেছেন। ঐ সব জায়গায় تناقض فى المذهب [মাযহাবের পরস্পর বৈরিতা] مخالفة القياس و سنة رسول صلى الله عليه وسلم [কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের সা. -এর বিরুদ্ধাচারী] প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এমন কতক স্থানে এটাও বলেছেন যে, خالف الرسول[রাসূল সা. -এর সুন্নতের খেলাফ করেছেন।] জনশ্রুতি রয়েছে, যেসব জায়গায় ইমাম বুখারী রহ. قال بعض الناس বলেছেন সেখানে হয়ত সমস্ত আহনাফ অথবা ইমাম আবূ হানীফা রহ. উদ্দেশ্য।

কিন্তু বাস্তবতা হল, কতক জায়গায় ইমাম বুখারী রহ. قال بعض الناس বলে অন্যদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা মুঘলতাঈ রহ. বলেন, كانه يريد ببعض الناس الشافعى رح । এতে বুঝা গেল যে, সব জায়গায় আহনাফই উদ্দেশ্য নয়।[৬৮]

---

٦٨. وقال شيخ مشايخنا عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله رحمة واسعة فى "حاشية الإنتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة" (٢٧٨): ذكر غير واحد من العلماء أن للبخارى تحاملا وتعصبا على أبى حنيفة رحمهما الله تعالى... وقد عرض البخارى بأبى حنيفة فى صحيحه فى نحو ١٨ موضع ، فقال – وهو يعينه–: وقال بعض الناس.....

وقد رد طائفة من المحدثين الحنفية على البخارى، فى المسئلة التى عرض فيها بأبى حنيفة، بمؤلفات مستقلة، ومنها لأحد كبار المحدثين فى الهند: كتاب "بعض الناس فى دفع الوسواس" وكتاب "إيقاظ الحواس" فيما قال له بعض الناس" واستوفى الرد عليها أيضا الإمام بدر الدين العينى فى"عمدة القارى" فتحامل الإمام البخارى ثابت، لاريب فيه، ولكن ما سببه؟؟

فيرى شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانوى فى كتاب"قواعد فى علوم الحديث" أن سبب انحراف البخارى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى: =

....

= أن البخارى صحب نعيم بن حماد، الذى اتهمه الدولابى بوضع حكايات فى مثالب أبى حنيفة، كلها زور كما جاء ذكره فى "تهذيب التهذيب" و"لسان الميزان" فلعل ذالك هو منشأ انحراف البخارى عن الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. انتهى ملخصا.

وأيضا قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى فى مقدمة"كشف الالتباس": فالإمام البخارى رحمه الله تعالى أظهر فقهه واجتهاده فى تراجم أبواب كتابه، التى عددها فبلغت ٣٢٦١ باب، وقد ألمع فى كثير من الترجمات وعناوين الأبواب، واكتفى فى الرد دون أن يذكر أحدا بإسمه، وبين الشراح ذالك فى مواضعه، كما تراه فى"فتح البارى" و"عمدة القارى" و"إرشاد السارى" و"فيض البارى".

وقال فى مواضع معدودة بلغت نحوه ٢٥ موضعا، عقب ذكر ترجمة الباب (وقال بعض الناس ......). واشتهر من غير تحقق أن الإمام البخارى يعنى بجميع ذالك القول: الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وهذا غير مطرد كما نبه إليه غير واحد من العلماء.

وقال الإمام المحدث الناقد محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله تعالى فى"فيض البارى" فى كتاب الزكاة فى (باب فى الركاز.....وقال بعض الناس.....): إعلم أن هذا أول موضع استعمل المصنف رح - البخارى- فيه هذا اللفظ. ولم يرد به أبا حنيفة فى جميع المواضع وما زعم، وإن كان المراد هاهنا هو الإمام الهمام، بل المراد فى بعضها عيسى بن أبان وفى بعض آخر: الشافعى نفسه، وفى آخر : محمد بن حسن. ثم هذا اللفظ: (وقال بعض الناس)- لايستعمله المصنف للرد دائما، بل رأيته قد يقول: (بعض الناس.....) ثم يختاره، (الموضع الثانى وهو ماجاء فى كتاب الهبة) وقد يتردد فيه (الموضع الثالث وهو ماجاء فى آخر كتاب الهبة . انتهى ملخصا. وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فى مقدمة "كشف الالتباس" (صــ١٢): تأليف رسائل فى قول البخارى (وقال بعض الناس ......) : هذا القول من الإمام البخارى . =

....

= وقد اشتهر أنه يعنى به الإمام أبو حنيفة- دفع عدوا من العلماء الحنفية المتأخرين من العرب والهنود، أن يؤلفوا بعض الرسائل فى شرح تلك المواضع التى قال فيها الإمام البخارى: (وقال بعض الناس....): وأن يبينوا ما تصح نسبته منها إلى أبى حنيفة وما لاتصح ، ويذكروا الجواب عن تلك المسائل التى انتقدها البخارى على أبى حنيفة رحمهما الله تعالى.

١- رسالة كشف الالتباس للفقيه المحدث الشيخ عبد الغنى الغنيمى الميدانى الدمشقى رحمه الله تعالى. وهو- فيما علمت - أول من جمع هذه المسائل فى رسالة مستقلة.

٢- بعض الناس فى دفع الوسواس، و لم يذكر عليها إسم مؤلفيها.

٣- دفع الالتباس عن بعض الناس.

٤- إيقاظ الحواس فيما قال بعض الناس.

تعيين المواضع التى قال فيها الإمام البخارى (وقال بعض الناس)

١- المسئلة الأولى فى الركاز.

٢- المسئلة الثانية فى الهبة.

٣- المسئلة الثالثة فى الهبة أيضا.

٤- المسئلة الرابعة فى الشهادات.

٥- المسئلة الخامسة فى الوصايا.

٦- المسئلة السادسة فى الطلاق.

٧- المسئلة السابعة فى الإكراه.

٨- المسئلة السابعة فى الإكراه أيضا.

٩- المسئلة التاسعة فى الحيل فى إسقاط الزكاة.

١٠- المسئلة العاشرة فى الحيل فى إسقاط الزكاة.

١١- المسئلة الحادية عشرة فى الحيل فى إسقاط الزكاة.

١٢- المسئلة الثانية عشر فى الحيل فى النكاح. =

বৈশিষ্ট্যাবলী

- হাদীসের বিশুদ্ধতার সাথে সাথে ফিক্হী আলোচনার প্রতিও বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে।
- ইমাম বুখারী রহ. হাদীস গ্রহণের পূর্বে মুহাদ্দিসগণের স্তর নির্ধারণ করেছেন।
- সহীহ মুসলিমের তুলনায় সহীহ বুখারীতে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা একবারেই নগন্য।
- হাদীসের অন্যান্য কিতাবাদির ভাষার তুলনায় সহীহ বুখারীর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

সহীহ বুখারীর কোন কোন স্থানে ছোট ঘটনা দ্বারা বিশেষ উপকারী ফলাফল বের করে প্রত্যেকটি বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٣– المسئلة الثالثة عشر فى الحيل فى المتعة.

١٤– المسئلة الرابعة عشرة فى الحيل فى المتعة أيضا.

١٥– المسئلة الخامسة عشرة فى الحيل فى الغصب.

١٦– المسئلة السادسة عشرة فى الحيل فى شهادة الزور فى النكاح.

١٧– المسئلة السابعة عشرة فى الحيل فى شهادة الزور فى النكاح.

١٨– المسئلة الثامنة عشرة فى الحيل فى شهادة الزور فى النكاح.

١٩– المسئلة التاسعة عشرة فى الحيل فى الهبة.

٢٠– المسئلة العشرون فى الحيل فى إسقاط الشفعة.

٢١ – المسئلة الحادية العشرون فى الحيل فى إسقاط الشفعة.

٢٢– المسئلة الثانية والعشرون فى الحيل فى إسقاط الشفعة.

٢٣– المسئلة الثالثة والعشرون فى الحيل فى إسقاط الشفعة.

٢٤– المسئلة الرابعة والعشرون فى الشهادة على الخطا.

٢٥– المسئلة الخامسة والعشرون فى ترجمة الحكام. أنظر فهارس كشف الالتباس.

খতমের বরকত

যে কোনও উদ্দেশ্যে সহীহ বুখারী খতম করে দোয়া করলে, আল্লাহ তা'য়ালা তা পূরণ করেন। অভিজ্ঞতা দ্বারা এ বিষয়টি বহুবার প্রমাণিত ।[৬৯]

- ❖ আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. বলেন, সহীহ বুখারী খতম করে দোয়া করলে অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয় ।[৭০]
- ❖ আল্লামা আসীলুদ্দীন রহ. বলেন, আমি সহীহ বুখারী ১২০বার খতম করে আমার ও জন সাধারণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যার জন্য দোয়া করেছি, আর যে কোন নিয়তে খতম করেছি তা পূর্ণ হয়েছে।[৭১]

সহীহ বুখারীর রাবীগণ

ইমাম বুখারী রহ. থেকে যেসব রাবীগণ সহীহ বুখারী রেওয়ায়াত করেন এবং যারা ইমাম বুখারী রহ. থেকে সরাসরি সহীহ বুখারী শ্রবণ করেছেন তাঁরা হলেন:

- আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফিরাবরী রহ. [২৪১-৩২০হি.]।
- আবূ ইউসুফ ইবরাহীম ইবনে মা'কিল আন্ নাসাফী রহ. [মৃ.২৯৪/২৯৫হি.]।

---

٦٩. قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اشعة اللمعات : قرأ كثير من المشائخ والعلماء الثقات صحيح البخارى لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الامراض وشفاء المرضى وعند المضائق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا بمقاصدهم ووجدوه كالترياق مجربا وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة كما فى مقدمة تحفةالاحوذى : ٩٢

٧٠. وقال الحفاظ عماد الدين بن كثير : وكتاب البخارى الصحيح يستسقى بقرائته الغمام ايضاصــــ ٩٢.

٧١. ونقل السيد جمال الدين عن استاذه اصيل الدين انه قال: قرأت صحيح البخارى نحو عشرين ومأة مرة فى الوقائع والمهمات لنفسى وللناس الاخرين باى نية قرأته حصل المقصود وكفى المطلوب. أيضا صـــ٩٢.

- হাম্মাদ ইবনে শাকের আন্ নাসাভী রহ. [মৃ.৩১১হি.]।
- আবূ তালহা মানসূর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল্ বাযদাভী রহ. [মৃ.৩২৯হি.]।[৭২]

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ

- إعلام الحديث আবূ সুলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খাত্তাবি রহ. [মৃ.৩৮৮হি.]।
- شرح البخارى হাসান ছাগানী লাহুরী রহ. [মৃ.৬৫০হি.]।
- فتح البارى আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. [মৃ.৭৯৫হি.]।
- فتح البارى আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. [মৃ.৮৫২হি.]।
- عمدة القارى আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. [মৃ.৮৫৫হি.]।
- إرشاد السارى শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খতীব আল কাসতালানী রহ. [মৃ.৯২৩হি.]
- تيسير البارى আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রহ.।
- لامع الدرارى ফকীহুন্ নাফস আল্লামা গাঙ্গুহী রহ.।
- فيض البارى আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী রহ. –এর দরসী তাকরীর [মৃ.১৩৫২হি.]।
- شرح البخارى আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী রহ. [মৃ.১২৯৭হি.]।

---

৭২. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى "تحقيق إسمى الصحيحين" (صـــ١٣): ذكر الحافظ إبن حجر من الرواة الذين رووا "الجامع الصحيح" عن الإمام البخارى وسمعوه منه: أربعة، وهم:

١- أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربرى (٢٤١-٣٢٠).

٢- و أبو إسحاق معقل النسفى، المتوفى: ٢٩٤/٢٩٥هـــ. و لم أقف على سن ولادته.

٣- وحماد بن شاكر النسوى، المتوفى: ٣١١هـــ. و لم أقف على تاريخ ولادته.

٤-و أبو طلحة منصور بن محمد بن على البزدوى، المتوفى: ٣٢٩هـــ.

ইমাম মুসলিম রহ.

[২০৪-২৬১হি./৮১৭-৮৭৫ইং]

নামঃ মুসলিম।
উপনামঃ আবুল হুসাইন।
উপাধিঃ আসাকিরুল মিল্লাত ওয়াদ্দ্বীন ও হুজ্জাতুল ইসলাম।

বংশ পরম্পরা

আসাকিরুল মিল্লাত ওয়াদ্দ্বীন, হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম ইবনে ওয়ার্‌দ ইবনে কুশায, আল কুশাইরী আন্‌নাইসাপুরী।[১] কোশাইর আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র।[২] কিন্তু ইমাম মুসলিম রহ. -এর উর্ধ্বতন পুর্বপুরুষের নাম দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি অনারব। আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. সম্ভবত (لعله من موالى قشير) কুশাইর গোত্রের দাস ছিলেন, তাই তাদের সাথে মিত্রতার কারণে তাকে কুশাইরী বলা হয়।[৩]

---

١. تهذيب الكمال: ٢٧/٤٩٩، البداية والنهاية:١١/٣٩، مقدمة التحفة: ٩٧، بستان المحدثين على صحيح مسلم : ٩.

٢. بستان المحدثين على صحيح مسلم :٩، فتح الملهم: ١/١٠٠.

٣. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى "تحقيق إسمى الصحيحين" (صـ٥٦): ومن جليل تقدير الله تعالى أن هؤلاء الأئمة الستة. على اختلاف فى الإمام مسلم. ليسوا عربا، وقد أتم الله تعالى- وله الحكمة البالغة سبحانه- هؤلاء الأئمة المحدثين الكبار الأعاجم من مشرف أطراف الدنيا: البخارى من بخارى، ومسلم من نيسابور، وأبا داؤد من سجستان، والترمذى من ترمذ، والنسائى من نسا، وإبن ماجة من قزوين، وأمثالهم من المحدثين أيضا، حفاظ السنة لنبيه محمد العربى المكى التهامى صلى الله عليه وسلم، وحراسا لدينه وشريعته المطهرة: إعلاما للأجيال اللاحقة بأن هذا الدين الحنيف أمتد ظله الوارف وطل حملته الأمناء إلى جنبات الأرض الشاسعة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، فيكون ذالك للأجيال المتلاحقة درسا متكررا يقرع إسماعهم كلما نقل عن هؤلاء الأئمة روايت حديث سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه- فلله درهم ما أجل برهم، وأجزل أجرهم، وأكثر خيرهم. =

জন্ম

ইমাম মুসলিম রহ. খোরাসানের প্রধান নগর নাইসাপুরে ২০২ হি./ ৮১৭ খৃস্টাব্দে মতান্তরে ২০৪হি./২০৬হি. মোতা. ৮১৯/৮২১ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪] [খোরাসান বর্তমানে ইরানে অবস্থিত]।[৫]

বাল্যজীবন

ইমাম মুসলিম রহ. নিজ পিতা-মাতার স্নেহ মমতায় লালিত-পালিত হন এবং তাদরে তত্ত্বাবধানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সহপাঠী ও সুধী মহলে বাল্যকাল থেকেই তিনি অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র বালকরূপে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সা. -এর রেখে যাওয়া আদর্শের প্রতিচ্ছায়া। হাদীসজগতের এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তলব ও তড়প নিয়ে পৃথিবীর বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র সফর করে ইলমে হাদীসের উপর গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এভাবে তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের আসনে সমাসীন হন।

= فهم خدموا هذا الدين وعلومه وبذلوا غاية طاقتهم ومواهبهم فى ذالك، بدافع العقيدة والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب سننه، لابدافع عصبية أو تبعية أو عنصرية أو قومية أو عرقية أو بلدية، فرحمات الله عليهم ورضوانه العظيم.

قال شيخ مشايخنا محمد أنور شاه الكشميرى عند حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لوكان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء و وضع يده على سلمان الفارسى رضى الله عنه: "الظاهر أن المراد منه هم العلماء الكبار الذين أقامهم الله تعالى لنصرة دينه من العجم، وحملة هذه الأحاديث- وهم حملة شريعة- فى العجم ولا ريب أن هؤلاء كثر فى العجم، حتى أن أصحاب الكتب [illegible] لكهم من العجم. انتهى ملخصا.

٤. وفى البداية والنهاية (١١/ ١) : كان مولده فى السنة التى توفى فيها الشافعى رح وهى سنة أربع ومأتين ، تهذيب الكمال:٥٠٩/٢٧، فتح الملهم: ١/١٠٠، سير اعلام النبلاء: ٣٨١/١٠.

৫ . موقعنا

ইমাম মুসলিম রহ. ২২৮হি. মোতা. ৮৩০ খৃস্টাব্দে নাইসাপুরে ইলমে হাদীস চর্চা করার পাশা পাশি তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করতে থাকেন। অতি স্বল্প সময়েই তিনি হাদীসশাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৬]

হাদীস অন্বেষণে সফর ও শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মুসলিম রহ. হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র সফর করেন এবং সমকালীন হাদীস বিশারদের শরনাপন্ন হন। তিনি ইলমে হাদীস অনুসন্ধানের জন্য ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব -তামাদ্দুনের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে কয়েকবার সফর করেন।[৭] তিনি সর্বশেষ ২৫৯হি. সনে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাগদাদে সফর করেন।[৮] এখানে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মিহরান ও আবূ গাস্‌সান প্রমূখ হতে হাদীস অর্জন করেন। এছাড়া তিনি খোরাসানে গমন করে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এখানে তিনি ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. [মৃ.২৩৮হি.] কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. [মৃ.২৪০হি.] বিশর ইবনে হাকাম [মৃ.২৩৮হি.] -এর মতো বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।[৯]

পর্যায়ক্রমে তিনি ইরাক, হিজায, মিসর ও সিরিয়া সফর করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. [মৃ.২৪১হি.] আবূ সাঈদ আয্‌যুহরী রহ. [মৃ.২৪২হি.] আমর ইবনে আসওয়াদ রহ. [মৃ.২৪৫হি.] প্রমূখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের শরণাপন্ন হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন। ইমাম বুখারী রহ. শেষ জীবনে যখন নাইসাপুরে আগমন করেন তখন তাঁর খিদমতেও তিনি উপস্থিত হন। এভাবে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করেন। এ মহৎ কাজ থেকে কোন বাধাই তাকে রুখতে পারেনি। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন, জ্ঞানতাপস ইমাম মুসলিম রহ. বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে সু-প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক শিক্ষা গুরুর নিকট থেকে ৪ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন।

---

٦. بستان المحدثين :١١٧، سير أعلام النبلاء : ٥٥٧/١٢، محدثين عظام: ١٣٧، وفيات الأعيان: ١٩٤/٥، الحطة فى ذكر الصحاح الستة : ٢٧٤–

٧. محدثين عظام: ١٣٨، وفيات الأعيان: ١٩٤/٥،تاريخ بغداد:٦٤/١١.

٨. البداية والنهاية: ٤٠/١١–

৯. فتح الملهم : ١٠٠/١.

বলাবাহুল্য, তাঁর এই জ্ঞানপিপাসা, অসাধারণ ধী-শক্তি সর্বোপরি অনুপম জ্ঞান-গরিমার বলে মুসলিম বিশ্বে সর্বত্রই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হওয়ার গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন।[১০]

অধ্যাপনা ও ছাত্রবৃন্দ

ইমাম মুসলিম রহ. ইলমে হাদীসে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর নিকট হতে অসংখ্য শীষ্য শিক্ষা লাভ করেন। অধিকন্তু সে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসিনে কেরামও তাঁর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মুসলিম রহ. হতে যারা ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম তিরমিযী রহ., ইবনে খুযাইমা রহ., ও মক্কী ইবনে আদনান রহ. প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১]

রচনাবলী

ইমাম মুসলিম রহ.-এর অমূল্য রচনাবলী তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা প্রমাণ বহন করে। তাঁর গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই হাদীস ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রণীত। তাঁর প্রসিদ্ধ ক'খানা গ্রন্থ হল:

- আলমুসনাদুল কাবীর।
- কিতাবুত্তময়ীয্।
- কিতাবুল আসমা ওয়াল কুনা।
- কিতাবুল ইফরাদ।
- কিতাবুল আহকাম।
- ৬.কিতাবুত্তবাকাত ইত্যাদি।[১২]

---

١٠. الحديث والمحدثين : ٣٥٦، السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى : ٤٤٩،تهذيب التهذيب:٤٠٦/٥.

١١. تذكرة الحفاظ : ٢٨٨/٢٠،تهذيب التهذيب:٤٠٦.

١٢. مقدمة تحفة الاحوذى : ٩٨، ظفر المحصلين : ١١٩، فتح الملهم : ١٠٠/١، سير أعلام النبلاء:٣٩٣/١٠.

উস্তাদদের প্রতি ভক্তি

ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. থেকে হাদীসের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার অর্জন করেন। একদা নাইসাপুরে ইমাম বুখারী রহ.-এর বিরুদ্ধে খলকে কোরআন(خلق قرآن) সম্পর্কে-জোর প্রচারনা শুরু হলে ইমাম মুসলিম রহ.-এর প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য:

একদা ইমাম মুসলিম রহ. মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আয্‌যুহালী রহ.-এর দরসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম যুহালী রহ. দরসে ঘোষণা দিলেন, যে ছাত্র ইমাম বুখারী রহ.-এর মাসআলায়ে খলকে কোরআনের সাথে একমত পোষণ করে সে যেন, আমার দরস হতে চলে যায়। ইমাম মুসলিম রহ. সাথে সাথেই মজলিস ত্যাগ করে চলে আসেন এবং যুহালীর নিকট হতে যত হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর সকল পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমনকি যুহালীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করাও ত্যাগ করেন।[১৩]

---

১٣. مقدمة تحفة الأحوذى : ٩٨، البداية والنهاية: ١١/٤١، فتح الملهم:١/١٠٠-

قلت: ان محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت فقال لاصحاب الحديث أن محمدا بن إسماعيل يقول لفظى بالقران مخلوق فلما حضر المجلس قام اليه رجل فقال : يا ابا عبد الله ما تقول فى اللفظ بالقران مخلوق هو أو غير مخلوق ؟ فأعرض عنه البخارى و لم يجبه ثلاثا فألح عليه فقال البخارى: القران كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة ، والامتحان بدعة فشغب الرجل وقال: قد قال البخارى : لفظى بالقران مخلوق-ثم قال الذهلى: القران كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظى بالقران مخلوق فهو مبتدع ولايجالس ولايكلم ومن ذهب بعد هذامحمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لايحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه، قلت : ولما وقع بين البخارى وبين الذهلى فى مسئلة اللفظ انقطع الناس عن البخارى إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة، قال الذهلى فى يوم: ألا من قال لفظى بالقران مخلوق ومن يذهب إلى البخارى فلايحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤس الناس فبعث إلى الذهلى جميع ما كان كتبه عنه عن ظهر جمال : انتهى ملخصا ما فى فتح البارى. وفى "سير أعلام النبلاء (١٠/٣١١-٣١٧): وقد قال البخارى.....=

ইন্তেকাল

হাদীসবেত্তা এ মহাজ্ঞানতাপস ৮৭৫ খৃস্টাব্দে/২৬১হিজরীর ২৫ রজব রোববার দিন সন্ধ্যায় নাইসাপুরে নিজস্ব বাসভূমিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।[১৪]

নাইসাপুরে শহরতলীর নাসিরাবাদ নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৫]

ইন্তেকালের কারণ

ইমাম মুসলিম রহ.-এর ইন্তেকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার জনৈক ব্যক্তি ইমাম মুসলিম রহ.-কে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম রহ.-এর তাৎক্ষণিক স্মরণ ছিল না। তাই তিনি উত্তর না দিয়ে ঘরে ফিরে পাণ্ডুলিপিতে তালাশ করতে থাকেন। তাঁর পাশেই খেজুরের ঝুড়ি ছিল। হাদীস তালাশে এতই মগ্ন ছিলেন যে, একটি করে খেজুর মুখে দিচ্ছিলেন আর হাদীস তালাশ করছিলেন। এভাবে খেজুর ও শেষ হয় এবং হাদীসও তিনি পেয়ে যান। এ অতিরিক্ত খেজুর ভোজনই তাঁর মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৬]

= سمعته يقول من زعم أنى قلت: لفظى بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإنى لم أقله، فقلت له: يا أبا عبدالله قد خاض الناس فى هذا واكثروا فيه فقال: ليس إلا ما أقول.......

*الح : [পীড়াপিড়ি করা, কাকুতি-মিনতি করা, চাপ দেওয়া]

*قوله : شغب [কোলাহল করা, গণ্ডগোল বাধানো]

১৪. البداية والنهاية : ١١/ ٤١، مقدمة تحفة الاحوذى: ٩٩، فتح الملهم:١/١٠١، تهذيب الكمال: ٥٠٧/٢٧،تدريب الراوى: ٦٢٠،تهذيب التهذيب:٥/٤٠٧.

১৫. مقدمة تحفة الاحوذى: ٩٩.

১৬. البداية والنهاية: ٤١/١١، وقال الشيخ جمال الدين يوسف المزى (المتوفى: ٧٤٢هـ) فى تهذيب الكمال والعلامة شبير احمد العثمانى الديوبندى رحمه الله تعالى رحمة واسعة فى فتح الملهم: وكان فيما قيل فى سبب موته: عقد لأبى الحسن مسلم بن الحجاج مجلس المذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه، فدخل منزله وأوقد السراج، وقال لمن فى الدار: لايدخل احد منكم هذا البيت، فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر ، فقال: قدموها إلى، فقدمت لها سلة، =

মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইমাম মুসলিম রহ.-এর প্রতিভা ও যোগ্যতার অকপটে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর যুগের বহু মনীষী। যথা:-

১. ইসহাক ইবনে মানসূর রহ. একবার ইমাম মুসলিম রহ. কে লক্ষ্য করে বলেন, لن نعدم الخير ما ابقاك الله/للمسلمين 'যতদিন আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে মুসলমানদের জন্য জীবিত রাখবেন ততদিন আমরা কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবো না'।[১৭]

২. ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্ রহ. [যিনি ইমাম মুসলিম রহ. এর উস্তাদ] একবার ইমাম মুসলিমের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলেন:..... اى رجل يكون هذا؟ অর্থাৎ বলা যায় না এ ব্যক্তি কত উঁচু স্তরে পৌঁছবে!!! ।[১৮]

৩. আবূ হাতেম রাযী রহ. বলেন: 'একবার আমি ইমাম মুসলিম রহ.কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য জান্নাতের সিদ্ধান্ত করেছেন। ইচ্ছা হলেই আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারি।[১৯]

৪. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহ. [যিনি ইমাম মুসলিমের উস্তাদ] বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. মানব জাতির মাঝে অন্যতম আলেম ও ইলম রক্ষাকারী।[২০]

= فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة فاصبح وقد فنى التمر ووجد الحديث - ويقال: إن ذالك كان سبب موته، ولذا قال إبن الصلاح : وكانت وفاته بسبب غريب نشأ من غمرة فكرة علمية-انتهى ملخصا ما في تهذيب الكمال وفتح الملهم ، سيرأ علام النبلاء:٣٨٥/١٠،تهذيب التهذيب:٤٠٧/٥.

١٧. تهذيب الكمال: ٥٠٥/٢٧، البداية والنهاية : ٤٠/١١، فتح الملهم: ١٠٠/١، تهذيب التهذيب:٤٠٧/٥، سيرأ علام النبلاء:٣٨٥/١٠.

١٨.فتح الملهم: ١٠٠/١، تهذيب الكمال: ٥٠٦/٢٧، اكمال المعلم:٨٠/١، تاريخ بغداد:٦٥/١١.

١٩.فتح الملهم: ١٠١/١ وفى بستان المحدثين للشيخ عبد العزيز الدهلوى رح انه قال : ابو حاتم رازى كه از اجله محدثين مسلم را خواب ديد واز حال او پرسيد مسلم گفت كه برمن حق تعالى جنت را مباح گردانيده است كه هر جاكه ميخواهم ميباشم .

٢٠ مقدمة تحفة الاحوذى : ٩٩، تهذيب التهذيب:٤٠٧/٥.

৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার বুনদার রহ. বলেন: হাফেজে হাদীস বলতে চারজনকে বুঝায়-তাদেরমধ্যে ইমাম মুসলিম রহ. অন্যতম।[২১]

মাযহাব

ইমাম মুসলিম রহ. -এর মাযহাব সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা মুশকিল। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম ও ইবনে মাজাহ রহ. -এর মাযহাব সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে 'কাশফুয্যুনুন' নামক গ্রন্থে ইমাম মুসলিম রহ. -কে শাফিঈ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু শায়খ আব্দুল লতিফ সিন্দী রহ. বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. মাযহাব সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি শাফিঈ। অথচ তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ।[২২]

উত্তম চরিত্র

গোটা জীবনে তিনি পরনিন্দা করেননি এবং আচরণ ও উচ্চারণে কাউকে কষ্টও দেননি।[২৩]

ইমাম নববী রহ. ইমাম মুসলিম রহ. সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সহীহ মুসলিমের মাঝে গ্রথিত ইলম অধ্যয়ন করবে সে অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, ইমাম মুসলিম রহ. এমন একজন ইমাম ছিলেন যার যুগের ও পরবর্তী যুগের কেউই তাঁর সমকক্ষ নন।[২৪]

---

٢١. تهذيب الكمال : ٢٧/٥٠٧، مقدمة جامع المسانيد والسنن:٩٠.

٢٢. قلت : قال الشيخ شبير احمد العثمانى رح فى فتح الملهم : قال البعض البارعين فى علم الأثر أما البخارى وأبوداؤد فإمامان فى الفقه وكانا من أهل الاجتهاد وأما مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وإبن خزيمة وأبويعلى رحمهم الله فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولاهم من أئمة المجتهدين على الاطلاق بل يميلون قول أئمة الحديث كالشافعى وأحمد وإسحاق وأمثالهم رحمهم الله - وهم مذهب أهل الحجازأميل منهم مذاهب أهل العراق - فتح الملهم : ١/١٠١.

٢٣. قال الشيخ عبد العزيز الدهلوى فى بستان المحدثين: ومن عجائب احوال مسلم انه ما اغتاب احدا فى حياته ولا ضرب ولاشتم - فتح الملهم : ١/١٠٠.

٢٤. من حقق نظره فى صحيح مسلم واطلع ما ودعه فى أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وغير ذالك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره - انتهى ملخصا ما فى المقدمة للإمام النووى صـــ ١٢.

সহীহ মুসলিম

প্রকৃত নাম:

المسند الصحيح المختصر من سنن بنقل العدل عن العدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم[২৫]

প্রসিদ্ধ নাম: সহীহ মুসলিম।

সংকলনের পটভূমি

আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী রহ. -এর সহীহ বুখারী গ্রন্থ দেখে অনুপ্রাণীত হয়ে এ ধরনের আরও একটি কিতাব রচনায় তিনি আগ্রহী হন।[২৬]

ইমাম মুসলিম রহ. -এর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক বাবের কিছু সহীহ হাদীস একত্রিত করা। সে জন্য তিনি মাসআলা ইস্তিম্বাতের দিকে যাননি ।[২৭]

সংকলন

ইমাম মুসলিম রহ. -এর শ্রেষ্ঠ অবদান হল, তাঁর রচিত সহীহ মুসলিম। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী মারকাযসমূহ সফর করে সুদীর্ঘ পনের বছর অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণায় চার লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করে সেগুলো হতে এক লক্ষ পূনরাবৃত্তি হাদীস বাদ দিয়ে তিন লক্ষ হাদীস সংকলন করেন। এ তিন লক্ষ হাদীস যাছাই-বাছাই করে বার হাজারের কিছু বেশি হাদীস চয়ন করে সহীহ মুসলিম রচনা করেন।[২৮]

সংকলনে সতর্কতা

ইমাম মুসলিম রহ. নিজ কিতাবের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি মুকাদ্দামার পর সনদ ও মতন ব্যতিত অন্য কিছুই লিখেননি ।[২৯]

---

২৫. "تحقيق إسمى الصحيحين" للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى.

২৬. هدى السارى: ٥١٤، شرح نخبة الفكر: ٣٠، تاريخ بغداد : ٦٤/١١.

২৭. ظفر المحصلين : ١١٩.

২৮. المقدمة للامام النووى : ١٣، تاريخ بغداد : ٦٤/١١.

২৯. قال الإمام النووى رح: سلك مسلم فى صحيحه طرقا بالغة فى الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة – المقدمة للإمام النووى : ١٥.

এমনকি তিনি নিজের পক্ষ থেকে (ترجمة الابواب) অধ্যায়শিরোনাম পর্যন্ত লিখেননি । তবে পরবর্তী সময়ে ইমাম নববী রহ. অধ্যায়শিরোনাম সংযোজন করেছেন।[৩০]

- ইমাম মুসলিম রহ. শুধু নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেননি; বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তৎকালীন হাদীস বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তারা যে সব হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন। কেবল সেসব হাদীসই তিনি সহীহ মুসলিমে সন্নিবেশ করেন।
- এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম রহ. নিজেই বলেন, আমি মুসলিম শরীফ সংকলন করার পর আবূ যুর'আ রাযীর নিকট উপস্থাপন করি। তিনি যেসব হাদীসের সনদে ত্রুটি রয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন, সেসব হাদীস গ্রহণ করিনি ।[৩১]
- এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:

ليس كل شئ عندى صحيح وضعته ههناوإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه

অর্থাৎ কেবল মাত্র আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীসসমূহই সহীহ মুসলিমে সন্নিবেশ করিনি; বরং এ কিতাবে সেসব হাদীসই সন্নিবেশ করি যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমকালীন তাঁর একান্ত মাশায়েখগণ ঐক্যমত পোষণ করেন।[৩২]

---

٣٠. المقدمة للإمام النووى : ١٥.

٣١. وفى" المقدمة للإمام النووى"(صـــ ١٣): قال الإمام مسلم بن الحجاج : عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما اشار ان له علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة خرجته الخ. امام ابن ماجة اور علم حديث.

٣٢. صحيح مسلم: (المجلد الأول، باب التشهد). المقدمة للإمام النووى : ١٣، فتح الملهم : ١/١٠١. فتح المغيث:١٥، تدريب الراوى:٧٣.

قال الشيخ المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى كتابه "إمام إبن ماجة اور علم حديث" ما تعريبه "قد ظن الشيخ إبن الصلاح وغيره أن المراد بالإجماع ههنا الإجماع المطلق العام فقال: ذلك مشكل- لكن أراد الإمام مسلم بالإجماع ههنا ليس بعام بل إجماع شيوخ هذا الوقت. =

রচনা কাল

ইমাম মুসলিম রহ. বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র সফর করে হাদীসের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার সংগ্রহ করেন তা যথাযথ উপায়ে বাছায় করে ২৩৬ হিজরী সনে সহীহ মুসলিম রচনা শুরু করেন। ২৫০হিজরী সনে সহীহ মুসলিম রচনা সমাপ্ত করেন। ১৫ বছর পর্যন্ত অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে সহীহ মুসলিমকে উম্মতের সামনে পেশ করেন।[৩৩]

সহীহ মুসলিম কি জামে'র অন্তর্ভুক্ত?

শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: الجامع -এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞানুযায়ী সহীহ মুসলিম الجامع -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাতে ঐ আটটি বিষয় নেই যা বিদ্যমান থাকলে জা'মে বলা যায়। [তাফসীর ও কিরাআত বিষয়ক হাদীস নেই।] কিন্তু শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা রহ. তাঁর উক্ত মতকে খণ্ডন করে বলেন: সহীহ মুসলিম الجامع হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।[৩৪]

= فقال العلامة بلقيني في هذه السلسلة: إن المراد بالإجماع ههنا إجماع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعد بن منصور الخراسانى. وهو الإجماع الذى ذكره الإمام إسحاق بن راهويه: وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": وقال إبن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأصحابنا، وكنا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة. فيقول يحيى من بينهم: وطريق كذا فأقول: أ ليس قد صح هذا بإجماع منا؟ فيقولون: نعم. فأقول: ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم، إلا أحمد بن حنبل. هكذا في "تاريخ الإسلام" الإمام الذهبي: ١٨/٤٢.

৩৩. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٦.

৩৪. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في "تحقيق إسمى الصحيحين (صـــ٥١): فإنه جامع ولاريب، وإن نازع في وصفه بلفظ (الجامع) العلامة الشيخ عبد العزيز الدهلوى الهندى، المولود ١١٥٧هـــ، المتوفى:١٢٣٩هـــ رحمه الله في كتابه "العجالة النافعة" قال : وإعلم أن كتب الحديث لها طرق متنوعة كالجوامع، =

সহীহ মুসলিমের রাবীগণ

যদিও সহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি তাওয়াতুর পর্যায়ের। কিন্তু যে মনীষীর মধ্যস্থাতায় এর রেওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত তিনি হলেন হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিকাহবিদ শায়খ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান নাইসাপুরী [মৃ.৩০৮হি.]। আল্লামা নববী রহ. বলেন:

وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل قد انحصرت طريقته فى هذه الولدان والأزمان فى رواية أبى إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم.

অর্থাৎ ইমাম মুসলিম রহ. থেকে ধারাবাহিক সূত্রে সহীহ মুসলিমের অবিচ্ছিন্ন বর্ণনায় ঐ সময় সে সমস্ত শহরে শুধু আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান রহ. -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৩৫]

والجامع فى اصطلاح ما يكون فيه جميع أقسام الحديث: ١- من العقائد، ٢- والأحكام، ٣- والرقاق، ٤- ومن آداب الأكل والشرب، ٥- ومن السفر والحضر، ٦ - ومن القيام والقعود، ٧- ومن المتعلقة بالتفسير والتاريخ والسير، ٩- ومن المناقب والمثالب. وقد صنف أهل الحديث فى كل فن من الفنون الثمانية المذكورة مصنفات مفرزة. ثم شرح تلك الأصناف الثمانية، وذكر بعض المؤلفات المستقلة فيها، ثم قال: فالجامع هو ما يوجد فيه أنموذج كل فن من الفنون الثمانية المذكورة، كالجامع الصحيح للإمام البخارى رحمه الله تعالى، والجامع للإمام الترمذى رحمه الله تعالى. وأما صحيح مسلم فإنه وإن كانت فيه أحاديث كل فن من تلك الفنون، ولكن ليست فيه أحاديث التفسير والقراءة، ولذا لايعرف بالجامع. انتهى ملخصا.

ونقل السيد صديق حسن خان رحمه الله تعالى فى كتاب" الحطة فى ذكر صحاح السنة" كلام الشيخ عبد الدهلوى هذا، ثم تعقبه بقوله: قلت: ولكن أورده صاحب ... الظنون" فى حرف الجيم وعبر عنه بالجامع، وكذا غيره من أهل الحديث. انتهى ملخصا.

৩৫. هكذا قال الشيخ المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى كتاب "امام إبن ماجة اور علم حديث". ٢١٧. =

সহীহ মুসলিমের স্থান

বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের মতে হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সহীহ বুখারীর পরই সহীহ মুসলিমের অবস্থান। যেমন: شيخين বলে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. কে বুঝায় এবং صحيحين বলে সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে বুঝায়। এমনিভাবে যখন متفق عليه বলা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, এ হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মধ্যে সহীহ বুখারী বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। এর পরই সহীহ মুসলিম। আল্লামা নববী রহ. বলেন: কিতাবুল্লাহর পর সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অবস্থান। গোটা উম্মত সহীহ বুখারী ও মুসলিমকে تلقى بالقبول তথা সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন।[৩৬]

হাফেজ মাসলামা ইবনে কাসেম কুরতুবী রহ. বলেন, (لم يضع أحد فى الإسلام مثله) ইসলামী ইতিহাসে সহীহ মুসলিমের মতো এমন কিতাব কেউ রচনা করেননি।[৩৭]

=

وفى حاشيته: قال: المحدث حاكم النيسابورى: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين ومن الملازمين مسلم بن الحجاج، وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأى يعنى الفقيه الحنفى.

٣٦. المقدمة للإمام النووى : ١٣ قال الإما م النووى: قد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القران العزيز الصحيحان وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخارى أصحهما صحيحا وهو المذهب المختار الذى قاله الجماهير وأهل الإتقان والغوض على أسرار الحديث – وقال أبوعلى الحسين النيسابورى كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول انتهى .

٣٧. قلت : هذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب وسهولة التناول – كذا فى فتح الملهم :١/٩٦.

সকল বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ মুসলিমের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমকে প্রধান্য দিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে কোনটি বেশি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য এব্যাপারে মতভেদ থাকলেও সংখ্যা গরিষ্ঠ হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত হল: এ ছয় কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব 'সহীহ বুখারী'। তারপর 'সহীহ মুসলিম'। তবে হ্যাঁ, সুন্দর ক্রম-বিন্যাসের বিবেচনায় 'সহীহ মুসলিম'ই উত্তম।[৩৮]

হাদীস সংখ্যা

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম রহ. নিজেই বলেন, আমি আমার সংগৃহিত তিন লক্ষ হাদীস হতে বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে বাছাই করে সহীহ মুসলিম সংকলন করেছি।[৩৯]

আহমদ ইবনে সালাহ রহ. বলেন, [যিনি সহীহ মুসলিম বিন্যাসের কাজে শরীক ছিলেন] সহীহ মুসলিমে পূনরুল্লেখসহ মোট বার হাজার হাদীস রয়েছে।[৪০]

আল্লামা জাযাইরী রহ. বলেন, পূনরাবৃত্তি ছাড়া সহীহ মুসলিমের হাদীস সংখ্যা চার হাজার। আল্লামা হাফেজ ইবনুস্ সালাহ রহ. -এর অনুসন্ধানী সমীক্ষানুযায়ীও পূনরুল্লেখ ছাড়া হাদীসের সংখ্যা চারহাজারের মতো।[৪১]

---

৩৮. تاريخ بغداد:١١/٦٥.

৩৯. قال الإمام المسلم رح : صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة . المقدمة للإمام النووى : ١٣ ، مقدمة تحفة الأحوذى : ٩٧، البداية والنهاية : ١١/٤٠-

৪০. مقدمة فتح الملهم: ١/١٠، الباعث الحثيث:٣٦، تدريب الراوى:٧٧، إكمال المعلم:١/٧٨.

وفى سير أعلام النبلاء (١٠/٣٨٦): وقال أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم فى تاليف صحيحه خمس عشرة سنة قال : وهو إثنا عشر ألف حديث.

৪১. مقدمة فتح الملهم:١/٩٩، وقال الإمام النووى فى فتح المغيث.١٦: إنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكررة. وقال الإمام العلامة إبن الصلاح:وجميع ما فى صحيح مسلم بلا تكرار:نحو أربعة آلاف. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٦.

কারও কারও পরিসংখ্যান অনুযায়ী সহীহ মুসলিমের হাদীস সংখ্যা তিন হাজার তিনশত তেত্রিশটি। আবূ হাফস আল-মায়ানিজী রহ. বলেন, সহীহ মুসলিমে হাদীসসংখ্যা আট হাজার।[৪২]

মনীষীদের দৃষ্টিতে সহীহ মুসলিম

* প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী আয়াজ আল-এ'লাম নামক কিতাবে আবূ মারওয়ান তবানী থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার কিছু মাশায়েখগণ সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর ওউপ প্রধান্য দিতেন।

* হাফেজ মাসলামা ইবনে কাসেম কূরতবী রহ. বলেন, ইসলামী ইতিহাসে কেউ সহীহ মুসলিমের মতো গ্রন্থ প্রণয়ন করেনি।

* হাফেজ ইবনে মানদা রহ.বলেন, আমি হাফেজ আবূ আলী নাইসাপুরী [যার চেয়ে বড় হাফেজ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি] কে বলতে শুনেছি যে, আসমানের নিচে সহীহ মুসলিম এর চেয়ে বিশুদ্ধ কোন কিতাব নেই।[৪৩]

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর কিতাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইলমে হাদীসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন।[৪৪]

---

٤٢. مقدمة فتح الملهم:١/٩٩ ، وقال الميانجى: ثمانية آلاف.تدريب الراوى: ٧٨.

٤٣. تذكرة الحفاظ (ترجمة حافظ أبو على حسين بن على النيسابورى). وقال الشيخ عبد الرشيد النعمانى فى كتاب"إمام إبن ماجة اور علم حديث" (صـــ٢١٧): لايخفى فيه: أنه لايوجد التصريح فى أصحية صحيح البخارى عن القدماء كما يوجد التصريح على صحيح مسلم مثلا عن أبى على النيسابورى، لكن نقل الإمام النووى فى شرحه لمسلم عن النسائى أنه قال:" مافى هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخارى" فانظر – أيهاالقارى– أن النسائى قال ههنا "أجود" لم يقل "أصح" لعل ههنا بيان عندنا فى جودة صحيح البخارى فى الجامعية وحسن إختصارة. فتأمل . انتهى ملخصا.

٤٤. المقدمة للإمام النووى :١٢

২. ইমাম মুসলিম রহ. কোন বিষয়ের উপর বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত একই স্থানে একত্রিত করেন এবং সম্পূর্ণ ইবারত একসাথে বর্ণনা করেন। বিক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেননি। যেমনটি সহীহ বুখারীতে করা হয়েছে। তাছাড়া তিনি روايت بالمعنى তথা অর্থ সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করেননি।[৪৫]

৩. ইমাম মুসলিম রহ. حدثنا ও أخبرنا -এর মাঝে পার্থক্য করেছেন।[৪৬]

৪. প্রত্যেক হাদীসের শব্দাবলী তার মূল সনদের সাথে লিখেছেন ।[৪৭]

৫. শুরুতে বিরল ও অভিনব পদ্ধতিতে একটি মুকাদ্দামা লিখেছেন, যার মধ্যে সংকলনের কারণ ছাড়াও রেওয়ায়াত সম্পর্কীয় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইমাম বুখারী থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ না করার কারণ

ইমাম মুসলিম রহ. ছিলেন ইমাম বুখারী রহ. -এর ছাত্র। তিনি তাঁর বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর সূত্রে সহীহ মুসলিমে কোনও রেওয়ায়াত কেন গ্রহণ করেননি? এর উত্তরে ইমাম যাহাবী রহ. سير أعلام النبلاء নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম মুসলিম রহ. তীক্ষ্ণ ও কড়া মেযাজের কারণে ইমাম বুখারী রহ. থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর সনদে তিনি কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। এমনকি সহীহ মুসলিমের কোন স্থানে ইমাম বুখারী রহ. -এর আলোচনা পর্যন্ত করেননি।[৪৮] তবে উস্তাদে মুহাতারাম আল্লামা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী বলেন, এ উক্তিটা সঠিক নয়। আসল কারণ হল দু'টি।

---

٤٥. المقدمة للإمام النووى: ١٣، وقال إبن الحجر فى التهذيب : إن بعض الناس كان يفضله على البخارى وذالك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هى من غير تقطيع ولا رواية بمعى- إنتهى ملخصا مافي هامش تهذيب الكمال: ٥٠٧/٢٧، مقدمة تحفة الأحوذى : ٩٨-

٤٦. المقدمة للإمام النووى: ١٥ ، مقدمة فتح الملهم:١/ ٩٨.

٤٧.مقدمة فتح الملهم: ٩٦/١.

٤٨. وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء (٣٨٩/١٠): .... قلت:.... ثم إن مسلما ، لحده فى خلقه ، انحرف أيضا عن البخارى . و لم يذكر له حديثا ولا سماه فى صحيحه الخ.

১. ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. দু'জনই নিজেদের ওপর শুধু সর্বসম্মত সনদগুলোই সহীহহাইনে উল্লেখ করা আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। অতএব, যে সব সনদের ক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল সেসব সনদ হতে বিরত রয়েছেন। ইমাম যুহালী রহ. সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ. -এর সমর্থকগণ সুধারণা পোষণ না করাতে ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর রেওয়ায়াত গ্রহণ করেননি। এরূপভাবে যারা ইমাম যুহালী রহ. -এর অনুরক্ত ছিলেন তাদের দিকে লক্ষ করে ইমাম বুখারী রহ. -এর রেওয়ায়াতও গ্রহণ করেননি।

২. সমকালীন যে সব গ্রন্থকার ছিলেন, তাদের হাদীস যেহেতু তাদের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে এজন্য অন্যান্য মুহাদ্দিস তাদের আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন, যাতে পূনরাবৃত্তি না হয়। অতিরিক্ত ফায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ রাবী থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করতেন যারা গ্রন্থকার নন। কিংবা তাদের গ্রন্থাবলী প্রসিদ্ধ নয়।[৫৭]

ব্যাখ্যা গ্রন্থ

- المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج হাফেজ আবূ জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শারফ নববী রহ. [মৃ. ৬৭৬ হি.]
- منهاج الابتهاج আলাম্নমা কাসতালানী রহ. [মৃ. ৯২৩হি.]
- المعلم بفوائد كتاب مسلم আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-মাজারী রহ. [মৃ.৫৩৬হি.]
- إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم আল্লাম কাজী আয়ায মালিকী রহ. [মৃ.৫৪৪হি.]
- الديباج আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ. [মৃ.৯১১হি.]
- فتح الملهم شرح صحيح مسلم আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী রহ. এর তাকমিলা লিখেছেন শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা:বা:]
- المفهم فى شرح غريب مسلم ইমাম আব্দুল মুফাখের ইবনে ইসমাঈল ফারসী রহ. [মৃ.৫১৯হি.]
- الحل المفهم[দরসী আমালী] আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.।

৫৭. هكذا سمعنا من أستاذنا المكرم الجليل فى الدرس، وهو محفوظ فى كراستى. (المؤلف).

ইমাম তিরমিযী রহ.

[২০৯-২৭৯হি. মোতা.৮২৪-৮৯৪ইং]

নামঃ মুহাম্মদ। উপনামঃ আবূ ঈসা।
উপাধিঃ তিরমিযী। পিতা:ঈসা।
দাদাঃ সাওরাহ। পরদাদাঃ মূসা।

বংশ পরম্পরা

أبوعيسى محمد بن عيسى.بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى [১] الترمذى [২] البوغى [৩]

আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ ইবনে মূসা ইবনে যাহ্হাক আস্সুলামী আত্তিরমিযী, আলবুগী। তাঁর পূর্বপুরুষ 'মারভ' শহরের অধিবাসী ছিলেন। তার পর খোরাসান অন্তর্গত তিরমিয শহরে স্থানান্তরিত হন[৪]। যা জায়হুন নদীর তীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ একটি শহর। যাকে مدينة [৫] الرجال তথা মনীষীদের শহর বলা হতো। কেননা এ শহরে বহু মনীষী জন্ম গ্রহণ করেছেন।

---

১. السلمى نسبة إلى بنى سليم بالتصغير قبيلة من غيلان ، مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧١.

২. هذه النسبة إلى مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذى يقال له جيحون- قلت : قال شيخنا و أستاذنا سعيد أحمد بالن بورى بارك الله فى حياته : إن لفظ ترمذ يستعمل على أربعة أوجه ، (ا) ترمذ (بضم التاء والميم) (ب) ترمذ (بكسر التاء والميم) (ج) ترمذ : (بفتح التاء وكسر الميم) (د) ترمذ : (بفتح التاء والميم) لكن المشهور بين الناس "الثانى"، وفى "تدريب الراوى" (٦٢١): وهى مدينة على طرف - جيحون- بكسر التاء، وقيل: بفتحها، وقيل: بضمها وكسر الميم، وقيل: مضمومة ذالك معجمة. أنظر: كشف النقاب: ٣٩/١، سير أعلام النبلاء: ٨٢٠/١٠.

৩. البوغى بضم الباء وسكون الواو وبعدها غين معجمة وهى قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها.

৪. مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧٦.

৫. درس ترمذى:١٣١/١.

জন্ম ও শৈশবকাল

২০৯হি. মোতা. ৮২৪ খৃস্টাব্দে ইমাম তিরমিযী রহ. এশিয়ার ট্রান্স অক্সিয়ানার পার্শ্বে যায়হুন নদীর তীরে অবস্থিত তিরমিয শহরের বূগ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬] শৈশবে তিনি পিতা-মাতার স্নেহ-লালিত্বে নিজ গৃহেই লালিত-পালিত হন। পিতা-মাতার তত্বাবধানে নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৭]

হাদীস সংগ্রহে সফর

ইমাম তিরমিযী রহ. নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে সফর করেন। ইলমে হাদীস অর্জন করার জন্য ইমাম তিরমিযী রহ. সর্বাবস্থায় যে কোন স্থানেই সফরে সদা সচেষ্ট থাকতেন।

ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের লক্ষে এবং হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিজায, খোরাসান, ইরাক, বসরা ও ওয়াসীতসহ তৎকালীন উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন হাদীস চর্চাকেন্দ্র পরিভ্রমণ করেন। এছাড়াও তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করে অনেক দূর্লভ হাদীস সংগ্রহ করেন।[৮]

বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি

ইমাম তিরমিযী রহ. প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, কাগজ-কলমের প্রতি তাঁর যতটুকু ভরসা ছিল তার চেয়ে অধিক ভরসা ছিল মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির উপর। স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে উপমাস্বরূপ তাকে পেশ করা হত।[৯]

---

٦. وفى "سير أعلام النبلاء" (١٠/٦٠٤): ولد فى حدود سنة عشر ومائتين.

٧. تحفة الالمعى :١/٩٧، مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧٦.

٨. درس ترمذى : ١/١٣١، مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٦٩-

٩. وفى "سير أعلام النبلاء" (١٠/٤٠٥): وقال أبو سعيد الإدريسى: كان أبو عيسى يضرب به المثل فى الحفظ.

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য: একদা ইমাম তিরমিযী রহ. এক শায়খের নিকট হতে কিছু লিখিত হাদীস অনুমতিক্রমে পেয়েছিলেন। কিন্তু শায়খের কাছ থেকে সরাসরি না শুনার দরুন ঐ শায়খের তালাশে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমূখে যাত্রাকালে ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে উক্ত শায়খের সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে হাদীস শুনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তুমি তোমার লিখিত অংশ বের করে আমার পড়ার সাথে মিলিয়ে নাও। ইমাম তিরমিযী রহ. অনেক তালাশের পরও ঐ লিখিত অংশ পেলেন না। একটি সাদা কাগজের টুকরা নিয়ে তিনি বলেন, 'পড়ুন'। শায়খ হাদীসগুলো শুনাতে লাগলেন। বর্ণনা শেষ হয়ে গেলে শায়খ বুঝতে পারলেন যে, ইমাম তিরমিযী রহ. শুধু একটা সাদা কাগজের টুকরা নিয়ে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এতদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. -কে বললেন, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? উত্তরে ইমাম তিরমিযী রহ. বললেন, জি না। আপনার বর্ণিত সমস্ত হাদীস আমি এক্ষুণি মুখস্থ শুনাতে পারব। এ বলে তিনি বর্ণিত হাদীসগুলো মুখস্থ শুনাতে আরম্ভ করলেন। এতে শায়খ যারপরনাই বিস্মিত হলেন এবং তিনি ইমাম তিরমিযী রহ. -এর স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্যে আরও চল্লিশটি হাদীস পাঠ করলেন। যা ইমাম তিরমিযী রহ. কোন দিনও শুনেননি। কিন্তু তিনি একবার শুনামাত্রই হুবহু বর্ণনা করে দিলেন। এতদ্দর্শনে শায়খ আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, ما رأيت مثلك আমি তোমার মতো হাফেজে হাদীস আর কাউকে দেখিনি।[১০]

অন্ধত্বেও স্মৃতিশক্তি

ইমাম তিরমিযী রহ. দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার পর একদা উটে চড়ে হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। চলন্ত অবস্থায় একজায়গায় মাথা নিচু করে সাথীদেরকেও মাথা নিচু করার আদেশ দেন। সাথীগণ অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে কি কোন গাছ নেই? সাথীগন তদুত্তরে বললেন, 'নেই'। ইমাম তিরমিযী রহ. হতাশাগ্রস্ত হয়ে কাফেলা থামাতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, অনুসন্ধান চালাও।

١٠.تهذيب التهذيب: ٢٣٢/٥، مقدمة تحفة الأحوذى: ٢٦٨ - ٢٦٩- قلت: قد ذكر هذه القصة الشيخ العلامة أنور شاه كشميرى الديوبندى رحمه الله تعالى فى "العرف الشذى" لكن هو ليس كذالك بل ذكر بزيادة ونقصان وتغيير وتبديل، والله أعلم بالصواب- درس ترمذى:١/١٣٢، معارف السنن :١/١٥.

আমার স্মরণ আছে, অনেকদিন পূর্বে যখন আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন এখানে একটা গাছ ছিল। যার ডাল-পালা অনেক নিচু ছিল এবং যাত্রীদের অনেক কষ্ট হত। মাথা নিচু করে যাওয়া ছাড়া এর নিচ দিয়ে যাওয়ার কোনও বিকল্প ছিল না। মনে হয় এখন সে গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে। যদি একথার প্রমাণ না মিলে তাহলে আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দেব। সাথীরা অনুসন্ধান চালালে স্থানীয় বয়স্ক লোকেরা বলেন, বাস্তবিকই এখানে একটা গাছ ছিল পথচারীদের কষ্ট হত বলে তা কেটে ফেলা হয়েছে।[১১]

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী রহ. যে সমস্ত ক্ষণজন্মা ও বিশ্বস্ত মহাপুরুষের নিকট গমন করে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের মধ্যে:

১. ইমাম বুখারী রহ. [মৃ.২৫৬ হি.]।

২. ইমাম মুসলিম রহ. [মৃ.২৬১হি.]।

৩. ইমাম আবূ দাউদ রহ. [মৃ.২৭৫ হি.]

৪. কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. [মৃ.২৪০হি.]।

৫. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার রহ. [মৃ.২৫২ হি.]।

৬. আবূ সাফিয়ান আল -ওয়াকী রহ. [মৃ.২৪৭ হি.] প্রমূখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[১২]।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী রহ. -এর দরসে অসংখ্য শিক্ষার্থীদের সমাগম হত। তাদের মাঝে মুহাম্মদ ইবনে মাহবুব, আবূ হামিদ আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সাহাল, দাউদ ইবনে নাসর আল-বাযদঈ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৩]

---

١١. قلت : سمعت هذه القصة من شيخنا وأستاذنا الجليل المفتي سعيد أحمد بالن بورى فى الدرس بارك الله فى حياته-لكن ما وجدت هذه الواقعة فى اى كتاب ما حصل لى. وقال الشيخ تقى العثمانى الديوبندى ثم الباكستانى أيضا: لم أجد هذه الواقعة فى كتاب بل سمعتها من غير وأحد من المشائخ الكبار.

١٢. مقدمة تحفةالأحوذى: ٢٦٩،معارف السنن:١/١٥، درس ترمذى :١/١٣٢.

١٣.الحديث والمحدثين: ٣٦٠، تهذيب التهذيب:٥/٢٣١.

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী রহ. একদিকে যেমন ছিলেন বিদগ্ধ মুহাদ্দিস অপর দিকে তিনি ছেলেন বিশিষ্ট ফকীহ ও সাধক। তাঁর উস্তাদগণ তাকে যেমন করতেন আদর-স্নেহ তেমনি করতেন সম্মান ও ভক্তি।

ইমাম বুখারী রহ. -এর সাথে ছিল চমৎকার ও গভীর সম্পর্ক। একবার ইমাম বুখারী রহ. ইমাম তিরমিযী রহ. সম্পর্কে বলেন:

ما انتفعت بك أكثر مماانتفعت بى [তুমি আমার থেকে যে ফায়দা অর্জন করেছ তার চেয়ে অধিক ফায়দা আমি তোমার থেকে অর্জন করেছি।][১৪]

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. -কে ইমাম বুখারী রহ. এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ধরা করা হয়।[১৫]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ ইয়া'লা আল খলীলী রহ. ইমাম তিরমিযী রহ. সম্পর্কে বলেন, ثقة متفق عليه ويكفى فى توثيقه أن إمام الحديث والمحدثين البخارى كان يعتمده ويأخذ عنه "ইমাম তিরমিযী রহ. সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম বুখারী রহ. হাদীসের বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন।"[১৬]

---

১৪. مقدمة تحفة الأحوذى: ٢٦٩-قلت: قال الشيخ العلامة أنور شاه الكشميرى الديوبندى الحنفى رحمه الله تعالى. - إن الإمام الترمذى وإن كان من جبال الحديث ولكن البخارى كان شمس سماء هذا الفن - ولعله مراده إنه أخذ منه العلم مثل مالم يأخذ غيره ، فإن التلميذ كما يحتاج إلى الشيخ كذالك يكون الشيخ محتاجا إلى تلميذ ذكى - والله أعلم انتهى ملخصا ما فى عرف الشذى . تهذيب التهذيب: ٢٣٢/٥.

১৫. قال الشيخ المحدث الكبير بدهلوى فى بستان المحدثين : وترمذى را خليفة بخارى گفته اند، مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧٠.

১৬. مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧١- قلت : وحدث عن الإمام الترمذى الإمام البخارى حديثين: أحدهما: حديث أبي سعيد: يا على لايحل لأحد ان يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك -قال الإمام الترمذى بعد إخراجه فى مناقب على : قد سمع منى محمد بن اسماعيل - البخارى، هذا الحديث. انتهى ملخصا. البداية والنهاية: ٧٧/١١، تهذيب التهذيب: ٢٣٢/٥.

আল্লামা আমর ইবনে আ'লাক রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. -এর পর ইমাম তিরমিযী রহ. এর মতো বড় মুহাদ্দিস খুরাসানে আর কেউ ছিলেন না ।[১৭]

তাকওয়া ও খোদাভীতি

খোদাভীতি ও নম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। আখেরাতের চিন্তায় ও আল্লাহর ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত থাকতেন। অধিক কান্নার কারণে তিনি শেষ জীবনের অনেকটা অন্ধত্ব অবস্থায় কাটান ।[১৮]

রচনাবলী

ইমাম তিরমিযী রহ. বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন, সেগুলো হতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল:

- আল-জা'মে।
- কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা।
- শামায়েল।
- কিতাবুত্ তারিখ।
- কিতাবুল ইলাল।
- কিতাবুয্ যুহদ প্রভৃতি ।[১৯]

---

١٧. مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٦٨، مقدمة جامع المسانيد والسنن:١٠٩.

١٨. قلت: قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى الحنفى رح: أن أباعيسى الترمذى رح ولد أكمه (জন্মান্ধ)- لكن قال الشيخ أنور شاه الكشميرى رح قال : هذا ليس بصواب بل صار ضريرا [শেষ বয়সে দৃষ্টিহীন হয়ে যান] بعد أن كان بصيرا فى أخر عمره لمخافة الله – هكذا قاله الشيخ العلامة شاه عبد العزيز فى البستان : بخوف الهى بسيار گريه وزارى كرده ونابينا شد – تهذيب الكمال : ٢٥٠/٢٦، تهذيب التهذيب:٢٣٢/٥، وقال الذهبي فى سير أعلام النبلاء (٦٠٤/١٠): واختلف فيه:فقيل: ولد أعمى، والصحيح أنه أضر فى كبره ، بعد رحلته وكتابته العلم. انتهى.

١٩. مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧٠ ، وفى تدريب الراوى(٦٢١): له من التصانيف : "الجامع" و"العلل المفرد" و" التاريخ" و"الشمائل" و"الأسماء والكنى".

ইন্তেকাল

মহানবী সা. -এর সুন্নাহর অন্যতম ধারক-বাহক, ইসলামী জ্ঞানাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম তিরমিযী রহ. আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে হিজরী ২৭৯ সনের ১৩ রজব সোমবার তিরমিয শহরের অদূরে নিজ জন্মস্থান বূগ নামক এলাকায় ৭০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন ।[২০]

মাযহাব

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. -এর মতে, ইমাম তিরমিযী রহ. শাফিঈ ছিলেন, কেননা যুহর নামায দেরী করে পড়ার মাস'আলা ছাড়া অন্য কোন মাস'আলায় তিনি ইমাম শাফেঈ রহ. -এর বিরোধিতা করেননি।

মুসনিদুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. مجتهد منتسب অর্থাৎ মূলনীতিতে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহ. -এর অনুসারী ছিলেন।[২১]

---

২০. البداية والنهاية : ٧٠/١١، تهذيب الكمال : ٢٥٢/٢٦، تهذيب التهذيب: ٢٣٢/٥، وفى تدريب الراوى (٦٢١): مات بترمذ ليلة الإثنين، لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين. وقال الخليلى: بعد ثمانين وهو وهم. وهكذا فى سير أعلام النبلاء: ٦٠٩/١٠.

২১. قال بعض اهل الحديث وهم من غير مقلدين :إن الإمام الترمذى لم يكن شافعياولا حنبلياكما أنه لم يكن مالكيا ولاحنفيا بل كان رحمه الله تعالى من أصحاب الحديث مجتهدا غير مقلد لأحد من الرجال كما أن البخارى ومسلم وأبوداؤد والنسائى وإبن ماجة كلهم كانوا متبعين للسنة غير مقلدين أحد – قلت: هذا قولهم بأفواههم وباطل ما يزعمون . والحق أنه لم يكن مجتهدا غير مقلد بل كان الإمام الترمذى شافعيا على ما قال الشيخ أنور شاه الكشميرى رح – أما مذاهب الصحاح فقيل: إن البخارى شافعى ولكن الحق أن البخارى مجتهد – وأما مسلم فلا أعلم مذهبه بالتحقيق – وأما إبن ماجة فلعله شافعى والترمذى شافعى الخ – أو كان الإمام الترمذى مجتهدا منتسبا إلى الشافعى كما قال الشيخ شاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة – والعجب أنهم كيف قالوا إنه كان من أهل الحديث و لم يكن مقلدا ؟

ألم يعلموا أن الإمام الترمذى لو كان مجتهدا غير مقلد و لم يكن متبعا للشافعى لرد على مذهبه كما هو شان غير المقلدين لكنه لم يفعل كذالك بل رجح فى كل المواضع من كتابه قول الشافعى إلا فى باب تاخير الظهر فى شدة الحر فأفعال الترمذى هذه تنادى بأعلى نداء أنه كان شافعيا و لم يكن من غير المقلدين الغالين – وتبطل قول من زعم خلاف ذالك إبطالا بينا – كله مأخوذ من "العرف الشذى" و"مقدمة تحفة الأحوذى" ملخصا ومتغيرا .

قال الشاه ولى الله الدهلوى رحمه الله تعالى فى "الإنصاف" (٥٧): أما أبو داؤد والترمذى فهما مجتهدان منتسبان إلى أحمد وإسحاق وكذالك إبن ماجة والدارمى فيما ترى. انتهى. قلت: هذا هو الحق عند جماهير العلماء والنبلاء. (المؤلف) .

সুনানে তিরমিযী

নাম: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته الصحيح والمعلول وما عليه العمل[২২].

প্রসিদ্ধ নাম: সুনানে তিরমিযী।

পরিচিতি

ইমাম তিরমিযী রহ. দূর্গম গিরি সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস চেষ্টার বলে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন। তিনি তা গোটা মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরার নিমিত্তে একে সুসজ্জিত এক বিশাল গ্রন্থের রূপ দান করেন। যা আমাদের সামনে জা'মিউত্ তিরমিযী নামে পরিচিত। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম তিরমিযী রহ. সুনানে তিরমিযী সংকলন শেষ করার পর তা খোরাসান, মিসর, শাম ও হিজাযের হাদীস বিশারদগণের সামনে পেশ করেন। তারা কিতাবটি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।[২৩]

---

২২. قلت : قال شيخنا ولأستاذنا العلامة بالن بورى : ويقال له "الجامع المعلل" أيضا - قال صاحب تحفة الأحوذى : قد أطلق الحاكم عليه "الجامع الصحيح" فان قلت : كيف ؟ وفيه الأحاديث الضعيفة أيضا، فيقال: أكثر أحاديثه صحيحة قابلة للاحتجاج وأحاديثه الضعيفة قليلة فقيل له "الجامع الصحيح" تغليبا- انتهى ملخصا، وقال الذهبى فى سيرأ علام النبلاء (١٠/٦٠٤) : "الجامع" وهو السنن المشهورة وقد طبع مؤخرا تحت إسم الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل . قال الشيخ المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى "تحقيق إسمى الصحيحين" (صــ٥٥): وسماه قبله الحافظ إبن خير الإشبيلى، المتوفى سنة ٥٧٥، رحمه الله تعالى، فى "فهرست ما رواه عن شيوخه" بقوله: "الجامع المخصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل" انتهى. وهذا الإسم مطابق لمضمون الكتاب، ووقفت عليه بعينه مثبتا على مخطوطتين قديمتين كتبت إحداهما قبل سنة ٤٧٩، وقبل ولادة الحافظ إبن خير بأكثر من عشرين سنة، فقد ولد سنة ٥٠٢، والنسخة الأخرى كتبت فى سنة ٥٨٢. -

সংকলনের কারণ

মুসনিদুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, সুনানে তিরমিযী সংকলনের মূল কারণ ছিল ফুকাহায়ে কেরামের মতামতকে প্রামাণিকভাবে জাতির সামনে পেশ করা। সেই সাথে তিনি ঐসব ফিকাহ বিশারদগণের মতামতও উল্লেখ করেছে, যাদের আলোচনা বর্তমানে তেমনটা হয় না। যথা: সুফিয়ান সাওরী রহ. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রহ.। তাদের মতামত সম্পর্কে অবগত হওয়া এই কিতাব ব্যতিত দুষ্কর । যেহেতু তার পূর্বে এধরনের কিতাব লেখা হয়নি তাই তিনি এ কিতাব রচনা করেন।[২৪]

সুনানে তিরমিযীতে জাল হাদীস আছে কি?

আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. রচিত 'মাওযুআতে কুবরা' নামক গ্রন্থে সুনানে তিরমিযীতে মোট ২৩ হাদীসকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা নববী রহ. 'তাকরীব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আল্লামা ইবনুল জাহযী রহ. এমন অনেক হাদীসে 'মাওযু'র হুকুম লাগিয়েছেন যার পক্ষে সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুধু সনদের দিক থেকে দূর্বল থাকার কারণেই জাল হাদীস বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা যাহাবী রহ.ও অনুরূপ কথা বলেছেন। আল্লামা সুয়ূতী রহ. আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, তিনি কিছু সহীহ হাদীসকেও 'জাল' আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী রহ. القول الحسن في الذب عن السنن -এর মাঝে ইবনুল জাওযী রহ. -এর সমালোচনাগুলোর পরিপূর্ণ উত্তর দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সুনানে তিরমিযীর মাঝে কোন জাল হাদীস নেই ।[২৫]

=২৩ . وفي سير أعلام النبلاء (١٠/٦٠٧): قال أبوعيسى : صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان ، فرضوا به . مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٨١ ، البداية والنهاية: ١١/٧٧ .

২৪. هكذا قال شيخنا وأستاذنا المكرم بالن بورى بارك الله في حياته، تهذيب التهذيب : ٥ /٢٣٢، مقدمة تحفة الأحوذى: ٨٨.

২৫. وفي مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٨٩- ولاتعجب من إبن الجوزى أنه كيف حكم عليها [illegible] وهي في جامع الترمذى ، وإنه قد حكم على حديث بالوضع وهو في صحيح [illegible] أنه كان من المتساهلين في حكم الوضع =

বলা বাহুল্য, আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. এমন অনেক হাদীসসমূহকে মওযু বলেছেন যেগুলো জঈফ হলেও মওযু নয়। শুধু তাই নয় তিনি অনেক সহীহ হাদীস এমনকি সহীহ মুসলিমের হাদীসের ওপরও মুওযু'র হুকুম লাগিয়েছেন। আল্লামা নববী, আল্লামা ইবনুস সালাহ ও আল্লামা যাহাবী রহ. -এর মতো সকল মুহাক্কিকগণ তাঁর এ কাজকে বড় ধরনের বিচ্যুতি বলেছেন। অনেকে তাঁর বক্তব্যগুলোর সমোচিত জবাব দিয়েছেন। সুনানে তিরমিযী সম্পর্কে এ কথাই বাস্তব যে, তাতে কোন মওযু হাদীস নেই। তবে এতে অনেক ضعيف বা ضعيف جدا হাদীস রয়েছে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. সেগুলোর দুর্বলতা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

ছুলাছিয়্যাত

মুহাদ্দিসিনে কেরামের অনুসন্ধানী সমীক্ষানুযায়ী সুনানে তিরমিযীর মাঝে একটি মাত্র ছুলাছি হাদীস রয়েছে, যা নিম্নে প্রদত্ত হল:

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى بن إبنة السدى قال: حدثنا عمربن شاكر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر (كتاب الفتن)

= قلت : الأحاديث الضعاف موجودة فى جامع الترمذى وقد بين الإمام الترمذى نفسه ضعفه ، وأبان علتها، وأما وجود الوضع فيه فكلا! ثم كلا !! والله أعلم انتهى ملخصا.

وفى مقدمة الكاشف: فكم من محدث يجزم بضعف الحديث لظنه بجهالة راو بسنده، ثم بعد ذالك يقف على ترجمته وكونه ثقة معروفا، فيرجع عن حكمه السابق، وكم من حافظ حكم بضعف حديث أو بطلانه معللا ذالك بجهالة بعض الرواة، فتعقبه من بعده بكون ذالك الراوى غير مجهول وأنه معروف إما بالعدالة وإما بالجرح، وقد وقع هذا بكثرة لإبن حزم، وعبد الحق، وإبن القطان، وإبن الجوزى. انتهى. أنظر: "تقريب النووى"، "تدريب الراوى" للسيوطى، والقول المسدد، ومقدمة إبن الصلاح وفروعها.

সুনানে তিরমিযীতে এই হাদীসের সনদে রাসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত মাত্র তিনটি মধ্যস্থতা রয়েছে। ১. ইসমাঈল ইবনে মূসা ২. উমর ইবনে শাকের ৩. খাদেমে রাসূল সা. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.।[২৬]

সুনানে তিরমিযীর স্তর

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী রহ. বলেন, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পর সুনানে তিরমিযীর স্তর। تذكرة ও تهذيب التهذيب ، الخلاصة، التقريب، الحفاظ। প্রভৃতি কিতাবসমূহের ইঙ্গিত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, সুনানে তিরমিযীর অবস্থান সুনানে আবূ দাউদের পর সুনানে নাসঈর আগে। সম্ভবত: ইহা প্রসিদ্ধতার দিকদিয়ে। কেননা সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসাঈ থেকে বেশি প্রসিদ্ধ। তবে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সুনানে তিরমিযী যে, সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসাঈ'র পরের স্থানে তা বলাই বাহুল্য।

ইমামুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. বলেন, এত হল বিশুদ্ধতা ও প্রসিদ্ধতার দিক দিয়ে, বাকি ফাওয়ায়েদের ক্ষেত্রে সুনানে তিরমিযী যে, সুনানে নাসাঈ ও সুনানে আবূ দাউদ থেকে উর্ধ্বে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সহীহাইন থেকেও উর্ধ্বে তা কোনও আহলে ইলমের নিকট অস্পষ্ট নয়। কেননা এতে যে,

فقه الحديث، شرح الحديث، علم الرجال، علم الإعلال، علم الخلافيات، علم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف

প্রভৃতি পাওয়া যায় তা অন্য কোনও কিতাবে পাওয়া যায় না। তাই সুনানে তিরমিযী আহলে ইলমগণের নিকট এমন এক মূল্যবান ও দূর্লভ ভাণ্ডার যার নজীর পাওয়া মুশকিল।

---

٢٦. وفى مقدمة تحفة الأحوذى(٢٧٦) :أعلم أنه ليس فى جامع الترمذى ثلاثى غير حديث أنس المذكور. وفى كشف النقاب (١/١٣٧): قد ورد للترمذى حديث ثلاثى وقعت بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط وهو أعلى ما عنده فقد أخرجه فى الفتن فى باب بلا ترجمة وأما الرباعيات فللترمذى فى جامعه مائة وسبعون حديثا. انتهى ملخصا.

যারা সুনানে তিরমিযীকে সুনানে আবূ দাঊদ ও সুনানে নাসাঈ'র ওপর প্রাধান্য দেন তাদের উদ্দেশ্য এটাই। ইমাম আবূ ইসামাঈল আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আনসারী রহ.বলেন, আমার নিকট সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে সুনানে তিরমিযী বেশি উপকারী মনে হচ্ছে। কেননা সহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে শুধু আহলে ইলমই উপকৃত হতে পারে। পক্ষান্তরে সুনানে তিরমিযী থেকে উপকৃত হতে পারেন যে কোনও ব্যক্তি ।[২৭]

تصحيح ও تحسين -এর ক্ষেত্রে তিনি কি متساهل ছিলেন?

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী রহ. -কে تصحيح ও تحسين এর ক্ষেত্রে متساهلতথা শিথিলতা প্রদর্শনকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেন যে, ইমাম তিরিমিযী রহ. -এরتصحيح ও تحسين কোনও ধর্তব্য নেই।

---

٢٧. وقال خاتم المحدثين والفقهاء الشيخ أنور شاه الكشميرى الديوبندى فى "العرف الشذى" :فأول مراتب الصحاح مرتبة البخارى والثانية مرتبة مسلم والثالث مرتبة أبي داؤد والرابع مرتبة النسائى والخامس مرتبة الترمذى هذا المذكور من الترتيب هو المشهور–وعندى : إن مرتبة النسائى أى كتابه أعلى من كتاب أبي داؤد فيكون النسائى فى المرتبة الثالثة ومرتبة الترمذى فى المرتبة الخامسة وأما إبن ماجة فقالت جماعة: إنه ليس بداخل فى الصحاح لاشتماله على قريب من إثنين وعشرين حديثا موضوعا فعلى هذا السادس من الصحاح الستة "الموطا" للإمام مالك بن أنس– إنتهى ملخصا –

قلت : رجح صاحب تحفة الأحوذى ما ذكرت أولا من عبد الحى لكنوى حيث قال: فالظاهر هو ما قال صاحب كشف الظنون – مقدمةتحفة الأحوذى : ٨٨ – ٢٨٩، وفى كشف النقاب(١/١٢٣): اتفقت الأئمة على أن صحيح البخارى وصحيح مسلم أصح الكتب الستة ولكنهم اختلفوا فيما عداهما .... فاذا كتاب الترمذى فى الرتبة الثالثة فدرجته بعد الصحيحين . يقول صاحب كشف الظنون : الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذى ، وهو ثالث الكتب الستة فى الحديث هذا مارأى والله أعلم ما هو الأقوى والأحرى الخ.

قال الراقم: صاحب كشف الظنون ليس من المحدثين وليس الحديث منه، فلا يعبأ بقوله، والقول قول العلامة الكشميرى رحمه الله تعالى.

হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন যে, কিছু দূর্বল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সহীহ এবং মজহুল রাবী কর্তক বর্ণিত হাদীসকে ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান আখ্যা দিয়েছেন।। কিন্তু বাস্তবতা হল, এধরনের জায়গা খুব কম। আল্লামা শায়খ তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, আমি নিজে অনুসন্ধান করে খুব কষ্টে দশ-বার জায়গা এমন পেয়েছি, যেখানে ইমাম তিরমিযী সহীহ বলেছেন; অথচ অন্যরা 'জঈফ' বলেছেন ।[২৮]

---

২৮. قلت: قال شيخنا وأستاذنا سعيد احمد بالن بور ى بارك الله فى حياته: عدم اعتمادهم أى من لايعتمدون على تصحيح الترمذى وتحسينه ، إنما هو إذا تفرد فى تصحيح الحديث أو التحسين – وأما إذا وافقه فى ذالك غيره من أئمة الحديث فلا.

أقول: قد اعترض عليه بالتساهل فى الحكم بالصحة والحسن بأنه يصحح حديثا وهو غير صحيح أو يحسنه وهو ليس بحسن .

قال الإمام الذهبي: انحطت رتبته "جامع الترمذى" عن "سنن أبي داؤد" و"النسائى" لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما . ونرى أن طعن الذهبي هذا على إطلاقه غير صحيح ، فإن الإمام الترمذى إمام كبير فى فقه الحديث والعلل والرجال وقوله حجة فى علم الحديث، ثم إنه ما يقول من عند نفسه بل ما صرح فى كتابه أنه ما أتى به فى "الجامع" من علل لحديث وقد ناظر فيه شيوخه البخارى والدارمى و أبا زرعة وهؤلاء العلماء أجلة فهل يكون كلامه غير حجة؟ وقد رد على الذهبي الإمام العراقى فى شرحه" الجامع" كما حكاه الشيخ عتر فى كتابه"الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين": وما نقله عن العلماء أنهم لايعتمدون على تصحيح الترمذى ليس بجيد وما زال الناس يعتمدون تصحيحه وقد رد الدكتور عتر على الإمام الذهبي مفصلا وجعل أسباب انتقاد الناس على الإمام الترمذى ثلاثة: ١- اختلاف نسخ الجامع. ٢- الغفلة عن اصطلاح الترمذى. ٣- اختلاف الاجتهاد فى رواة الحديث ومرتبته. أنظر: مقدمة الكاشف، وكشف النقاب :١/ ١٣٨-١٤٦.

=

বৈশিষ্ট্যাবলী

১.এই কিতাব একই সাথে জা'মে এবং সুনান।[২৯]

২. হাদীসের পুনরাবৃত্তি নেই।[৩০]

৩. এই কিতাবটি ফুকাহায়ে কেরাম মৌলিক প্রমাণগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং প্রত্যেক ফকীহ -এর মাযহবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় শিরোনাম প্রতিস্থাপন করেছেন ।[৩১]

৪. প্রত্যেকটি অধ্যায় শিরোনামে ফকীহদের মাযহাব আবশ্যকীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন।

= قال شيخ مشايخنا المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى فى حاشية "شروط الأئمة الستة" (٩٤-٩٥): وإن ما قاله الذهبى هنا أن الإمام الترمذى يترخص فى قبول الأحاديث ولايشدد، وإن نفسه فى التضعيف رخو، فقد قال أشد منه فى مواضع من ميزان الإعتدال: لايعتمد العلماء على تصحيح الترمذى وأيضا قال: لايعتمد بتحسين الترمذى فهذا من الذهبى رح وقال شيخ شيوخنا إمام العصر محمد أنور شاه الكشميرى فى فيض البارى: وليعلم أن تحسين المتأخرين وتصحيحهم لايوازى تحسين المتقدمين فإنهم كانو أعرف بحال الرواة لقرب عهدهم بهم، فكانوا يحكمون ما يحكمون به بعد ثبت تام ومعرفه جزئية، أما المتأخرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد العين، فلايحكمون إلابمطالعة أحوالهم فى الأوراق، وأنت تعلم أنه كم من فرق بين المجرب والحكيم. فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم فاستغنوا عن التساؤل والأخذ عن أفواه الناس، فهؤلاء أعرف الناس، فبهم العبرة. وحينئذ إن وجدت النووى مثلا يتكلم فى حديث والترمذى يحسنه، فعليك بما ذهب إليه الترمذى، و لم يحسن الحافظ-أى إبن حجر فى عدم قبول تحسين الترمذى، فإن مبناه على القواعد لاغير، وحكم الترمذى مبنى على الذوق والوجدان الصحيح، وإن هذا لهو العلم، وإنما الضوابط عصا الأعمى. انتهى ملخصا.

٢٩. مقدمةتحفة الأحوذى : ٢٩١

٣٠. أيضا

٣١. أيضا .

৫. সনদের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন ।[৩২]

৬. প্রত্যেক শিরোনামে ইমাম তিরমিযী রহ. এক অথবা দুই -তিন হাদীস উল্লেখ করেন এবং ঐসব হাদীসগুলো নির্বাচন করেছেন, যেগুলো সাধারণত অন্যকেউ নির্বাচন করেননি। কিন্তু সেই সাথে وفى الباب عن فلان عن فلان বলে ঐ সব হাদীসসমূহের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেগুলো এই শিরোনামে আসতে পারে ।[৩৩]

৭. হাদীস দীর্ঘ হলে, শুধু ঐ অংশটুকুই উল্লেখ করেছেন যার সাথে শিরোনামের সম্পর্ক রয়েছে।

৮. অস্পষ্ট [মুবহাম] রাবীদের পরিচয় করেদিয়েছেন ।[৩৪]

৯. সুনানে তিরমিযীর নিয়মকানুন অনেক সহজ এবং তার অধ্যায়-শিরোনাম অত্যন্ত সাবলীল।

১০. এই কিতাব থেকে হাদীস বের করা সহজ।

১১.. সুনানে তিরমিযীর হাদীসসমূহ কোন না কোন ফকীহদের নিকট গ্রহিত। শুধু দুটি হাদীস ব্যতিত।

১২. রাবীদের ওপর জরাহ ও তা'দীল করেছেন।

১৩. সুনানে তিরমিযী'র প্রত্যেক হাদীসের ওপর صحيح ، حسن، ضعيف، غريب ও معلل প্রভৃতির হুকুম লাগিয়েছেন যা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ।[৩৫]

---

٣٢. أيضا.

٣٣. أيضا : ٣٠٥ .

٣٤. وقال الذهبى فى "سيرأعلام النبلاء" (١٠/٦٠٩): .... فقال : ما أخرجت فى كتابى هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث : فإن شرب فى الرابعة فاقتلوه وسوى حديث : جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. الأول فى كتاب الحدود باب "ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه" والثانى: اخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب "ماجاء فى الجمع بين الصلاتين فى الحضر " . انتهى ملخصا. وهكذا فى كشف النقاب :١/١٢٥. =

সুনানে তিরমিযীতে :

মোট ৩৮১২ হাদীস ১৫১ অধ্যায়; ২৪১ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ২৭০ হিজরীর ঈদুল আযহার দিন একিতাব রচনা সমাপ্ত করেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ

ইমাম তিরমিযী রহ. জা'মে তিরমিযীর কিতাবুল ইলালে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি নকল করেন:

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطا بن أبي رباح.

উক্ত রেওয়ায়াতটির সম্পর্ক জরাহ ও তা'দীলের সাথে। ইমাম তিরমিযী রহ. এই হাদীসকে সনদসহ গ্রহণ করেছেন যাতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর গণনা ঐসমস্ত ইমামদের মাঝে যাদের উক্তি জরাহ ও তা'দীল শাস্ত্রে প্রমাণ হিসাহে উপস্থাপন করা যায়।

= ৩৫. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي، المتوفى: ٥٤٣هـ في كتابه "عارضة الأحوذى" (١/٥):..... وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع وفيه أربعة عشر علما فوائد صنف وذالك أقرب إلى العمل وأسند وصحح وأسلم وعدد الطرق والجرح وعدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره وذكر اختلافهم في تأويله وكل علم من هذه العلموم أصل في بابه وفرد في نصابه. انتهى ملخصا.. قال الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوى في كتابه بلغة فارسية ما معناه : مؤلفات الترمذى في علم الحديث كثيرة وأحسنها هذا الجامع بل هو أحسن جميع كتب الحديث من وجوه عديدة ، منها :

* حسن الترتيب وعدم التكرار
* ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من اصحاب المذاهب .
* بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل.
* بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم والفوائد الأخرى التي تتعلق بعلم الرجال .

(المقتبس من كشف النقاب).

জরাহ ও তা'দীল শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর সিদ্ধান্ত এত সঠিক হত যে, রিজাল শাস্ত্রের গবেষকগণ সর্বদা তাঁর সামনে শিরোধার্য। যেমন আপনি জাবের জু'ফির কথাই দরুন: একদিকে তাঁর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর সিদ্ধান্ত উপরোল্লিখিত রেওয়ায়াতে বর্ণিত। ওপর দিকে তাঁর ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

১. সুফিয়ান সওরী রহ. বলেন: ما رأيت أورع في الحديث منه [হাদীস শাস্ত্রে আমি তাঁর চেয়ে বেশি যত্নবান অন্য কাউকে দেখিনি।

২. ইমাম শু'বা রহ. বলেন: كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس [জাবের জু'ফি যখন حدثنا এবং سمعت বলেন তখন তাঁর গণনা অধিক নির্ভরশীলদের মধ্যে হয়।

৩. একদা ইমাম সুফিয়ান সওরী রহ. তো ইমাম শু'বা'কে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তুমি যদি জাবের জু'ফি সম্পর্কে কিছু বল তাহলে আমি তোমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে শুরু করব। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ চিন্তা করুন যে, জাবের জু'ফি'র সত্যায়নকারীরা কত বড় মনীষী! তা সত্ত্বেও বিচার-বিশেস্নষণ করার পর শেষ পর্যায়ে রিজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই যে, জাবের জু'ফি'র রেওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য নয়।[৩৬]

সুনানে তিরমিযীর রাবীগণ

হাফেজ আবু জা'ফর ইবনে জুবায়ের নিজ বারনামেজ(برنامج) স্পষ্ট করেছেন যে, ইমাম তিরমিযী রহ. থেকে উক্ত কিতাব নিম্নে বর্ণিত মনীষী রেওয়ায়াত করেছেন।

১. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাহবুব।
২. হাফেজ আবূ সাঈদ হাইসাম ইবনে কালীব শাষী [মৃ.৩৩৫হি.]।
৩. আবূযর মুহাম্মদ হাসান ইবনে ইবরাহীম।
৪. আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে ইবরাহীম কাত্তান।
৫. আবূ হামেদ ইবনে আব্দুল্লাহ তাজের।
৬. আবুল হাসান ওয়াজারী রহ.।[৩৭]

---

৩৬. إمام إبن ماجة اور علم حديث: ٢٢٩-٢٣٠.

৩৭. إمام إبن ماجة اور علم حديث:٢٢٩.

ব্যাখ্যা গ্রন্থ

এই কিতাবের গুরুত্ব ও মাহাত্মের দিকে লক্ষ করে মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন তারমধ্যে প্রশিদ্ধ ও নির্ভযোগ্য কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

- ❖ عارضة الأحوذى কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী রহ. [মৃ.৫৪৬হি.]
- ❖ تحفة الأحوذى আব্দুর রহীম মোবারকপুরী রহ. [মৃ.১৩৫৩হি.]
- ❖ قوت المقتذى জালালুদ্দীন সয়ূতী রহ. [মৃ.৯১১হি.]
- ❖ عرف الشذى আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এ ইফাদাত।
- ❖ معارف السنن আল্লামা ইউসূফ বানূরী রহ. এটা মূলত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর বক্তব্য সংকলন।
- ❖ الكوكب الدرى আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.[মৃ.১৩২৩হি.]

ইমাম আবূ দাউদ রহ.

[২০২-২৭৫.হি. মো. ৮১৭-৮৮৮ইং]

নাম

নাম: সুলাইমান, উপনাম: আবূ দাউদ; পিতা: আশ'আস, নিসবত: আল-আয্‌দী। আস্‌-সিজিস্তানী ও আস্‌-সিজ্‌যী।

বংশ পরিক্রমা

أبودؤد سليمان بن الأشعث بن إسحا ق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى[1] السجستانى[2] السجزى[3] الإمام الحافظ العلم[4] –

আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর ইবনে ইমরান আল-আয্‌দী, আস্‌-সিজিস্তানী, আস্‌-সিজ্‌যী।

জন্ম

ইমাম আবূ দাউদ রহ. হিরাত ও সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত শহর সিজিস্তানে ২০২ হিজরী মোতা. ৮১৭ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫]

---

١. قبيلة مشهورة من اليمن، الدرالمنضود ٢٨/١.

٢. إقليم مشهور من بخراسان وراء الهراة جنوبا. قيل هو منسوب إلى سجستان أو سجستانه قرية من بالبصرة – والأول أكثر واشهر مقدمة تحفة الأ حوذى ١٠٤ ، بذل المجهود ١/، وقال الذهبى فى سيرأ علام النبلاء (٥٧٢/١٠): فأما سجستان الإقليم الذى منه الإمام أبو داؤد: فهو إقليم صغير منفرد متاخم لإقليم السند، غربيه بلاد هراة، وجنوبيه مفازة، بينه وبين إقليم فارس وكرمان وشرقيه منارة برية بينه وبين مكران التى هى قاعدة السند، وتمام هذا الحد الشرقى بلاد الملتان، وشماليه أول الهند. فارض سجستان كثير النخل والرمل وهى من اللآقليم الثالث من السبعة والنسبة اليها أيضا: سجزى . انتهى.

٣. ويقال فى النسبة إلى سجستان سجزى أيضا. مقدمة تحفة الأحوذى ١٠٤.

٤. مقدمة تحفة الأحوذى ١٠٣، سير أعلام النبلاء: ٥٥٩/١٠.

٥. موقعهاحاليا أفغانستان.مرقاة المفاتيح١:/٢٢ ، بذل المجهود:٣/١، مقدمة تحفة الأحوذى:١٠٣ ، سير أعلام النبلاء:٥٦٠/١٠، تهذيب التهذيب : ٣٩١/٢.

শিক্ষা জীবন

বাল্যকাল থেকেই ইমাম আবূ দাউদ রহ. ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ও অত্যন্ত উদ্যমী। নিজের জন্মস্থান সিজিস্তানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণার্থে প্রত্যন্ত অঞ্চলেব বিদগ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট গমন করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিরাম সাধনার বলে ইলমে হাদীস অর্জনের লক্ষ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, খোরাসান, বাগদাদ ও বসরা প্রভৃতি অঞ্চল সফর আরও সফর করেন। সেখানে মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। তিনি অতি অল্প সময়ে হাদীস অবিজ্ঞানে ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং কালজয়ী মুহাদ্দিস হিসাবে সুখ্যাতি লাভ করেন। যেখানে হাদীসের সন্ধান পেতেন সেখানেই তিনি ছুটে যেতেন। তাতে দূর্গম গিরিসংকুল পথ পাড়ি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না ।[৬]

উস্তাদবৃন্দ

ইমাম আবূ দাউদ রহ. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মুশকিল। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর শিক্ষক সংখ্যা তিন শতাধিক বলে উল্লেখ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. [মৃ.২৪১হি.] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. [মৃ.২৩৩হি.] ইসহাক ইবনে রাহওয়াই রহ. [মৃ.২৩৮হি.] কুতাইবা ইবনে সাঈদ রহ. [মৃ.২৪০হি.] , সাঈদ ইবনে মানসুর রহ. [মৃ.২২৭হি.], আব্দুল্লাহ ইবনে সুলাইমান আল - কা'নাভী রহ. [মৃ.২২১হি.] প্রমূখ ।[৭]

---

٦. سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥٣٠، تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٩١، البداية والنهاية: ١١/ ٦٤.

٧. قال الحاكم: سليمان بن الأشعث السجستاني مولده بسجستان ، وله ولسلفه إلى الان بها عقد والأملاك وأوقاف وخرج منهاق طلب الحديث إلى البصرة. ثم دخل إلى الشام والمصر، وانصرف إلى العراق ثم رحل بإبنه إلى بقية المشائخ جاء إلى نيسابور فسمع إبنه من إسحاق بن منصور ثم خرج إلى سجستان، وطالع بها أسبابه، وانصرف إلى البصرة واستوطنها .المقتبس من سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٥٧٠، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٣،بذل المجهود: ١ /٣.

অধ্যাপনা

ইমাম আবূ দাঊদ রহ. গোটা জীবনের সংগৃহিত হাদীস সংকলন করে বিভিন্ন অঞ্চলে ইলমে হাদীস শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সফর অব্যাহত রাখেন। অধ্যাপনার কাজে বাগদাদে থাকালীন একটি ঘটনা ঘটে:

ইমাম আবূ দাঊদ রহ. -এর পরিচারক আবূ বকর ইবনে জাবির উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: 'একদা আমি ইমাম আবূ দাঊদ রহ. -এর সাথে বাগদাদে ছিলাম। মাগরিবের নামাযান্তে ঘরে ফিরতেই এক আগন্তুক এসে দরজায় আওয়াজ দিল। দরজা খুলে দেখি বসরার আমীর- আবূ আহমাদ আল মুয়াফেক। আমি ভিতরে গিয়ে ইমাম সাহেব রহ.-কে আমীর সাহেবের আগমন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার কথা জানালাম। ইমাম সাহেব অনুমতি দিলে আমি তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। কোশল বিনিময়ের পর ইমাম সাহেব আমীরের আগমন হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আপনার কাছে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। ইমাম সাহেব প্রস্তাবগুলো জানতে চাইলে তদুত্তরে তিনি বলেন:

'আমার প্রথম প্রস্তাব: জ্ঞান পিপাসুদের উপকারার্থে আপনি বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। **দ্বিতীয় প্রস্তাব:** আমার ছেলে সন্তানদের আপনার 'সুনানগ্রন্থ' শিক্ষা দিবেন। **তৃতীয় প্রস্তাব:** শিক্ষা দানের সময় আমার সন্তানদেরকে পৃথক বসানোর কোন ব্যবস্থা করবেন। ইমাম সাহেব শান্তভাবে প্রস্তাবগুলো শ্রবণ করে দৃঢ় চিত্তে উত্তর দিলেন আপনার প্রথমোক্ত প্রস্তাব দুটি গ্রহণযোগ্য। তবে তৃতীয় প্রস্তাবটা গ্রহণ সম্ভব নয়। কেননা الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء 'ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে ধনী গরীব উঁচু-নীচু সব-ই সমান।' আবূ বকর ইবনে জাবির বলেন, فكانوا يحضرون بعد ذالك ويقعدون ويضرب بينهم وبين الناس ستر অর্থাৎ তারপর তারা আসত, একই মজলিসে দরস হত। তবে তাদের ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর মাঝে পর্দা দেওয়া হত।[৮]

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আবূ দাঊদ রহ. থেকে যারা ইলম অর্জন করেছিলেন তাদের সংখ্যা চূড়ান্তভাবে বলা মুশকিল। তবে তাঁর ছাত্রদের মঝে যারা প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হলেন: ১. ইমাম তিরমিযী। ২. ইমাম নাসাঈ। ৩. ইমাম আবূ দাঊদ রহ. -এর ছেলে আবূ বকর। ৪. আবূ আওয়ানাহ।

---

٨. سير أعلام النبلاء: ١٠/٦٩ه، مقدمة تحفة الأحوذى/ ١٠٤، مقدمة التحقيق لسنن ابي داؤد للشيخ محمد عوامة: ١/٨.

৫. আবূ উসামা মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক রহ. প্রমূখ [৭]।

ফিকহী প্রতিভা

কুতুবে সিত্তার অন্যান্য সংকলকদের তুলনায় ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর ফিকহী প্রতিভা ছিল ঈর্ষণীয়। শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজী রহ. তাঁর কিতাব 'তবকাতুল ফুকাহা'র মাঝে সিহাহ সিত্তার সংকলকদের থেকে শুধু ইমাম আবূ দাউ"কেই ঠাঁই দিয়েছেন। তাই তিনি সুনানে আবূ দাউদে আহকামাতের হাদীস, সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবের তুলনায় অনেক বেশি নিয়েছেন এবং এতে ফাযায়েলে আ'মাল ও দুনিয়া বিমূখতার হাদীস নেই বললেই চলে ।[১০] ফলে ইমাম হাফেজ আবূ জা'ফর ইবনে জোবায়ের গরনাতী [মৃ.৭০৮হি.] কুতুবে সিত্তার বৈশিষ্টাবলী সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

ولأبي داؤد في حصر أحاديث الأحكام واستعابها ما ليس لغيره

অর্থাৎ ফিকহী সম্পর্কীয় হাদীসের সীমাবদ্ধতা ও সামগ্রীকতার ব্যাপারে ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর যে বৈশিষ্ট রয়েছে তা কুতুবে সিত্তার লেখক হতে অন্য কারও নেই।[১১]

মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর যে, অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পারদর্শিতা ছিল তা সে যুগের সকল মনীষীই অকপটে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মরণশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এতদ প্রসঙ্গে মনীষীদের কিছু উক্তি নিম্নেরূপ:

* হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, ইমাম আবূ দাউদ রহ. নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে তার যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন ।[১২]

* হাফেজ মূসা ইবনে হারুন বলেন,

خلق أبو داؤد في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة ومارأيت أفضل منه

পৃথিবীতে তাকে হাদীসের জন্য ও পর কালে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি ।[১৩]

---

৯. مقدمة تحفة الأحوذي: ١٠٣، الدر المنضود: ٢٩/١، المقدمة على سنن أبي داؤد:٤.

১০. الدرالمنضود: ٣٩/١،وفي النبلاء (٥٦٨/١٠): قلت: كان أبوداؤد مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذالك، وهومن نجباء أصحاب الامام أحمد لازمه مدة وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول.

[illegible] حديث: ٢٢٠-٢٢١.

১২ [illegible] ٣٩٢/٢، [illegible] أعلام النبلاء: ٥٦٦/١٠. =

* ইবরাহীম আল-হারাবী রহ. বলেন:

ألين لأبي داؤد الحديث كما ألين لداؤد عليه السلام الحديد

'ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর জন্য 'হাদীস' এমন সহজসাধ্য করা হয়েছিল যেমনভাবে দাউদ আ: -এর জন্য 'লোহা' নরম করা হয়েছিল।'[১৪]

* আহমদ ইবনে মুহাম্মদ লায়স রহ. বলেন, একদা সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুস্তরী রহ. [যিনি যুগ শ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন] ইমাম আবূ দাউদ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম নিবেদন করে বলেন, ياأباداؤد إن لى إليك حاجة একটি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আসা। ইমাম সাহেব বলেন, কী সে প্রয়োজন?! তিনি বললেন: পূরণ করার শর্তে বলতে পারি। তারপর ইমাম সাহেব বললেন: অবশ্যই তা পূরণ করব। এতদশ্রবণে তুস্তরি রহ. বলেন:

أخرج إلى لسانك الذى حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله

অর্থাৎ আপনার ঐ যবান মোবারকটি বের করে দিন যা দ্বারা আপনি রাসূল সা. -এর হাদীস বর্ণনা করেন, তাতে চুমু খেতে চাই। ইমাম সাহেব রহ. জবান মোবারক বের করে দিলে সাথে সাথে তিনি চুমু খান।[১৫]

রচনাবলী

ইমাম আবূ দাউদ রহ. তাঁর বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ সুনানে আবূ দাউদ ছাড়াও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১. কিতাবুল মারাসিল।
২. কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন।
৩. দালাইলুন নবুওয়া।
৪. কিতাবুল বা'সি ওয়ান্নাশার।
৫. কিতাবু বাদউল ওহী।
৬. কিতাবুন নাসিখি ওয়াল মানসুখি।[১৬]

=١٣. تهذيب التهذيب : ٣٩٢/٢، سير أعلام النبلاء: ٥٦٦/١٠، بذل المجهود: ٣/١، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٤، عون المعبود: ٨/١.

١٤. تهذيب التهذيب: ٢٩٣/٢، سير أعلام النبلاء: ٥٦٦/١٠، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠١، مرقاة المفاتيح: ٢٢/١، البداية والنهاية: ١١ /٦٥ وفى عون المعبود: ٨/١ قال محمد بن الصغانى رح ألين لأبي داؤد الحديث كما ألين لداؤد الحديد. =

ইন্তেকাল

ইমাম আবূ দাউদ রহ. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করলেও অধিকাংশ সময় বাগদাদে অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ চার বছর তিনি হাদীস শিক্ষাদানের জন্য বসরায় কাটান। এখানেই তিনি ৭৩ বছর বয়সে ২৭৫ হিজরী সনের ১৬ শাওয়াল শুক্রবার ইহলীলা ত্যাগ করেন। শায়খ আব্বাস ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ রহ. -এর ইমামতিতে জানাযা নামায আদায় করত: বসরায়-ই সূফয়ান ছাওরী রহ. -এর সাথে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।[১৭]

মাযহাব

ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর মাযহাব সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য থাকলেও তাঁর জীবনী লেখকদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন: ইমাম আবূ দাউদ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তাই তিনি তাঁর সুনান গ্রন্থে শিরোনাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবকেই বেশি অনুসরণ করেছেন। যদিও প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[১৮]

= ١٥. سير أعلام النبلاء : ٥٦٧/١٠، تهذيب التهذيب: ٣٩٢/٢،مقدمة التحقيق لسنن أبي داؤد للشيخ محمد عوامة، مقدمة تحفة الاحوذى: ١٠٣.

١٦. تدريب الراوى: ٦٢١، الدرالمنضود: ٣٩/١.

١٧. البداية والنهاية: ١١/ ٦٥، تدريب الراوى : ٦٢٠، مرقاة المفاتيح: ٢٢/١، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٤، عون المعبود: ٧.

١٨. قال الإمام الذهبي فى "سير أعلام النبلاء" (٥٦٨/١٠): وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد لازمه مجلسه مدة وسأله عن دقاق المسائل فى الفروع والأصول. انتهى.

قال الراقم: أما مذاهب الائمة الستة فالإمام البخارى رحمه الله تعالى كان مجتهدا غير منتسب إلى أحد، أما الإمام المسلم النيسابورى رحمه الله تعالى كان شافعيا، والإمام النسائى والإمام أبوداؤد كان حنبليان كما صرح به إبن تيمية. وذكر الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الشاه ولى الله الدهلوى أنهما شافعيان وكذا الترمذى شافعى أوحنبلى وأما إبن ماجة فلعله شافعى والحقيقة لا تنافى أن تقليدهم لم يكن كتقليدنا بل كان تقليدهم كتقليد المجتهد المنتسب.

সুনানে আবূ দাউদ

নামঃ সুনানে আবূ দাঊদ।

ইমাম আবূ দাউদ রহ.মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংগ্রহ করে ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহিত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাছাই বাছাই করে বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে এই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ সজ্জায়ন করেন।[১৯]

রচনার পটভূমি

আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম রহ. রচনার পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ইমাম আবূ দাঊদ রহ. সমকালীন যুগের বিদগ্ধ মুহাদ্দিসীনে কেরামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অনুভব করেন যে, হাদীস বিশারদগণের একটি দল শুধু হাদীসসমূহ মুখস্থ ও আয়ত্ব করার ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁরা মাসা'আলা ইস্তেম্বাত করার দিকে তেমন দৃষ্টি দেননি। তাদের বিপরীতে আরেকটি দল এমন ছিল, যারা শুধু মাস'আলা ইস্তেম্বাত নিয়ে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁরা হাদীস বর্ণনায় আগ্রহী ছিলেন না।

এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কিছু লোক ফুকাহায়ে কেরামের সমালোচনা আরম্ভ করলেন। আল্লামা হুমাইদী রহ., ইমাম আবূ হানিফা রহ. সম্পর্কে, এবং আবূ হাতেমসহ অন্যরা ইমাম শাফেঈ রহ.- এর সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁরা কেবল ফকীহ-ই ছিলেন, হাদীসের সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক ছিল না। এমন কথা শুনে ইমাম আবূ দাঊদ রহ. উপলব্ধি করলেন, হাদীস বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে এমন এক কিতাবের প্রয়োজন, যার মধ্যে مستدلات فقهاء [ফকীহগণের প্রমাণপুঞ্জি] একত্রিত করা হবে। যাতে একথা প্রমাণ করা হবে যে, ফকীহগণ হাদীসের আলোকেই মাসআলা বর্ণনা করেন, মনগড়া নয়।

ইমাম আবূ দাঊদ রহ. কর্তৃক আহলে মক্কার নিকট প্রেরিত পত্রে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন: আমার এই কিতাবে ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওয়ারী ও ইমাম শাফেঈ রহ. এবং অন্যান্য ইমামদের মাযহাবের ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে।[২০]

---

১৯. قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة ألف حديث انتخبت ما ضمنته الخ، الحطة في ذكر الصحاح الستة: ٢١١.

২০. الدر المنضود: ٤١/١، بذل المجهود: ٧/١، المقدمة على سنن أبي داؤد: د.

সংকলন কাল

ইমাম আবূ দাউদ রহ. 'সুনানে আবূ দাউদ ' রচনা কখন শুরু ও শেষ করেন তা চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করা অত্যন্ত মুশকিল । তবে মোল্লা আলী ক্বারী রহ. উল্লেখ করেন, যখন ইমাম আবূ দাউদ রহ. সুনানে আবূ দাউদ সংকলন শেষ করেন, তখন তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. -এর নিকট তা পেশ করেন। তিনি এই কিতাব দেখে খুব পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. [মৃ.২৪১হি.] -এর দ্বারা অতি সহজেই একথা বুঝা যায় যে, ২৪১হিজরীর পূর্বেই সুনানে আবূ দাউদ সংকলন সমাপ্ত হয় । যদিও রচনা কাল সম্পর্কে এ উক্তি বিভিন্ন উলামায়ে কেরামের বরাতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তা সঠিক নয়। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা রহ. এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর জন্ম ২০২ এবং মৃত্যু ২৭৫। সেই সাথে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. -এর মৃত্যু ২৪১ হি.। অতএব হিসাব করলে দেখা যায় ইমাম আহমদ রহ. -এর মৃত্যুকালে ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর বয়স ছিল ৩৯ বছর। অতএব যদি ইমাম আহমদ রহ. -এর নিকট সুনানে আবূ দাউদ পেশ করার ঘটনাটি সঠিক ধরা হয় তাহলে রচনার শুরু হবে তখন যখন তাঁর বয়স ১৯ বছর ছিল। هذا بعيد جدا কেননা তখনই তাঁর শিক্ষা সফরের সূচনাকাল ছিল।[২১]

---

٢١. بذل المجهود: ١/٤، المقدمة تحفة الأحوذى: ٩٩ ، عون المعبود: ١/٧وقدم بغداد مرارا وقرأ بها كتاب السنن، ولقى بها الإمام احمد، وعرض عليه كتابه فاستجاده واستحسنه وروى عنه فرد حديث وهو حديث العتيرة، تهذيب التهذيب:٣٩١/٢، النبلاء:٥٦٣/١٠.

قال شيخ شيوخنا عبد الفتاح أبو غدة فى مقدمة "ثلاث رسائل" (صــ١٢): ومما ينبغى التنبيه عليه هنا ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادى فى تاريخه بقوله: "...... أنه صنفه قديما وعرضه على أحمد بن حنبل، فاستجاده واستحسنه". وذكر ذالك أيضا الحافظ السلفى فى مقدمة شرح الخطابى: "معالم السنن" المطبوعة فى آخر الكتاب، حيث قال: حين عرض كتاب أبى داوٗد على أحمد بن حنبل، ورآه، واستحسنه وارتضاه. وحسبه ذالك فخرا.

وهذا كما ترى لم يسنده الخطيب بل علقه بصيغة التمريض، وكذا الحافظ السلفى لم يذكر لقوله سندا أيضا، بل ذكر السلفى بسنده فى تلك المقدمة عن الإمام أبى داوٗد رحمه الله تعالى ما نصه: أقمت بطرسوس عشرين سنة كتبت"السنن" فكتبت أربعة آلاف حديث، ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف على أربعة أحاديث لمن وفقه الله جل ثناءه....... ثم ذكر الأحاديث الأربعة. =

হাদীস সংখ্যা

সুনানে আবূ দাউদের হাদীস সংখ্যা সম্পর্কে ইমাম সাহেব নিজেই বলেন, 'আমি অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে রাসূল সা. -এর পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারপর ঐ পাঁচ লক্ষ হাদীস হতে বিশুদ্ধতার নিরিখে যাছাই-বাছাই করে চার হাজার আটশত হাদীস চয়ন করে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করি। সেই সাথে ইমাম সাহেব নিজ থেকে ছয় শত মুরসাল হাদীস সংযোজন করেন। তাই মোট হাদীসের সংখ্যা হয় পাঁচ হাজার চার শত ।[২২] সুনানে আবূ দাউদে মোট: তিনটি অধ্যায় ও ১৫৪৪ অনুচ্ছেদ রয়েছে।

মনীষীদের দৃষ্টিতে সুনানে আবূ দাউদ

- ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর ছাত্র হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে মাখলাজ দাওরী রহ. বলেন, ইমাম সাহেব রহ. সুনানে আবূ দাউদ রচনা করে যখন জন সাধারণের সামনে পেশ করেন, তখন মুহাদ্দিসিনে কেরামের জন্য উক্ত কিতাবটি কোরআন শরীফের মতো অনুসরণযোগ্য হয়েছে ।[২৩]
- হযরত ইয়াহইয়াহ ইবনে জাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়াহ বর্ণনা করেন যে, ইসলাম হল আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব এবং ফরমান সুনানে আবূ দাউদ ।[২৪]

- هذا النص يدل على جثاء أبي داؤد فى تأليفه كتابه "السنن" وهو المعنى هنا بالمسند- عشرين سنة، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة ٢٠٢، وتوفى سنة ٢٧٥، والإمام أحمد رحمه الله تعالى توفى سنة ٢٤١، فكانت سنه عند وفاة الإمام أحمد ٣٩ سنة فلو صح خبر عرضه كتابه على الإمام أحمد يكون بدأ تأليفه وهو إبن ١٩سنة، وهذا بعيد جدا، فإنه كان فى هذه السن فى بداية رحلته، ففى سير أعلام النبلاء فى ترجمة الإمام أبي داؤد: وأبو داؤد أول ما قدم من البلاد - سجستان- دخل بغداد وهو إبن ثمان عشرة سنة، والله تعالى أعلم.

২২. وفى "ثلاث رسائل" (صـــ٥٢): ولعل عدد الذى فى كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمان مائة حديث ونحو ست مائة حديث من المراسيل، مرقاة المفاتيح: ٢٢/١، المقدمة على سنن أبي داؤد: ٥، بذل المجهود: ٥/١، المقدمة تحفة الأحوذى: ٩٩، عون المعبود: ٧/١، أما المتن وهو قرابة خمسة آلاف حديث فقد انتخبه الإمام الجليل من خمس مأة ألف حديث.

২৩. المقدمة على سنن أبي داؤد: ٥.

২৪. مقدمة تحفة الأحوذى.

❖ হাফেজ আবূ বকর আল খতীব রহ, বলেন, সুনানে আবূ দাউদ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল কিতাব।

❖ আবূ মূসা সুলাইমান আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল খাত্তাবী রহ. বলেন, দ্বীনি ইলম বিষয়ে সুনানে আবূ দাউদের সমকক্ষ কোনও কিতাব ইতপূর্বে দেখিনি, সর্ব সাধারণ এ 'কিতব' সাধরে গ্রহণ করেছে ।[٢٥]

❖ ইমাম গাযালী রহ. স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসের কিতাবের মধ্যে কেবল সুনানে আবূ দাউদই মোজতাহিদের জন্য যতেষ্ট ।[٢٦]

❖ আল্লামা ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, যদি কোনও ব্যক্তির কাছে কোরআন শরীফ ও সুনানে আবূ দাউদ থাকে তাহলে সে ব্যক্তি অন্য কোনও কিতাবের মুখাপেক্ষী হবে না ।[٢٧]

সুনানে আবূ দাউদের রাবীগণ

নিম্নোক্ত রাবীগণ ইমাম আবূ দাউদ রহ. থেকে তার কিতাব সুনানে আবূ দাউদ রেওয়ায়াত করেন:

১. আবূ আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আমর লু'লুয়ী।

২. আবুত্ তায়্যেব আহদম ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আশ্ নানী।

৩. হাফেজ আবূ সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ, ইবনুল আরাবী [মৃ.৩৪০হি.]

৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবেন আব্দুর রাজ্জাক ইবনে দাসা [মৃ.৩৪৫হি.]

---

২৫. عون المعبود: ١/٩ ، الحطة فى ذكر الصحاح الستة: ٢١٢.

وقال شيخ شيوخنا المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى كتاب "امام ابن ماجة اور علم حديث" (صـــ٢٢٤): قال الإمام أحمد بن محمد أبو سليمان خطابى، المتوفى: ٣٨٨هـــ.

إن كتاب السنن لأبى داؤد كتاب شريف لم يصنف فى علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مدن أقطار الأرض: فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج ومن نحا نحوهم فى جمع الصحيح على شرطهما فى السبك والانتقاد إلا أن كتاب أبى داؤد أحسن رصفا وأكثر فقها.

২৬. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢٢٤-٢٢٥.

২৭. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢٢٣

৫. আবূ আমর আহমদ ইবনে আলী ইবনুল হাসান বিসরী।
৬. আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান আনসারী।
৭. আবূ ঈসা ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে সাঈদ রমলী [মৃ.৩২০হি.]
৮. আবূ উসামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে ইয়াযীদ।[২৮]

সুনানে আবূ দাউদের স্থান

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পরই যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে নাসাঈ'র। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন,

وعندى أن مرتبة النسائى أعلى من كتاب أبي داؤد فيكون النسائى فى المرتبة الثالثة

'আমার নিকট সুনানে নাসাঈ'র স্থান সুনানে আবূ দাউদের উর্ধ্বে [তৃতীয় স্থানে]। আর সুনানে আবূ দাউদ চতুর্থ স্থানে।

স্বপ্নে সুসংবাদ

হাসান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেন: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول من أراد ان يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داؤد.

আমি রাসূল সা.-কে স্বপ্নেযোগে দেখেছি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত আকড়ে ধরতে চায় সে যেন সুনানে আবূ দাউদ পড়ে ।[২৯]

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ফিকহী অধ্যায় ধারাবাহিকাতায় সুনানের মাঝে রচিত ইহাই প্রথম জামে' ও সামগ্রিক গ্রন্থ।

২. এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল: قال أبوداؤد -এর দ্বারা তিনি অনেক সনদের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। কোনও স্থানে قال أبوداؤد দ্বারা রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কোন বৈপরিত্ব থাকলে তার সমাধান দিয়েছেন। মাসআলার ক্ষেত্রে দু'ধরনের হাদীস থাকলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সনদে উভয় ধরনের হাদীস উল্লেখ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি হাদীসের ব্যাখ্যাও করেছেন।

৩. তিনি কখনও এক সনদের মাধ্যমে বিভিন্ন সনদের আলোচনা করেছেন এবং কখনও একই মতনের মধ্যে বিভিন্ন মতনকে একত্রিত করে প্রত্যেক হাদীসের শব্দগুলো পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন।

২৮.مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٠.

২৯. عرف الشذى على سنن الترمذى: ٢ ، الحطة فى ذكر الصحاح الستة:٢١٢.

৪. আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, ইমাম সাহেব রহ. যখন কোনও বর্ণনাকারীর শব্দের মধ্যে সংযোজন বিয়োজন অথবা পরিবর্তন দেখেন এবং বর্ণনাকারীর কোন দোষ গুণ বর্ণনা করতে চান তাহলে সনদের শেষে ভিন্ন শব্দে তা বর্ণনা করেন।

৫. যখন কোন রাবী পর্যন্ত দুই সনদ একত্রিত হয় এবং একজন حدثنا দ্বারা, অপরজন عنعنة (عن فلان عن فلان) দ্বারা, তখন তিনি حدثنا -এর বর্ণনা করে عنعنة-এর বর্ণনা করেন।

৬. শিরোনামের সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেন।

৭. কখনও দীর্ঘ হাদীস এ জন্য সংক্ষেপ করেন যে, যদি পূর্ণ হাদীস উ খ করা হয় তাহলে শ্রবণকারী কেহ হাদীসের পূর্ণ পাণ্ডিত্য বুঝতে সক্ষম হবে ।

৮. কোন শিরোনামে তিনি দুই-তিন হাদীস উল্লেখ করলে তাঁর উদ্দেশ্য য এমন বিষয়ে আলোচনা করা যা ইতিপূর্বে কোন বর্ণনায় আসে রেওয়ায়াতের মাঝে যদি কারও ব্যাপারে বেয়াদবীমূলক বা অশালীন কথা তাহলে তিনি তা উল্লেখ না করে قال ما قال বলে ইঙ্গিত দান করেন।[৩০]

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

- معالم السنن ইমাম আবূ সুলাইমান আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল খাত্তাবী রহ. [মৃ.৩৮৮ হি.] [৪ খণ্ডে বাইরুত থেকে মুদ্রিত।]
- مرقات الصعود الى سنن أبي داؤد আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. [মৃ.৯১১হি.]
- تهذيب السنن আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম আল জাওযী রহ.[মৃ.৭৫১হি.]
- العجالة হাফেজ শিহাবুদ্দীন আল মাকদেসী রহ. [মৃ.৭৬০হি.] এ গ্রন্থটি معالم السنن -এর নির্যাস।
- بذل المجهود আল্লামা খলীল আহমদ সাহানপুরী রহ
- عون المعبود শায়খ আশরাফ আজিমাবাদী রহ. [যিনি আহলে হাদীস ছিলেন]
- أنوار المحمود على سنن أبي داؤد এটি আল্লামা খলীল আহমদ সাহানপুরী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. এঁদের বক্তৃতার সমষ্টি।
- المنهل المعذب المورد في شرح سنن أبي بداؤد আল্লামা মাহমূদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাত্তাব আস সূফী রহ. ।

---

٣٠. انتهى ملخصا ومترجما ما في الدر المنضود ١/٥٠-٤٩.

ইমাম নাসাঈ রহ.

[২১৫-৩০৩হি. মোতা. ৮৩০-৯১৫ইং]

নামঃ আহমদ।
উপনামঃ আবূ আব্দুর রহমান।
নিসবতঃ নাসাঈ।
পিতাঃ শুয়াইব।
দাদাঃ আলী।
পর দাদাঃ সিনান ইবনে বাহার।

বংশ পরস্পরা

هو الإمام المحدث، البارع الثبت ، شيخ الإسلام ناقد الحديث ، القاضى الحافظ أبوعبد الرحمن : أحمد بن شعيب[১] بن على بن سنان بن بحر بن دينار الخراسانى النسائى[২]

আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে সিনান ইবনে বাহার আন্ নাসাঈ, আল কাজী, আল হাফেজ। তবে কেউ কেউ আহমদ ইবনে আলী ইবনে শুয়াইব ইবনে আলীও উল্লেখ করেছেন।

জন্ম

হিজরী তৃতীয় শতকের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ রহ. ২১৫হি. মোতা. ৮৩০খৃ. খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর 'নাসা'য় জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] বর্তমানে তা তুর্কামানিস্তানে অবস্থিত।

---

১. قلت : إن ابن خلكان فى "الوفيات" (٧١/١): وإبن كثير فى "البداية والنهاية" (١٣٢/١١): وأبوالفداء فى " المختصر فى أخبار البشر" (٨٢/٣): قالوا : إنه أحمد بن على بن شعيب وما اثبتناه هو الصواب لأن ابا بشر الدولابى والطحاوى والطبرانى وهم تلاميذه قد سموه: أحمد بن شعيب بن على.

২. قال القاضى إبن خلكان : ونسبته إلى "نسأ" بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة وهى مدينة بخراسان . وقال القارى فى المرقاة : "النسائى" بفتح النون والمد وبالقصر نسبته إلى بلد بخراسان قريب مرو- وأما ما ذكره إبن حجر أنه من كور [গুচ্ছগ্রাম] نيسابور أو من أرض فارس فغير صحيح . المرقاة :٢٢/١. =

'নাসা' নাম হল যেভাবে

আল্লামা আবূ সাঈদ সামআনী রহ. বর্ণনা করেন, এ শহরটি 'নাসা' নামে নাম করন করার কারণ হল, যখন ইসলামী সৈন্যরা খোরাসানের নিকটবর্তী একটি শহর বিজয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন এ সংবাদ শহরবাসীর নিকট পৌঁছলে সকল পুরুষ ভয়ে পালিয়ে যায়। তাদের অনুপস্থিতিতে শহরটি মহিলাদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়। ইসলাম মহিলাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করে না। তাই মুজাহিদগণ পরামর্শ করে পুরুষরা ফিরে আসা পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসেন। তাই এ শহর 'নাসা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৪]

বাল্যজীবন

বাল্যকাল থেকেই ইমাম নাসাঈ রহ. ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী। নাসা শহরের গণ্ডিতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। জীবনেকারদের মতে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নিজ জন্মভূমি 'নাসা'য় শিক্ষা গ্রহণ করেন ।[৫]

=৩ .كادت المصادر تتفق على سنة ولادته وهى: سنة خمس عشرة ومائتين . وقد أغرب إبن الأثير واللإمام السيوطى فقالا: إن مولده سنة خمس وعشرين ومائتين . وهذا وهم، لأنه بدأ رحلته فى طلب الحديث سنة ثلاثين ومائتين . فيكون له على قولهما من السن خمس سنوات حين رحل فى طلب الحديث إلى قتيبة بن سعيد !!، تهذيب التهذيب:١/٩٤، سير أعلام النبلاء: ٩٩/١١، بستان المحدثين: ١٨٩.

৪. قال أبو سعيد السمعانى فى "الأنساب" (٨٤/٣) : وسمعت أن هذه البلدة إنما سميت بهذ الإسم فى إبتداء الإسلام، لأن المسلمين لما أرادوا فتحها كان رجالها غيبا عنها، فحاربت النساء الغزاة فلما عرفت العرب ذالك كفوا عن الحرب لأن النساء لايحاربن – وقالوا وضعن هذه القرية فى النساء يعنون التاخير حتى يعود وقت عود رجالهن – وقيل: إنما سميت النساء لأ ن النساء كنا يحاربن دون الرجال، وقال قيل قديما: من دخل نسانسى الوطن – كما فى مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى: ٤٣/١.

৫. مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٧.

হাদীস সংগ্রহে সফর

যে ক'জন মুহাদ্দিস হুজুর সা. -এর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করে বিশ্বব্যাপী অম্লান খ্যাতির অধিকারী হয়ে অমরত্ব লাভ করেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসাঈ রহ. তাদের অন্যতম। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ২৩০হিজরী সনে জ্ঞান আহরণ তথা হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও সংগ্রহের উদ্দেশে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েন। সর্বাগ্রে তিনি হাদীস চর্চার অন্যতম কেন্দ্রভূমি বাগদাদে সুনামধন্য হাদীস বিশারদ কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. [মৃ.২৪০হি.] -এর শরণাপন্ন হন। সেখানে এক বছর ২ মাস অবস্থান করে আরও অনেক মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করেন।[৬]

ইমাম নাসাঈ রহ.রাসূল সা. -এর সুন্নাহর প্রতি এত বেশি অনুরক্ত ছিলেন যে, যেখানেই তিনি কোন হাদীস বিশারদের সন্ধান পেতেন, কণ্টকাকীর্ণ পথ হলেও তা অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হতেন। হাদীস শিক্ষার অতৃপ্ত বাসনায় তিনি মিসর, সিরিয়া, বসরা, হিজায, নজ্‌দ, খোরাসান ও জাযিরাহসহ প্রভৃতি অঞ্চল একাধিকবার সফর করেন ।[৭] ইমাম নাসাঈ রহ. -এর মধ্যে অনুপম চরিত্র ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রখর ধী-শক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রম লক্ষ্য করে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী অকুণ্ঠচিত্তে তাকে ইলমে হাদীসের শিক্ষা দানসহ এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন। এভাবে তিনি ইলমে হাদীসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করে 'ইমামুল হাদীস' নামক গৌরবময় উপাধিতে ভূষিত হন ।[৮]

---

৬. كما فى مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى: طلب العلم فى صغره، فارتحل الى قتيبة بن سعيد وعمره (١٥) عاما - فأقام عنده ببغلان مدة سنة وشهرين وقد أكثر عنه حتى بلغت روايته عنه فى سننه الصغرى (٦٨٢) رواية تقريبا - صـــ ٤٤.

৭. قال الذهبي فى "سير أعلام النبلاء": (٢٠١/١١): جال فى طلب العلم فى خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغورثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه و لم يبق له نظير في هذا الشأن .

৮. وفى البداية والنهاية (١٤٠/١١) : وقال ابن يونس : كان النسائى إماما فى الحديث ثقة ثبتا حافظا.

শিক্ষকবৃন্দ

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে ইমাম নাসাঈ রহ. যে সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. কুতায়বা ইবনে সাঈদ রহ. [মৃ.২৪০হি.]।
২. ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ রহ. [মৃ.২৩৮হি.]।
৩. আবূ হাতেম রাযী রহ. [মৃ.২৭৭হি.]।
৪. ইমাম বুখারী রহ. [মৃ.২৫৬হি.] আবূ যুরআহ রাযী রহ. [মৃ.২৬৪হি.] প্রমূখ ।[৯]

ছাত্রবৃন্দ

বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ইলম পিপাসু শিক্ষার্থীরা ইমাম নাসাঈ রহ. -এর দরসে হাজির হতেন। তাঁর নিকট অসংখ্য শিক্ষার্থী হাদীসের জ্ঞানার্জন করেছেন। তারমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হল:

১.ইমাম আবুল কাসেম আত্ তাবরানী।
২.মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর।
৩.হাফেজ আবূ আলী নাইসাপুরী।
৪.আবুল হাসান ইবনে খাজলাস।
৫.ইমাম আবূ জা'ফর আত্ ত্বাহাভী রহ. প্রমূখ ।[১০]

গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী

ব্যক্তি জীবনে ইমাম নাসাঈ রহ. ছিলেন খোদাভীরু, শালীন, সত্যাশ্রয়ী ও মার্জিত রুচির অধিকারী। তাঁর চার স্ত্রী ও কয়েকটি দাসী ছিল।[১১]

---

٩. سير أعلام النبلاء:١١/٢٠٠، مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٦.

١٠. قال الذهبى : رحل الحفاظ اليه ، ولم يبقى له نظير فى هذا الشأن – قال الدارقطنى : كان ابوبكر بن الحداد كثير الحديث ، ولم يحدث عن غير النسائى وقال: رضيت به حجة بينى وبين الله تعالى– فانظر– أخى القارى رحمك الله – إلى هذا الشيخ مع ورعه وكثرة عبادته وكثرة حديثه لايرويه إلا عن الإمام النسائى–سيرأعلام النبلاء:١١ /٢٠٥، البداية والنهاية: ١١/١٤٠.تهذيب التهذيب : ١/٩٣.

١١. وفى البداية والنهاية (١١/١٤٠) : وكان له أربع زوجات وسريتان وكان كثير الجماع .

তিনি অত্যান্ত মূল্যবান ও উত্তম পোশাক ব্যবহার করতেন[১২]এবং উন্নত খাবার খেতেন। বিশেষত: মুরগের গোশত তাঁর পছন্দনীয় ছিল। মুরগ ক্রয় করে মোটা-তাজা করত: প্রত্যহ একটি করে মুরগ ভক্ষণ করতেন।[১৩] একদিন পরপর রোযা রাখতেন[১৪] তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী। সেই সাথে কোমল ,লাবণ্যময় ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। ইমাম নাসাঈ রহ. -এর আমলী পরাকাষ্ঠার পরিমাণ সম্পর্কে হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে মুজাফ্ফর রহ. বলেন, "আমাদের মিসরী শায়খদের থেকে শুনেছি: 'ইমাম নাসাঈ রহ. দিবা-রাত্রি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।' তিনি মিসরীয় শাসকের সাথে যুদ্ধে অবস্থান কালে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তার সাথে মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ হওয়ার হাদীস শুনাতেন। অথচ শাসকদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন।"[১৫]

মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইমাম নাসাঈ রহ. -এর অসাধারণ যোগ্যতা, পারদর্শিতা ও ইলমী প্রতিভা ছিল, তা সবার কাছেই স্বীকৃত বিষয়। আল্লামা কাসেম আল মুতার্‌রাজ রহ. [মৃ.৩০৫হি.] বলেন, তিনি একমাত্র ইমাম বা ইমাম হওয়ার যোগ্য।[১৬]

---

১২. وكان أبو عبد الرحمان يؤثر لباس البرود النوبية الخضر- وكان يكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم – كما فى مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى: ١/٤٥.

১৩. قال إبن كثير فى "البداية والنهاية" : (١١/١٤٠) : وكان يأكل فى كل يوم ديكا – وكان يكثر أكل الديوك الكبار تشترى له وتسمن ثم تذبح فيأكلها يذكر أن ذالك ينفعه فى باب الجماع.هكذا فى "سير أعلام النبلاء" :١١/٢٠١.

১৪. كان يصوم يوما ويفطر يوما– البداية والنهاية (١١/١٤٠).

১৫. مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٦، قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء (١١/٢٠٥):قال محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يصفون اجتهاد النسائى فى العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة فى فداء المسلمين واحترازه عن مجالس السلطان الذى خرج معه والانسباط الخ.

১৬. قال القاسم المطرز: هو إمام أو يستحق أن يكون إماما ، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٦، تهذيب التهذيب:١/٩٣.

আল্লামা ইবনে আ'দী [মৃ.৩৬৫হি.] বলেন, আমি বিশিষ্ট ফিকাহবিদ মানসুর ও আবূ জা'ফর ত্বহাভী রহ. থেকে শ্রবণ করেছি তারা দু'জনই বলতেন ইমাম নাসাঈ রহ. আয়েম্মতুল মুসলিমীনদের ইমাম ছিলেন ।[১৭] ইমাম দারাকুতনী রহ. ইমাম নাসাঈ রহ. -কে জগত বিখ্যাত হাদীস বিশারদ এবং অন্যঅন্য সমসাময়ীক মুহাদ্দিসগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন ।[১৮]

হাফেজ আবূ ইয়া'লা আল খলিলী রহ. [মৃ.৪৪৬হি.] বলেন, ইমাম নাসাঈ রহ. -এর হিফ্জ ও ইত্কান [স্মরণশক্তি ও দৃঢ়তার] ওপর সকলেই ঐক্যমত ছিলেন এবং হাদীস বিশারদের মাঝে ইমাম নাসাঈ রহ. -এর 'জারাহ তা'দীলের' ওপর বিশ্বাস করতেন ।[১৯]

শীয়া'ভক্তির অপবাদ

আহলে ইলমদের এক পক্ষের ধারণা ছিল যে, ইমাম নাসাঈ রহ. শীয়া'ভক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান রহ. [মৃ.৬৮১হি.] বলেন, وكان يتشيع তিনি শীয়া'ভক্ত ছিলেন। আল্লামা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসগণ শীয়া'সমর্থক ছিলেন, তাদের মাঝে ইমাম নাসাঈ রহ. অন্যতম ।'[২০]

---

١٧. وفى البداية والنهاية (١١/١٤٠): وقال إبن عدى : سمعت منصورا الفقيه وأبوجعفر الطحاوى يقولان : أبو عبد الرحمان إمام من أئمة المسلمين. هكذا فى مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٦، تهذيب التهذيب:١/٩٣.

١٨. البداية والنهاية: ١١/ ١٤٠، كما فى مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى: ٥٩.

١٩. قال الحافظ أبو يعلى الخليلى : اتفقوا على حفظه إتقانه ويعتمد قوله فى الجرح والتعديل، كما فى مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى.

٢٠. وفى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى" (صـــ٦٢) : وقد زعم جماعة من أهل العلم أن النسائى كان متشيعا - قال إبن خلكان : وكان يتشيع - وقال الإمام شيخ الإسلام إبن تيمية : وتشيع بعض أهل العلم بالحديث كا النسائى الخ - و فى "البداية والنهاية" (١١/١٤٠) : وقد قيل عنه: إنه كان نسب اليه شيئ من التشيع.

অপনোদন

দু'টি কারণে ইমাম নাসাঈ রহ. -এর ওপর শীয়া'ভক্তীর অপবাদ এঁটে দেওয়া হয়েছে।

১. হযরত আলী রা. -এর গুণাবলী সম্পর্কে কিতাব রচনা করা [অথচ শায়খাইন ও হযরত উসমান রা. সম্পর্কে তা করেননি।]
২. হযরত মু'আবিয়া রা. -কে উপেক্ষা করা। [বিস্তারিত বর্ণনা ইন্তিকাল শিরোনামে]

প্রথম কারণ প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ রহ. নিজেই বলেন, 'আমি দামেশকে গিয়ে অবলোকন করি 'তারা মু'আবিয়া রা. সম্পর্কে নিতান্তই বাড়াবাড়ির শিকার। পক্ষান্তরে হযরত আলী রা. -এর সাথে শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে।' তখন আমি তাদেরকে মধ্যপন্থায় আনয়নের জন্য 'খাসায়েসে আলী' নামক গ্রন্থ রচনা করি।'।[২১]

দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যা : ইমাম নাসাঈ রহ. মূলত আমীর মু'আবিয়া রা.-কে উপেক্ষা করেননি; বরং আহলে ইলমদের মাঝে এ প্রথা বিদ্যামান, যখন মানুষ কারও প্রশংসায় সীমালংঘনের শিকার হয় তখন তাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমনটা করে থাকে। [কেননা মানুষ যাকে বড় ভাবে, যার প্রতি অনুরক্ত হয়, তার প্রশংসায় অধৈর্য হয়ে পড়ে।] যেমন ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে ইমাম মালেক রহ. -এর প্রশংসা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনিভাবে ইমাম মুসলিম রহ. ইমাম বুখারী রহ. -এর ওপর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষা করার প্রমাণ পাওয়া যায়, যা সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় বিদ্যমান।[২২]

تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ولاتسئلون عما كانوا يعملون

---

٢١. وفى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى" (صــ٦٣):
فكأنهم اتهموه بالتشيع لأمرين الأولى : أنه صنف فى فضائل على .....مع كونه لم يكن صنف فى فضائل الشيخين وعثمان رضى الله عنهم – الثانى : غصه لمعاوية رضى الله عنه .فأماالجواب عن الاول فقد اوضحه النسائى نفسه وذالك أنه دخل دمشق وأهل الشام موقفهم من على معروف فبادر بتصنيفه"الخصائص" رجاء ان يهدى هم الله تعالى إلى الحق الخ. =

মুতাকাদ্দিমীনদের নিকট শীয়া ভক্তির অর্থ

বলা বাহুল্য যে, পূর্বের تشيع আর বর্তমান تشيع -এর মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যাবধান রয়েছে। বর্তমানযুগের تشيع হল: আলী প্রীতির সাথে সাথে বার ইমামের আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া। সেই সাথে تحريف কোরআন বলা ইত্যাদি। যা সম্পূর্ণ কুফুরী। পক্ষান্তরে পূর্বের تشيع হল: শুধু আলী প্রীতি, যা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের নয়। বলা বহুল্য এধরনের আলী প্রীতি কোন অপরাধ ও গোনাহ্ পর্যায়ের নয়। আর এধরনের تشيع সহীহ বুখারী ও মুসলিমের অনেক রাবী ও বহু মুহাদ্দিসেরও ছিল।

রচনাবলী

ইমাম নাসাঈ রহ. -এর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হল, সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন। এছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো:

- আস্‌সুনানুল কুবরা।
- কিতাবুয্ যুয়া'ফা ওয়াল মাতরুকীন।
- কিতাবুল জুম'আ।
- মুসনাদে আলী।
- আ'মালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল।
- খাসায়েসে আলী।
- কিতাবুল মুদাল্লিসীন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

٢٢. و فى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى" (صــ ٦٣):وأما الجواب عن الثانى: فجواب دقيق يحتاج إلى تأمل. الذى يظهر لى أن النسائى ما قصد الغض من معاوية قط ولكن جرى أهل العلم والفضل ..... على أنهم إذا رأوا بعض الناس غلوا فى بعض الأفاضل أنهم يطلقون فيه بعض كلمات يوخذ منها الغض من ذاك الفاضل لكى يكف الناس عن الغلو فيه .... فمن ذالك ما يقع فى كلام الإمام الشافعى فى بعض المسائل التى يخالف فيها مالكا من اختلاف كلمات فيها غض مالك مع عرف عن الشافعى من تبجيل مالك كما رواه عنه حرملة: "مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين" ومنه ما تراه فى كلام مسلم فى مقدمة صحيحه: مما يظهر الغض الشديد من مخالفة اشتراط العلم بللقاء والمخالف هو الإمام البخارى وقد عرف عن مسلم تبجيله البخارى اهــ أقول: ان الإمام النسائى لما صنف كتاب فضائل الصحابة أخرج فيه أولا فضائل الشيخين وعثمان وجعل علياهو الرابع، فهذا ما يدل على ما ذكرناه .

ইন্তেকাল

ইমাম নাসাঈ রহ. জীবনের পরন্ত বেলায় মিসর ত্যাগ করে দামেশকে উপনীত হন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, লোকজন হযরত মুয়াবিয়া রা.-কে হযরত আলী রা.-এর ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। ইমাম নাসাঈ রহ. তাদেরকে সঠিক পথে আনয়নের জন্য একদা দামেশকের জা'মে মসজিদে হযরত হযরত আলী রা. -এর গুণাবলী সম্বলিত 'খাসায়েসে আলী' গ্রন্থটি শুনাচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, আপনি হযরত মুয়াবিয়া সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন। ইমাম নাসাঈ রহ. উত্তরে বলেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি নাজাত পেয়ে যাবেন। কারও মতে তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আমার নিকট তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে- اللهم لاتشبع بطنه[২৩] [হে আল্লাহ! তার পেট যেন না ভরে।] এ ছাড়া আর কোনও হাদীস নেই। তা শুনে লোকজন ইমাম নাসাঈ রহ.-কে শীয়াপন্থী ভেবে তাঁর ওপর চড়াও হয়। এ অপ্রীতিকর ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই ৩০৩হিজরী সনে ৮৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।[২৪]

---

২৩. وفى هامش "سير أعلام النبلاء"(٢٠٣/١١):صحيح اى هذا الحديث، أخرجه مسلم (٢٦٠٤) فى كتاب البر والصلة باب: من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو سبه أودعا عليه، عن إبن عباس رض قال:كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتواريت خلف الباب قال : فجاء فحطأنى حطأة، وقال:أذهب وادع لى معاوية ، قال : فجئت ، فقلت: هوياكل. قال لى: اذهب فادع لى معاوية قال: فجئت ، فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. قلت: لعل هذا منقبة لمعاوية لقوله عليه السلام : أللهم لا: من لعنته أو سببته فاجعل ذالك له زكاة أو رحمة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم فى المصدر السابق.

২৪. مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٧، البداية والنهاية:١٤٠/١١، مرقاة المفاتيح: ٢٣/١.
قلت: بعد حياة حافلة بالعلم والعبادة والجهاد والقيام فى وجه المنحرفين خرج النسائى من مصر فى اخر عمره إلى دمشق ، فسئل بها عن معاوية فقال ما قال ، فآذوه وضربوه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة وتوفى فيها مقتولا شهيدا =

মাযহাব

কুতুবে সিত্তার অন্যান্য ইমামদের মতো ইমাম নাসাঈ রহ. -এর মাযহাব সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যথা:

১. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলুভী রহ. বলেন, তিনি শাফেঈ ছিলেন। যেমনটি তাঁর 'কিতাবুল মানাসিক' দ্বারা প্রমাণিত হয়।
২. আল্লামা ইবনুল আসীর ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, তিনি শাফেঈ ছিলেন।
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, তিনি হাম্বলী ছিলেন, যদিও শাফেঈ হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ।[২৫]

= وقال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال إحملوني إلى مكة فحملوه وتوفى بها هو مدفون بين الصفا والمروة وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاث مأة – بستان المحدثين: ١٨٩، تهذيب التهذيب:١/٦٤، تدريب الراوى: ٦٢١، قال الذهبي فى"سيرأعلام النبلاء" (١١/٢٠٥): قال أبوسعيد بن يونس فى تاريخه: كان أبوعبد الرحمن النسائى اماما حافظا ثبتا، خرج من مصر فى شهرذى القعدة من سنة إثنين وثلاث مائة وتوفى بفلسطين فى يوم الإثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث. قلت: هذا أصح ، فإن إبن يونس حافظ يقظ وقد أخذ عن النسائى وهو به عارف.

٢٥. قال الشيخ أنور شاه الكشميرى الديوبندى: وأما أبوداؤد والنسائى والمشهور أنهما شافعيان ولكن الحق أنهما حنبليان وقد شحنت كتب الحنابلة بروايات أبى داؤد وعن أحمد– والله سبحانه وتعالى أعلم. عرف الشذى: ٢ ، و فى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى" (٥٥): وكان امامنا النسائى شافعى المذهب وكان قد صنف منسكا فيه .وفى "سير أعلام النبلاء" (١١/٢٠٤):قال إبن الاثير فى أول "جامع الأصول": كان شافعيا، له مناسك على مذهب الشافعى .

সুনানে নাসাঈ

নামঃ আল মুজ্তাবা, আল মুজ্তানাও বলা হয় [২৬] প্রসিদ্ধ নামঃ সুনানে নাসাঈ।

কিতাব পরিচিতি

ইমাম নাসাঈ রহ. -এর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তিঃ সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন। কোন কোন আলেম বলেন, এ গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. -এর অনুসৃত শর্তাবলী অপেক্ষা দৃঢ় ও কঠোর শর্তাবলী অবলম্বন করেছেন ।[২৭] যথা হাফেজ আবুল ফযল ইবনে তাহের মাকদিসী রহ. বলেনঃ 'আমি আবুল কাসেম সা'দ ইবনে আলী যানজানী'র নিকট মক্কায় এক রাবী'র অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর সত্যায়ন করেন।। আমি আরজ করলাম যে, ইমাম নাসাঈ রহ. তো তাঁকে দুর্বল বলেন! তাতে তিনি বলেনঃ يا بنى إن لأبى عبد الرحمن فى الرجال شرطا أشد من شرط البخارى ومسلم [বৎস! রিজাল শাস্ত্রে ইমাম নাসাঈ রহ. -এর শর্তাবলী ইমাম বুখারী ও মুসলিম থেকেও দৃঢ় ও মজবুত। তাই এতে উভয়ের প্রবর্তিত রীতির সমন্বয় ঘটেছে। সজ্জায়ন ও বিন্যাসের দিক থেকেও এটি একটি উত্তম গ্রন্থ। ইমাম নাসাঈ রহ. স্থানে স্থানে 'ইলালে হাদীস' [হাদীসের সুক্ষ্ম খুঁত] বর্ণনা করেছেন। হাফেজ আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে রশীদ [মৃ.৭২১হি.] বলেন, সুনানের ওপর সংকলিত গ্রন্থসমূহ থেকে তার মাঝে সুনানে নাসাঈ সংকলনের দিকটি বিরল ও তারতীবের দিক দিয়ে অতি উত্তম। সুনানে নাসাঈ, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মতো জা'মে। এমনকি ইলালে হাদীসের এক বিশেষ অংশের আলোচনা এতে রয়েছে ।[২৮]

---

٢٦. و فى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحاء لسنن النسائى" (١/١٠) : أما الصغرى فقد سميت المجتبى - بالباء - وبعضهم قال: المجتنى - بالنون - والمجتبى معناه: المجموع على جهة الاصطفاء [নির্বাচিত]وهذه التسمية للسنن الصغرى صحيحه لأنه اصطفاه من كتابه الكبير - أما المجتنى فمعناه: أنه مختص بالثمر والعسل [ফল সংগ্রহ করা] ويصح إطلاق هذا الاسم على الصغرى لانه اقتطفها من رياض السنن الكبرى - و لم يظهر حتى الان من الذى أطلق هذا الإسم على الصغرى اهـ- ملخصا.

٢٧. البداية والنهاية : ١٤٠/١١، امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٨.

٢٨. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٧.

সংকলনের পটভূমি

আল্লামা সায়্যিদ জামালুদ্দীন রহ. বলেন, ইমাম নাসাঈ রহ. প্রথম আস্‌সুনানুল কুবরা নামক গ্রন্থ রচনা করেন যা অত্যন্ত বৃহৎকলেবরের। কিন্তু এই গ্রন্থটি 'মাখারেজে হাদীস' ও 'তুরুকে হাদীস' একত্র করার ব্যাপারে দৃষ্টান্তহীন। তারপর

ইমাম নাসাঈ রহ. তা থেকে শুধু সহীহ হাদীসগুলো চয়ন করে সংক্ষিপ্তাকারে 'আল মুজতাবা' রচনা করেন। যা কুতুবে সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। মুহাদ্দিসীনে কেরাম যখন " أخرجه النسائى " বলেন, তখন 'আল মুজাতাবা' উদ্দেশ্য হয়।

আল্লামা সায়্যিদ জামালুদ্দীন রহ. -এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। ইমাম নাসাঈ রহ. সুনানে কুবরা সংকলেন পর তা রামাল্লার আমীরের কাছে পেশ করেন। তিনি তাঁর নিকট জানতে চান, 'এ কিতাবে বর্ণিত সকল হাদীস-ই কি সহীহ?' ইমাম সাহেব বলেন, 'না, কিছু মা'লুলও রয়েছে।' তারপর তিনি আবেদন জানিয়ে বললেন, 'আপনি এক কিতাব লিখুন যাতে শুধু এমন হাদীস একত্র করা হবে যার সনদে কোনও প্রকার সমালোচনা নেই।' তাই তিনি 'আল-মুজতাবা' রচনা করেন।

ইমাম নাসাঈ রহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইবনুল আহমার [মৃ.৩৫৮হি.] ইমাম নাসাঈ রহ.-এর থেকে বর্ণনা করেন, والمنتخب المسمى بالمجتبى كله صحيح ['আল মুজাতাবা'য় যে সব হাদীস চয়ন করা হয়েছে সবগুলোই বিশুদ্ধ] [২৯]

٢٩وفى "سير أعلام النبلاء" (١١/٢٠٤): قال إبن الاثير : وسأل أمير أبا عبد الرحمن عن سننه: أصحيح كله ؟ قال: لا، قال: فاكتب لنا منه الصحيح ، فجرد المجتبى . انتهى. مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٥، وقال الشيخ القارى فى "المرقاة" (١/٢٣) : قال السيد جمال الدين صنف فى أول الأمر كتابا يقال له السنن الكبرى للنسائى وهو كتاب جليل لم يكتب مثله فى جميع طرق الحديث وبيان مخرجه وبعده اختصره وسماه بالمجتبى - بالنون، سبب اختصاره ان احدا من امراء زمانه سأله أن جميع أحاديث كتابك صحيح ؟ فقال فى جوابه لا - فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجرد - فانتخب منه المجتنى الخ البداية والنهاية: ١١/١٤٠، الحطة فى ذكر الصحاح الستة: ٢١٩.

সংকলনের উদ্দেশ্য

ইমাম নাসাঈ রহ.-এর সুনান গ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল ইলালে আসানিদ [সনদের সূক্ষ্ম ত্রুটি] বর্ণনা করা। তিনি সাধারণত: অনুচ্ছেদের শুরুতে এমন এক হাদীস উল্লেখ করেন যাতে কোন ত্রুটি রয়েছে। উক্ত হাদীসের ইল্লত বর্ণনা করার পর এমন হাদীস উল্লেখ করেন যা তার বিচারে সহীহ। সেই সাথে মাসআলা ইস্তেম্বাতের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ভঙ্গির দিক দিয়ে সহীহ বুখারী'র পরই সুনানে নাসাঈ'র 'তারাজিমুল আবওয়াব' -এর স্থান।

ফায়েদা

সমস্ত হাদীস বিশারদই একমত 'আল মুজাতাবা' সুনানে কুবরার সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু এ ব্যাপারে তথ্য বিশেস্নষকদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, এ সংক্ষিপ্ত করণের ও চয়নের কাজ কে সম্পাদন করেছেন? ইমাম নাসাঈ রহ. নিজেই, না অন্য কেউ? ড. ফারুক হামাদাহ রহ. 'আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন 'এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।'

১. আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, আমাদের সামনে 'মুজতাবা' নামক যে কিতাব বিদ্যমান তা ইমাম নাসাঈ রহ. -এরই বিশিষ্ট শিষ্য আল্লামা ইবনুস্ সুন্নি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত রূপ। যা তিনি সুনানে কুবরা থেকে চয়ন করেছেন।

২. অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদদের অভিমত হল, উক্ত সংক্ষিপ্ত করণ ও বয়ানের কাজ ইমাম নাসাঈ নিজেই সম্পাদনা করেছেন। ইবনুস সুন্নি শুধু রাবী ।[৩০]

---

٣٠. قال الراقم : وفى "مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحا لسنن النسائى" (١/٤) : قد اختلف هل السنن الصغرى هذه التى بايدينا - والتى تسمى المجتبى أو المجتنى - هى تصنيف مفرد أم اختصار للسنن الكبرى وعلى القول الثانى هل الذى افردها الإمام النسائى نفسه أم تلميذه ابن السنى ؟ لايخفى فيه : ان هناك فريقين : فريق يقول : المجتبى من انتقاء ابن السنى وهو اختصار للسنن الكبرى ، ويقف فى هذا الجانب الإمام الذهبى (مـــ٧٤٨هــ) وأما الجانب الاخر فيقول : إن المجتبى من صنع النسائى نفسه اختصره من السنن الكبرى. وهو الرأى الذى أصوبه لدلائل عديدة -

١. لم يقدم لنا الذهبى دليلا على قوله هذا الذى جاءنا به لانقلا ولااستنباطا - والوهم لايخلص منه الإنسان. =

দীর্ঘতম সনদ

সুনানে নাসাঈতে قل هو الله أحد পড়ার ফজীলত সম্পর্কে দীর্ঘতম সনদ বিশিষ্ট্য একটি হাদীস বর্ণিত [এতে ইমাম নাসঈ রহ. থেকে রাসূল সা. পর্যন্ত দশটি রাবী রয়েছে যা পরিভাষায় الحديث العشرى বলা হয়।] হাদীসটি হল:

أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن ليلى عن إمرأة عن أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قل هوالله أحد ثلث القران (الفضل فى القرأة قل هو الله أحد)

ইমাম নাসঈ রহ. বলেন, 'এর চেয়ে দীর্ঘ সনদ বিশিষ্ট হাদীস অন্য একটি বর্তমানে আছে কি না আমার জানা নেই।'[৩১]

সুনানে নাসাঈ'র স্তর

[সহীহাইন তথা সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পর সুনানে নাসাঈর অবস্থান। কেননা এতে দুর্বল হাদীস ও 'মাজরুহ' [সমালোচিত] রাবী কদাচিৎ রয়েছে।] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, প্রসিদ্ধ তারতীব অনুযায়ী সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবূ দাউদের পর চতুর্থ স্থানে। কিন্তু আমার নিকট সুনানে নাসঈর স্তর সুনানে আবূ দাউদের চেয়ে উর্ধ্বে। তাই সুনানে নাসঈ তৃতীয় স্থানে।'[৩২]

= ٢. هذه الواقعة التى ذكرها ان الإمام النسائى الف كتابا وعرضه على الأمير فسأله عن كتابه فى السنن : أكله صحيح ؟ وهذا نص ظاهر فى الموضوع - والحقيقة لاتنكر: ان المجتبى لم ينتشر إلا من طريق إبن السنى، انتهى ملخصا، قال الذهبى فى "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ٢٠٤): قلت: هذا لم يصح، بل المجتبى إخبيار إبن السنى. وههنا بحث طويل فإن شئت فارجع إلى المطولات.

৩১. سنن النسائى (الفضل فى القرأة قل هوالله أحد) صـــ ١١٤.

৩২. وقال الشيخ أنور شاه الكشميرى الديوبندى الحنفى : عندى أن مرتبة النسائى أى كتابه أعلى من كتاب أبى داؤد فيكون النسائى فى المرتبة الثالثة لما قال النسائى: ما أخرجت فى الصغرى صحيح وقال أبوداؤد : مااخرجت فى كتابى صالح للعمل فيعم الحسن والصحيح الخ كما فى العرف الشذى على سنن الترمذى (صـــ٢).

হাদীস সংখ্যা

ইমাম নাসঈ রহ. এ গ্রন্থে মোট ৫৭৬১টি হাদীস উল্লেখ করে ৫১টি অধ্যায় ও ২১৩৮টি অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছেন। [৩৩]

বৈশিষ্ট্যাবলী

১. ইমাম নাসঈ রহ. ইলালে হাদীসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন।
২. সুনানে নাসাঈ সুন্দর বিন্যাসের দিক দিয়ে অতি উত্তম।
৩. বিভিন্ন মাসাইল প্রমাণ করার জন্য এক হাদীসকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।
৪. 'তুরুকে হাদীস' [হাদীসের বিভিন্ন সনদকে] স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন মতবিরুধপূর্ণ শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন।
৫. ইমাম নাসঈ রহ. অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ নামের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।
৬. কখনও কখনও কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন।
৭. অনেক সময় হাদীস বর্ণনার পর সে হাদীস 'মুরসাল' না 'মুত্তাসিল' তা বর্ণনা করেছেন।
৮. আবার কখনও তিনি হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
৯. কখন বা রাবীদের শ্রেণী-স্তর বর্ণনা করেছেন।
১০. অনেক সময় কোন রাবী সম্পর্কে সমালোচনা ও যাচাই করতে গিয়ে নিজ কথার প্রমাণ স্বরূপ অন্যাদের উক্তিও বর্ণনা করেছেন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে সুনানে নাসাঈ

অনেক মনীষীগণ ইমাম নাসাঈ কর্তৃক লিখিত এ কিতাবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

❖ সুনানে নাসাঈ প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ রহ. নিজেই বলেন: كتاب السنن صحيح كله [সুনানে নাসাঈ সামগ্রিকভাবে সহীহ।][৩৪]

---

৩৩. المقدمة فى علوم الحديث : ৯৭.

৩৪ امام ابن ماجة اور علم حديث: ۲۱۸.

❖ হাফেজ শামসুদ্দীন সাখাভী রহ. বলেন:

صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائى على صحيح البخارى

[কিছু সংখ্যক পশ্চিমা আলেম সুনানে নাসাঈ'কে সহীহ বুখারীর ওপর প্রধান্য দিয়েছেন][৩৫]

❖ ইমাম হাকেম [মৃ.৪০৫হি.] বলেন, যে ব্যক্তি সুনানে নাসাঈর প্রতি দৃষ্টি দিবে সে তার সুন্দর বিন্যাস দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।[৩৬]

❖ হাফেজ আবূ ইয়া'লা আল-খলিলী রহ. [মৃ.৪৪৬হি.] বলেন, সুনানে নাসাঈ আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিকর।[৩৭]

❖ আল্লামা ইবনে খায়ের, আবূ বকর ইবনুল আহমার থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম নাসাঈ কর্তৃক রচিত কিতাব সমস্ত কিতাব থেকে অধিকতর মর্যাদাবান এবং ইসলামী ইতিহাসে এর মতো কোনও কিতাব রচিত হয়নি।[৩৮]

সুনানে নাসাঈ'র রাবীগণ

ইমাম নাসাঈ রহ. থেকে তাঁর কিতাব সুনানে নাসাঈ যে সমস্ত মনীষী রেওয়ায়াত করেছেন তাদের মোবারক নাম নিম্নরূপ:

১. ইমাম নাসাঈ রহ. -এর ছেলে আব্দুল করীম।
২. হাফেজ আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনুস্ সুন্নী [মৃ.৩৬৪হি.]।
৩. আবূ আলী হাসান ইবনে খিযির সুয়ূতী।
৪. হাসান ইবনে রশিক আল-আসকারী।

---

৩৫. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٨.

৩৬. قال الحاكم (مـ٤٠٥هـ) : من نظر فى كتاب السنن للنسائى تحير من حسن كلامه، "سير أعلام النبلاء" :٢٠٤/١١.

৩৭. قال حافظ أبويعلى الخليلى : وكتابه السنن مرضى .

৩৮. روى إبن خير عن أبى بكر بن الأحمر قال: مصنف النسائى أشرف المصنفات كلها وما وضع فى الإسلام مثله- هكذا فى البداية والنهاية (١٤٠/١١).

৫. হাফেজ আবুল কাসেম হামযা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-কিনানী [মৃ.৩৫৭হি.]।

৬. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যাকারিয়া।

৭. মুহাম্মদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনুল আহমার।

৮. হাফেজ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসেম আল-কুরতুবী [মৃ.৩২৮হি.]।

৯. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ত্বহাভী।

১০. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহানদীস।[৩৯]

ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রেওয়ায়াত গ্রহণ

ইমাম নাসাঈ রহ. সুনানে নাসাঈ'তে নিম্নে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন:

حدثنا على بن حجر ثنا عيسى هو إبن يونس عن النعمان يعنى أبا حنيفة عن عاصم عن ابى رزين عن إبن عباس قال: ليس على من أتى بهيمة حد.

উল্লিখিত রেওয়ায়াতটি ইবনুস্ সুন্নী রহ. -এর এখতেসারকৃত নুসখায় না থাকলেও ইবনুল আহমার, আবূ আলী সুয়ূতী এবং আহলে মাগারিবার নুসখায় বিদ্যমান।[৪০]

---

৩৯. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢١٩.

৪০. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢٢٠.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.

[২০৯-২৭৩হি. মোতা.৮২৪-৮৮৮ইং]

নাম: মুহাম্মদ, **উপনাম:** আবূ আব্দুল্লাহ; **উপাধি:** হাফেজুল হাদীস; **নিসবত:** আর্‌রাবাঈ, আল-কাযবিনী।
প্রসিদ্ধ নাম: ইমাম ইবনে মাজাহ। **পিতা:** ইয়াযীদ; **দাদা:** আব্দুল্লাহ।

বংশ পরম্পরা

هو الإمام المحدث الحافظ المشهور، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله إبن ماجة القزويني[1] الربعي[2] ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাযভিনী, আর্‌রাবাঈ।

মাজাহ শব্দের বিশ্লেষণ

মাজাহ শব্দের বিশ্লেষণ নিয়ে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়।
১. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., নওয়াব সিদ্দীক হাসান ভূপালী ও আল্লামা মুরতাজা যাবিদী রহ, - এর মতে ماجة তাঁর মাতার নাম। এজন্য محمد إبن ماجة الف - সহ লিখতে হবে। কিন্তু শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. আবার 'উজালায়ে না'ফেয়া' নামক গ্রন্থে লিখেন, ماجة তাঁর পিতার উপাধি, দাদা বা মাতার নয়। এ ব্যাপারে বহু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে।

---

١. القزويني: بفتح القاف وسكون الزاى والياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفى اخرها النون هذه النسبة إلى قزوين ، وهى احدى المدائن المعروف باصبهان، أنظر: إمام إبن ماجه اور علم حديث: ٤.

٢. الربعى : بفتح الراء والباء المنقوطة بواحدة وفى اخرها العين المهملة ، وهذه النسبة إلى ربيعة بن نزار ، هكذا فى تهذيب التهذيب: ٣١٥/٥، وقال السمعانى فى "الأنساب"(٧٤/٣): الربعى: بفتح الراء والباء.... وهذه النسبة الى ربيعة بن نزار، وقلما يستعمل ذالك لان ربيعة بن نزار شعب واسع فيه قبائل عظام وبطون وافخاذ استغنى بالنسب اليها عن النسب الى ربيعة.

২. (ক) অধিকাংশ ঐতিহাসিক স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন, ماجة ইমামের পিতার উপাধি এবং এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

(খ) আবুল কাসেম রা'ফেঈ রহ. 'তারিখে কাযভীন' নামক গ্রন্থে লিখেন, তাঁর নাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ। ماجة ইয়াযীদের উপাধি এবং এটা ফারসী শব্দ।

(গ) আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ماجة ইয়াযীদের প্রচলিত নাম।

(ঘ) আল্লামা ইবনুল কাত্তান রহ. অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেন যে, ماجة ইমামের পিতার উপাধি।

(ঙ) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরুজ আবাদী রহ. ও আল্লামা সিন্দী রহ. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ماجة তাঁর পিতার উপাধি, দাদার নয়। এমত অনুযায়ীও পূর্ণ নাম লিখার সময় الف - সহ محمد ابن ماجة লিখতে হবে। তাহলে বুঝা যাবে ابن ماجة শব্দদ্বয় মুহাম্মদের গুণবাচক শব্দ। ইয়াযীদ বা আব্দুল্লাহর নয়।[৩]

---

৩. قلت : وماجة بتفح الميم والجيم وبينهما الف، وفى الاخرهاء ساكنة – قا له ابن خلكان – هل هو لقب جده او ابيه او اسم امه فيه اقوال : قال الشاه عبد العزيز الدهلوى فى بستان المحدثين: ان الصحيح ان ماجة بتخفيف الجيم كانت امه وعليه فليكتب ابن ماجة بالالف ليعلم انه وصف لمحمد لا لعبد الله – وتبعه على ذالك السيد صديق حسن البوبالى فى الحطة بذكر الصحاح الستة وقال العلامة السيد مرتضى الزبيدى فى تاج العروس :وهناك قول اخر وصححه ، وهو ان ماجة اسم لامه – وقد عارض الشاه عبد العزيز نفسه فقال فى كتابه "عجالة نافعة" : ان ماجة لقب ابيه لاجده ولا اسم امه ووقع فى ذلك اغلاط كثيرة – وقال الفيروز ابادى: ماجة : لقب والد محمد بن يزيد لاجده وكذالك قال الرافعى: ان ماجة لقب يزيد وانه بالتخفيف اسم فارسي، قال قد يقال محمد بن يزيد بن ماجة والاول اثبت– وكذا قال الشيخ ابو الحسن السندى ونقل الحافظ ابن كثير عن الخليلى أيضا :ان يزيد يعرف بماجة – انظر فى تهذيب الكمال: ٢٧/٤٠، البداية والنهاية : ١١/٦١، سير أعلام النبلاء :١٠/٦١٠، مقدمة تحفة الاحوذى: ١١٠، مرقات المفاتيح : ١/٢٣، مقدمة التحقيق للشيخ خليل مامون شيحا لسنن إبن ماجة: ١/٢١، ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع ابن ماجة : ٣٣، وامام ابن ماجة اور علم حديث:١، والحطة فى ذكر الصحاح الستة:٢٥٥، تهذيب التهذيب:٥/٣١٦.

জন্ম

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর অন্যতম শীষ্য জা'ফর ইবনে ইদ্রিস রহ. বলেন, আমি ইবনে মাজাহ রহ. থেকে শুনেছি তিনি বলেন, আমি ২০৯ হিজরী মোতা. ৮২৪ ইং সালে জন্ম গ্রহণ করেছি।[৪] [বর্তমান ইরানের আযার বায়যান প্রদেশের কাযভীন নামক শহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।]

হাদীস সংগ্রহে বিদেশ সফর

নিজ জন্মস্থান 'কাযভিন' শহরেই তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সেকালে কাযভীন শহর বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের পদাচারণায় ধূলিধূসরিত হয়ে এ শহর হাদীস চর্চায় যথেষ্ঠ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। ফলে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. নিজ দেশেই হাদীস-শাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শি হয়েছিলেন। এরপর হাদীস-শাস্ত্রে উত্তরোত্তর আরও সাফল্য অর্জন ও হাদীসবৈষয়িক প্রভূত জ্ঞানার্জনের লক্ষে বিশেষত: হাদীস সংগ্রহের বাসনায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মুহাদ্দিসগণের নিটক গমন করেন। ২৩০হিজরীতে ২১/২২বছর বয়সে তিনি বিদেশ সফর আরম্ভ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, খোরাসান, হিজায ও ইরাক প্রভৃতি দেশ এবং মক্কা, দামেশক, বাগদাদ, কুফা, রায়-সহ বিভিন্ন শহরের হাদীসচর্চা কেন্দ্র ও সমকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করেন।[৫]

---

٤. قال جعفر بن إدريس فى تاريخه: سمعت ابن ماجة يقول : ولدت فى ســـ٢٠٩ـــ تسع و مأتين. ما تمس اليه الحاجة : ٣٣، مقدمة تحفة الاحوذى : ١٠٩، البداية والنهاية : ١١ /٦١ ، تهذيب الكمال : ٤١/٢٧، الحطة فى ذكر الصحاح الستة: ٢٥٦. ٥

. قال إبن خلكان : ارتحل الى العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرى –

أنظر: ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع ابن ماجة : ٣٣، البداية والنهاية : ٦١/١١، تهذيب الكمال : ٢٧/ ٤٠، سنن ابن ماجة: ٢٢/١ ، تهذيب التهذيب: ٣١٦/٥.

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. প্রায় তিন শতাধিক বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন তাদের মাঝে:

১. আলী ইবনে মুহাম্মদ আত্ তানাফাসী রহ. [মৃ.২৩৩হি.]।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মু'আবিয়া আল জুমাহী [মৃ.২৪৩হি.]।

৩. ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল হিজাযী [মৃ.২৩৬হি.]।

৪. দাঊদ ইবনে রশীদ [মৃ.২৩৯হি.] ।

৫. হিশাম ইবনে আম্মারা রহ. [মৃ.২৪৫হি.] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য[৬]

وغيرهم كثير مما لايسع المجال لذكرهم

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.-এর খ্যাতির সুবাদে অসংখ্য বিদ্যার্থী তাঁর নিকট শিক্ষা লাভের মানসে ভীর করে। তিনিও তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট থাকেন। ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. - এর ছাত্রবৃন্দের তালিকা অনেক দীর্ঘ, তাদের মধ্যে অন্যতম হল:

১. ইবরাহীম ইবনে দীনার আল হামাদানী।
২. আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল কাযভীনী।
৩. ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ আল কাযভীনী।
৪. জা'ফর ইবনে ইদরীস।
৫. সুলাইমান ইবনে ইয়াযীদ আল কাযভিনী প্রমুখ।[৭]

---

٦. سنن ابن ماجة بتحقيق الشيخ خليل مامون شيحا: ١/٢٢، تهذيب التهذيب:٥/٣١٥، سير أعلام النبلاء:١٠/٦١٠.

٧. البداية والنهاية: ١١/٦١، تهذيب الكمال: ٢٧/٤٠، سنن ابن ماجة: ١/٢٣، ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع ابن ماجة :٣٤، سير اعلام النبلاء:١٠/٦١٠.

রচনাবলী

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস সংকলন সুনানে ইবনে মাজাহ প্রণয়ন ছাড়াও তাফসীর ও ইতিহাস বিষয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ রচনা করেন। সমকালীন যুগেই তিনি প্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস ও লেখক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থের মাঝে অন্যতম গ্রন্থ হল তিনটি :

১. আস্ সুনান যা আমাদের মাঝে ইবনে মাজাহ নামে প্রসিদ্ধ

২. আত্তাফসীর, এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, ولابن ماجة تفسير حافل 'ইমাম ইবনে মাজার একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর রয়েছে।'

৩. আততারীখ, এটি সেই ইতিহাস গ্রন্থ যার সম্পর্কে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন, এটি একটি চমৎকার ইতিহাস ।[৮]

ইন্তেকাল

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. ২৭৩/২২ রমযানুল মোবারক সোমবার ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ২৩ রমযানুল মোবারক মঙ্গলবার তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর ভাই আবূ বকর জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। তাঁর দুই ভাই আবূ বকর ও আবূ আব্দুল্লাহ এবং পুত্র আব্দুল্লাহ লাশ কবরে নামান। মুহাম্মদ ইবনে আলী কাহারমাস ও ইবরাহীম ইবনে দীনার এবং যাররাক তাঁকে গোসল করান ।[৯]

رحم الله الإمام إبن ماجة رحمة واسعة مغفرة جامعة (آمين يا رب العالمين)

---

৮. قال الاما م الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (٦١/١١) : .... كان عالما بهذا الشأن صاحب تصانيف منها : التاريخ والسنن - ولابن ماجة تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة الى عصره - وقال الحافظ أبو يعلى الخليلى : وله مصنفات فى السنن والتفسير والتاريخ - تهذيب الكمال: ٤١/٢٧.

৯. مات الإمام إبن ماجة يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين ومأتين وله أربع و ستون سنة صلى عليه أخوه ابو بكر، وتولى دفنه أبوبكر وأبو عبد الله إخوته وإبنه عبد الله (الراقم الحروف). أنظر: البداية والنهاية: ٦١/١١، تهذيب الكما: ٤١/٢٧، مقدمة تحفة الأحوذى: ١٠٩، ماتمس إليه الحاجة: ٣٤، مرقات المفاتيح : ٢٣/١، تهذيب التهذيب: ٣١٦/٥، تدريب الراوى: ٦٢١، الحطة فى ذكر الصحاح الستة: ٢٥٦، امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٢٢.

মনীষীদের দৃষ্টিতে

হাদীস বিশারদগণ ইলমে হাদীসে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর পাণ্ডিত্য দেখে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা অকপটে শিকার করেন এবং তাঁর প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিবেদন করেন:

১. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ ইয়া'লা আল-খলিলী রহ. বলেন, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীস-শাস্ত্রে একজন অতি বড় ও নির্ভযোগ্য ব্যক্তি। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য য়ে, হাদীস-শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য রয়েছে

২. আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. বলেন, তিনি বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, ইতিহাস, হাদীস ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।[১০]

৩. আল্লামা ইবনে খাল্লিকান রহ. বলেন, 'ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. হাদীসের ইমাম ছিলেন, হাদীস ও তদসংক্রান্ত একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন।'[১১]

৪. ইমাম আবুল কাসেম রাফে'ঈ 'তারিখে কাযভীন' নামক গ্রন্থে বলেন:

وهو إمام من الإئمة المسلمين كبير متقن مقبول بالاتفاق [١٢]

---

١٠. قال الشيخ المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى"امام ابن ماجة اور علم حديث" (صـــ ١٢٤): صرح الحافظ إبن الجوزى: سمع الكثير وصنف "السنن" و"التاريخ" و"التفسير"، وكان عارفا بهذا الشان.

١١. ذكره الحافظ أبويعلى الخليل بن عبد الله الخليلى القزوينى فى رجال قزوين، وقال فيه : ثقة كبير، متفق عليه، محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ- وقال إبن خلكان فى "وفياته": إبن ماجة الربعى بالولاء القزوينى الحافظ المشهور مصنف كتاب السنن فى الحديث كان اماما فى الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به اهـــ - انظر: تهذيب الكمال : ٤١/٢٧، ماتمس اليه الحاجة : ٣٤، المرقاة: ٢٣/١، البداية والنهاية: ٦١/١١، مقدمة تحفة الاحوذى: ١٠٩، تهذيب التهذيب: ٣١٦/٥، سير أعلام النبلاء: ٦١١/١٠، امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٢٤.

١٢. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٢٤.

মাযহাব

ইমাম বুখারী রহ. সম্পর্কে যে রকম নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে , তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী, ঠিক ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর অবস্থাও তেমন । যদিও অনেকে হাম্বলী বা শাফেঈ বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সঠিক কথা হল, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন ফয়সালা করা মুশকিল। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.- এর অভিমত হচ্ছে, 'ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর মনের প্রবল আকর্ষণ ছিল হাম্বলী মাযহাবের দিকে।' আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন وأما إبن ماجة فلعله شافعي 'সম্ভত: তিনি শাফেঈ ছিলেন ।'[১৩]

১ৣ. أنظر: مقدمة تحفة الأحوذى : ٢٧٩، العرف الشذى على سنن الترمذى: ٢.

সুনানে ইবনে মাজাহ

নামঃ সুনানে ইবনে মাজাহ।

সংকলনের উদ্দেশ্য

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর উদ্দেশ্যে ইমাম আবূ দাউদ রহ. -এর মতোই। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর নিকট সহীহ ও হাসানের তেমন গুরুত্ব ছিল না যেমনটি ইমাম আবূ দাউদ রহ. এর ছিল ।

মনীষীদের দৃষ্টিতে

বিদগ্ধ মুহাদ্দিসগণ 'সুনানে ইবনে মাজাহ'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

১. এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. নিজেই বলেন, 'আমি সুনান গ্রন্থ সংকলন করে ইমাম আবূ যুরআহ রাযীর সামনে পেশ করলে তিনি তা দেখে বলেন, 'আমি মনে করি এ সংকলনটি যদি মানুষের হাতে এসে যায় তাহলে হাদীসের সংকলনসমূহ অথবা এর অধিকাংশগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পাবে।'[১৪]

২. আল্লামা রাফেঈ রহ. 'তারিখে কাযভীন' নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীস-শাস্ত্রে পারদর্শী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. -এর সংকলনকে সহীহাইন ও সুনানে আবূ দাউদ এবং সুনানে নাসাঈর সমপর্যায়ের মনে করেন এবং এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থান করে থাকেন ।[১৫]

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. বলেন, এ কিতাবখানা তাঁর ইলম ও আমল, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। সেই সাথে শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে ও শাখা প্রশাখায় তাঁর সুন্নাতের অনুসরণের প্রমাণ মিলে ।[১৬]

---

١٤. قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" عن إبن ماجة قال: عرضت كتابي هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن أن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع واكثرها. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٢٧.

١٥. وقال أبو القاسم الرافعي: والحفاظ يقترنون كتابه بالصحيحين وسنن أبوداؤد والنسائي ويحتجون بما فيه، امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٢٨.

١٦. قال الحافظ إبن كثير في "البداية والنهاية" (٦١/١١) : وإبن ماجة صاحب السنن المشهور وهي دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع.

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. 'ইখতিসারু উলুমিল হাদীস' নামক গ্রন্থে সুনানে ইবনে মাজাহ সম্পর্কে বলেন, এটি একটি উপকারী কিতাব এবং ফিকহী মাসাইলের বিচারে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এর অধ্যায়গুলো সাজানো হয়েছে।[১৭]

৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এ কিতাবটি সম্পর্কে লিখেছেন, তার সুনান নামক কিতাবখানা খুবই উন্নত সংকলন।[১৮]

সুনানে ইবনে মাজাহ কি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত?

'সিহাহ সিত্তাহ' বলে যে ছয়টি বিশুদ্ধ 'হাদীসগ্রন্থ' বুঝায় তার একটি হচ্ছে সুনানে ইবনে মাজাহ। তবে হাদীস বিশারদগণের মাঝে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। হাদীস বেত্তাদের একদল সুনানে ইবনে মাজাহ'কে সিহাহ সিত্তার বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেন। তাদের মতে সুনানে ইবনে মাজার পরিবর্তে 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, কতিপয় মুহাদ্দিস সুনানে ইবনে মাজাহ-কে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেননি। কেনানা এতে ২২ টির মতো জাল হাদীস রয়েছে। তাদের তথ্যানুযায়ী সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ নাম্বারে 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক' ইবনে আনাস হবে। সর্ব প্রথম 'সুনানে ইবনে মাজাহ' সিহাহ সিত্তায় গণনা করেন, আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনে তাহের মাকদ্দিসী রহ.। আর 'মুয়াত্তায় ইমাম মালেক'-কে সর্বপ্রথম সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন, রাযীন ইবনে মুয়া'বিয়া আল আবদারী, আস্ সারকাস্তী রহ.। মূলত: এরপর থেকেই সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ নাম্বার নির্ধারণে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও হাদীস বিশারদগণ সুনানে ইবনে মাজাহকে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ নাম্বার স্থানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে সিহাহ সিত্তার বাকি কিতাবগুলোর ইবনে মাজার ওপর সমষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, কুতুবে খামসার প্রত্যেক রেওয়ায়াত সুনানে ইবনে মাজার প্রত্যেক রেওয়ায়াত থেকে বিশুদ্ধ। কেননা সুনানে ইবনে মাজাহ'য় বহু হাদীস এমনও রয়েছে যেগুলো সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ বুখারীর হাদীস থেকেও বিশুদ্ধ।[১৯]

---

١٧. الحطة فى ذكر الصحاح الستة: ٢٢١.

١٨. تهذيب التهذيب: ٣١٦/٥.

١٩. فى مقدمة تحفة الأحوذى (٨٨): ..... لكن الكتب الستة المعروفة بالصحاح الستة اعنى صحيح البخارى ، وصحيح مسلم، وسنن ابى داؤد ، وجامع الترمذى ، وسنن النسائى و ابن ماجة اشتهرت غاية الاشتهار واختيرت للقراءة والاقراء السماع والاسماع ، وذالك لما فيها من الفوائد ما ليس فى غيرها اهـ. وقال الشيخ أنور شاه الكشميرى رح فى "عرف الشذى" : وأما إبن ماجة=

স্মর্তব্য

'মুয়াত্তা ইমাম মালেক'-এর উচুঁ মর্যাদা ও অবস্থান স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-ই কুতুবে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা সুপ্রসিদ্ধ কথা হল, সিহাহ সিত্তার মাঝে শুধু দু'টি সহীহ এবং চারটি সুনান গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত। আর স্বতসিদ্ধ কথা হচ্ছে, সুনানের পূর্ণ সংজ্ঞা 'মুয়াত্তা ইমাম মালেক'-এর মাঝে পাওয়া যায় না। তাই কীভাবে এ কিতাব সিহাহ সিত্তার মাঝে গণ্য হতে পারে? প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্ধী রহ. বলেন, অধিকাংশ আলেমদের নিকট সুনানে ইবনে মাজাহই সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ নাম্বার স্থানের অধিকারী।[২০]

বিশুদ্ধতার বিবেচনায় সুনানে ইবনে মাজাহ

আল্লামা হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন, সুনানে ইবনে মাজাহ একটি উত্তম ও চমৎকার কিতাব। যদি কয়েকটি হাদীস যা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য এই কিতাবের মর্যাদা হানী না করত।[২১] এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা কত এ নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম আবূ যুরআ' রহ. -এর মতে সুনানে ইবনে মাজাহ আনুমানিক ত্রিশের কাছাকাছি হাদীস রয়েছে যেগুলোর সনদে দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।[২২]

=

فقالت جماعة من المحدثين ان ابن ماجة ليس بداخل فى الصحاح لاشتماله على قريب من اثنين وعشرين حديثا موضوعا فعلى هذا السادس من الصحاح الستة موطا مالك بن انس - واول من اضاف الموطا الى الخمسة المحدث رزين بن معاوية العبدرى المالكى المتوفى ٥٢٥ هـ فى كتابه "التجريد للصحاح الستة" ثم تبعه العلامة بن الأثير مـ٦٠٦ـهـ فى كتابه "جامع الاصول":واول من اضاف كتاب ابن ماجة الى الخمسة مكملابه الستة ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسى مـ٥٠٧ـهـ ثم الحافظ عبد الغنى مـ٦٠٠ـهـ أنظر: نيل الأوطار: ١/١١، الحطة فى ذكر الصحاح الستة:٢٢١، امام ماجة اور علم حديث: ٢٣٧ و ٢٤٢، امام ابن ماجة وكتابه السنن: ١٨٤.

হাফেজ যাহাবী রহ. 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আবূ যুরআ' যে, ত্রিশ সংখ্যকের কথা বলেছেন সেগুলো হচ্ছে সনদের বিচারে একেবারে নিম্ন পর্যায়ের হাদীস। এছাড়া সনদের বিচারে দুর্বল হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি।[২৩] সম্ভবত: এ ত্রিশটি হাদীস-ই আল্লামা ইবনুল জওযী রহ. 'মওযু' বা জাল আখ্যা দিয়েছেন। যদিও অনেকেই তাঁর এ কথা সমর্থন করেননি; বরং তারা বলেন, ইবনুল জাওযী রহ. যেসব হাদীসকে 'মওযু' বলেছেন তার অধিকাংশই 'জঈফ' বা দুর্বল।[২৪]

---

٢٠. وقال السيد صديق حسن خان فى"الحطة فى ذكر الصحاح الستة": قال الشيخ عبد الحق الدهلوى : كتابه اى كتاب ابن ماجة واحد من الكتب الاسلامية التى يقال لها الاصول الستة والصحاح الستة- قلت : والامهات الستة - ماتمس اليه الحاجة :

٣٥. قال شيخ شيوخنا المحدث الناقد عبد الرشيد النعمانى فى كتاب "الإمام إبن ماجة وكتابه السنن" (تحت عنوان: وجه عد إبن ماجة من الأصول الستة دون الموطا): قال الحافظ الأول من أضاف "إبن ماجة" إلى الخمسة أبو الفضل إبن طاهر ثم الحافظ عبد الغنى. وسبب تقديم هؤلاء له على الموطا كثرة زوائد على الخمسة، بخلاف "الموطا".

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فى حاشيته: والحق أن أحسن كتاب رغب إليه الفحول بعد كتاب "الآثار" و"الموطا": وأحق بأن يعد فى الأصول: كتاب "معانى الآثار" للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوى، فإنه كتاب عديم النظير فى بابه، نافع كبير لمن اقتحم في غيابه. الإمام إبن ماجة وكتابه السنن: ١٨٠.

٢١. قال الذهبي فى "التذكرة" : سنن أبى عبد الله ابن ماجة كتاب حسن إلا ما كدره من احاديث واهية ليست بكثيرة

٢٢. قال ابوزرعة الرازى: طالعت كتاب ابى عبد الله فلم اجد فيه الا قدرا يسيرا مما فيه شيئ وذكر قريب بضعة عشر وكلام هذا معناه اهـ ونقل الحافظ الذهبى فى "التذكرة" عن ابن ماجة قال : عرضت ..... ثم قال لعل لايكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما فى اسناده ضعيف.

٢٣. لكن قال الذهبى فى ترجمته فى "النبلاء" : وقول ابى زرعة لعل لا يكون فيه الخ اونحو ذالك ان صح كأنما عنى بثلاثين حديثا الاحاديث المطرحة الساقطة واما الاحاديث اتى لاتقوم بها حجة فكثيرة.

٢٤. أنظر: امام ابن ماجة اورعلم حديث:٢٣٨.

একটি ভুল ধারণা

সুনানে ইবনে মাজাতে জঈফ হাদীসের আধিক্যের কারণে হাফেজ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী রহ. সাধারণভাবে হুকুম লাগিয়ে দিয়েছেন:

كل من انفرد به إبن ماجة فهو ضعيف

যেসব হাদীস শুধু সুনানে ইবনে মাজায় বিদ্যামান তার সব গুলোর সনদই দুর্বল। কিন্তু আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. উপরিউক্ত অভিমত খণ্ডন করে বলেন, 'আমি যথেষ্ঠ বিচার -বিশেস্নষণ করে প্রমাণ পেয়েছি যে, একথাটি সঠিক নয়। যদিও তাতে অনেক 'মুনকার' হাদীস রয়েছে।[২৫]

ছুলাছিয়াত

সুনানে ইবনে মাজায় যে পরিমাণ ছুলাছি হাদীস পাওয়া যায়, সহীহ বুখারী ছাড়া অন্য কোনও হাদীসের কিতাবে সে পরিমাণ নেই। সুনানে ইবেন মাজায় মোট ৫টি ছুলাছি হাদীস রয়েছে। সুনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে একটি করে ছুলাছি হাদীস রয়েছে। সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতে কোন ছুলাছি হাদীস নেই। এ দুই গ্রন্থের সর্বোচ্চ বর্ণনা সূত্র 'রুবাঈ' [চার সূত্র বিশিষ্ট্য] অথচ ইমাম ইবনে মাজাহ ইমাম মুসলিম থেকে পাঁচ বছরের এবং ইমাম আবূ দাউদ থেকে সাত বছরের ছোট ছিলেন। সুনানে ইবনে মাজায় যে পাঁচটি ছুলাছি হাদীস রয়েছে যথাক্রমে তার অনুচ্ছেদগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।

١. باب الوضوء عند الطعام ٢. باب الشواء ٣. باب الضيافة ٤. باب الحجام

٥. باب صفة محمد صلى الله عليه وسلم.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এ সবক'টি ছুলাছি হাদীস একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সনদটি নিম্নরূপ

حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك[২৬] رض

---

২৫. قال الحافظ ابن حجر فى التهذيب: قلت:كتابه اى كتاب ابن ماجة فى السنن جامع جيد كثير الابواب والغرائب وفيه احاديث ضعيفة جدا حتى بلغني ان المزى كان يقول مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبا - وليس الامر فى ذالك على الاطلاق باستقراء وفى الجملة ففيه احاديث كثيرة منكرة - ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين ما لفظه : سمعت شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزى يقول: كل من انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف - ما تمس اليه الحاجة : ٣٨، مقدمة تحفة الاحوذى : ١٠٨.

হাদীস সংখ্যা

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. এ গ্রন্থকে ৩২ টি অধ্যায় ও পনের শত [১৫০০] অনুচ্ছেদে প্রায় চার হাজার হাদীস দিয়ে সজ্জায়ন করেছেন ।[২৭]

বৈশিষ্ট্যাবলী

সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের মাঝে অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে:

১. বিন্যাস নীতি ও সুন্দর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এ কিতাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

২. সুনানে ইবনে মাজায় যথা সম্ভব পূনরাবৃত্তি থেকে সতর্ক থাকা হয়েছে।

৩. এ কিতাব সংক্ষিপ্ত, অথচ সামগ্রীক।

৪. এ কিতাবে এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা সিহাহ সিত্তার অন্য কোনও কিতাবে নেই।

৫. কোন হাদীস কেবল নির্দিষ্ট কোন শহরের অধিবাসী কর্তক বর্ণিত হলে, সংশ্লিষ্ট হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি তার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন। যেমন তিনি বলেছেন, هذا حديث الرمليين ليس الا عنده [এটি শুধু রমলা বাসীদের হাদীস] কোথাও বলেছেন, هذا حديث المصريين [এটি শুধু মিসরীদের হাদীস]। আবার কোথাও বলেছেন, هذا حديث الرقيين [এটি রাক্কাবাসীদের হাদীস] ইত্যাদি।[২৮]

---

٢٦. ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة : ٣٥، ولابن ماجة خمسة احاديث من الثلاثيات من طريق جبارة ابن مغلس الحمانى اهـــ هكذا فى مقدمة تحفة الاحوذى : ٢٨٦، وفى الحطة بذكر صحاح الستة(٢٢٠):وهذه الثلاثيات من طريق جبارة بن مغلس وله حديث فى فضل قزوين منكر بل موضوع ولهذا طعنوا فيه، وفى كتابه وواضعه رجل إسمه ميسرة: الإمام إبن ماجة وكتابه السنن: ١٧٩.

قال الراقم: أن جبارة بن المغلس كان من فقهاء الحنفية، فعده الحافظ عبد القادر القرشى من الحنفية فى "الجواهر المضية فى طبقات الحنفية" – هو تلميذ مندل بن على فى الفقه، وهو من تلامذة المشاهير لأبى حنيفة. وإبن أخيه أبو العباس أحمد بن الصلت ألف فى مناقب أبى حنيفة كتابا كبيرا.

٢٧. قال الحافظ إبن كثير فى "البداية والنهاية" (١١/٦١) : ..... ويشتمل على إثنين وثلاثين كتابا وألف و خمس مأة باب وعلى أربعة الاف حديث كلها جياد سوى السيرة اهـــ – مقدمة تحفة الأحوذى : ١٠٨. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢٤٤.

٢٨. امام ابن ماجة اور علم حديث: ٢٣١.

সুনানে ইবনে মাজাহ'র রাবীগণ

ইমাম রাফি'ঈ রহ. তাঁর তারিখে কাযভীন নামক গ্রন্থে লিখেন: ইমাম ইবনে মাজাহ থেকে নিম্নোল্লিখিত চার জন রাবী সুনানে ইবনে মাজাহ রেওয়ায়অত করেন:

১. আবুল হাসান ইবনে কাত্তান।

২. সুলাইমান ইবনে ইয়াযীদ।

৩. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে ঈসা।

৪. আবূ বকর হামেদ আবহুরী।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. আরও দু'জনের নাম উল্লেখ করেন। তারা হলেন:

১. সা'দুন।

২. ইবরাহীম ইবনে দীনার। তাদের মধ্য হতে যার রেওয়ায়াত সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে তিনি হলেন: হাফেজ আবুল হাসান কাত্তান।[২৭]

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

সুনানে ইবনে মাজার বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি আলোচনা করা হল:

১. شرح سنن ابن ماجة ইমাম আলাউদ্দীন মুগলতাঈ রহ. [মৃ.৭৬২হি.]

২. شرح سنن ابن ماجة ইবনে রজব যুবাইরী রহ.

৩. ماتمس اليه الحاجة শায়খ সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে আলী ইবনুল মুলাক্কীন রহ. [মৃ.৮০৪হি.]

৪.الديباجة শায়খ কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুসা দামিরী রহ. [মৃ.৮০৮হি.]

৫.مصباح الدجاجة আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. [মৃ.৯১১হি.]

৬.انجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة শায়খ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী দেহলভী রহ. [মৃ.১২৯৫হি.]

৭. مفتاح الحاجة شرح سنن ابن ماجة শায়খ মুহাম্মদ আলাঈ রহ. কর্তৃক রচিত টীকা।

৮.ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة মাওঃ আঃ রশীদ নু'মানী রহ.।

ইমাম ত্বহাভী রহ.

[২৩৯-৩২১হি.মোতা.৮৫৩-৯৩৩ইং]

নাম ও বংশ পরম্পরা

নাম: আহমদ। উপনাম:আবূ জা'ফর। পিতা: মুহাম্মদ। দাদা: সালামাহ্।

أحمد[1] بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الأزدى[2] الحجرى[3] المصرى[4] ثم الطحاوى[5]

---

١. وقال الإمام الذهبى فى "سير أعلام النبلاء"(١١/٥٢٠):الطحاوى الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدى المصرى الطحاوى الحنفى (٢٣٩-٣٢١هـ) انتهى. أقول هكذا ساق نسبه كثير ممن ترجموا له ، إلا أن السيوطى ذكر فى "حسن المحاضرة": مسلمة بدل سلمة، وقلبه إبن النديم فى "الفهرست" فقال : سلمة بن سلامة وزاد بعد ذالك كثير منهم إبن عبد الملك بن سلمة بن سليمان . وزاد الشيخ عبد القادر بينهما سليمان، وبعد سليمان إبن حباب. وقال إبن حجر: إبن حامد بدل حباب . انظر: لسان الميزان: ٤١٦/١، الجواهر المضية:٢٧١، شذرات الذهب: ٢٨٨/٢، البداية والنهاية: ١٩٨/١١، سير أعلام النبلاء:٥٢٠/١١، نخب الأفكار:٥/١. أمانى الأحبار :٢٨/١.

٢. والأزد: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطونا وأمدها فروعا، وهى من قبائل القحطانية، تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن هلان . فهو قحطانى من جهة أبيه، وعدبانه من جهة أمه ، لأن أمه من مزينة . وهى أخت الإمام المزنى صاحب الإمام الشافعى. نخب الأفكار: ٥/١، أنظر: الجوهر المضية:٢٧٢، الأنساب :١٢٣/١.

٣. والحجرى. بفتح الحاء وسكون الجيم فخذ من أفخاذ الأزد، وهى قبيلة من قبائل اليمن المعروفة.نخب الأفكار (٥/١): مختصرا أنظر: الجواهر المضية: ٢٧٢، الأنساب: ٢١٥/٢.

٤. المصرى : بكسر الميم وسكون الصاد، وفى اخرها راء: هذه النسبة إلى مصر وديارها، سميت بمصربن حام نوح عليه السلام. كما فى الجواهر المضية: ٢٧٢.

٥. الطحاوى: بفتح الطاء والحاء المهملتين، هذه النسبة إلى طحا، وهى قرية بأسفل أرض مصر من الصعيد يعمل فيها كيزان يقال لها: الطحوية، من طين أحمر. الأنساب: ٣١/٤. أنظر: نخب الأفكار: ٥/١، والجواهر المضية: ٢٧٢. قال ياقوت الحموى: أنه ليس من قرية طحا نفسها وإنما هو من قريبة منها يقال لها: طحطوط فكره أن يقال: محطوطى، فيظن أنه منسوب إلى الضراط، وطحطوط قرية صغيرة مقدار عشرة أبيات. كما فى هامش نخب الأفكار: ٥/١.

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামহ ইবনে সালমা আব্দুল মালিক আবূ জা'ফর আল-আযদী, আল-হাজরী, আল-মিসরী আত্-ত্বহাভী।

জন্ম

ইমাম ত্বহাভী রহ. ২২৯ হিজরী মোতা. ৮৫৩ইং ১০/১১ শাওয়াল রোববার রাতে মিসরের সাঈদ নামক এলাকায় অবস্থিত ত্বহা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ[৬]।

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু জা'ফর ত্বহাভী রহ.-এর পিতা প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ছিলেন। মাতা ইসলামী আইন শাস্ত্রে সু শিক্ষিতা ইমাম শাফিঈ র. -এর বিশিষ্ট শিষ্য ও ইমাম মুযানী রহ. -এর সহোদরা ছিলেন। সুতরাং হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্র তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। তখনকার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পিতৃগৃহেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। সেই সাথে কোরআন শরীফ ও হিফজ করেন। বাল্যকালেই তিনি সে যুগের অন্যান্য হাদীস অন্বেষণকারীদের মতো হাদীস মুখস্থ শুরু করেন। গৃহ শিক্ষা সামাপ্ত করে ইমাম ত্বহাভী র. গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শহর মুখে যাত্রা করেন।

---

৬. قال صاحب وفيات الأعيان وكانت ولادته سنة ثمان وثلاثين ومائتين -٢٣٨هـ وقال أبو سعيد السمعانى: وولد سنة تسع و ثلاثين ومائتين ٢٣٩هـ. وقال بدر الدين العينى فى نخب الأفكار (٥/١): ولد الإمام الطحاوى سنة ٢٣٩هـ فيما رواه إبن يونس تلميذه عنه، وتابعه على ذالك معظم من ترجموا له وقد انفرد صاحب وفيات الأعيان من بينهم، فقال: إنه ولد سية ٢٣٨هـ ثم نقل عن السمعانى أنه ولد سنة ٢٢٩هـ وصح هذه الرواية الأخيرة، وهو تحريف بلا شك ، صوابه ٣٩ هـ كما جاء فى موضعين من المطبوع من كتاب "الأنساب" ٦٧/٤ـ و٢١٨/٨. وفى أصوله الخطية- أنظر: الجواهر المضية : ٢٧٣، وفيات الأعيان: ٤٤/١، والأنساب : ٣٢/٤، و ٢١٦/٢، بستان المحدثين: ١٤٤، سير أعلام النبلاء : ٥٢٠/١١، لسان الميزان :٤١٦/١، البداية والنهاية : ١٩٨/١١.

মিসরের খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রথিতযশা আলিম, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম মুযানী রহ. ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর মামা ছিলেন। মামার পরশেই তাঁর পরবর্তী শিক্ষা আরম্ভ হয়।[৭]

ইমাম মুযানী রহ. -এর নিকট থেকে তিনি হাদীস এবং [শাফেঈ] ফিকাহ-শাস্ত্র মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করেন। বিশ্ব বিশ্রুত গ্রন্থ ইমাম শাফেঈ'র 'মুসনাদ' ইমাম মুযানী রহ. -এর নিকটই শ্রবণ করেন। সেই সাথে তিনি শাফেঈ মাযহাব গ্রহণ করেন।[৮]

মাযহাব পরিবর্তন

ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের ঘটনা।[৯] ইমাম আবূ জা'ফর ত্বহাভী রহ. ইমাম মুযানী রহ. -এর নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষায় ব্রত ছিলেন। একদা ইমাম মুযানী রহ. কোন ঘটনাক্রমে তাকে লক্ষ করে বলেন যে, তুমি কোন দিন সফল কাম হতে পারবে না। এতে তিনি ব্যথিত হয়ে তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন। তারপর ইমাম আহমদ ইবনে আবূ ইমরান হানাফী র. -এর নিকট চলে যান এবং হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

---

٧. أنظر: نخب الأفكار :٧/١، والجواهر المضية: ٢٧٤، وبستان المحدثين : ١٤٤، وتاريخ دمشق الكبير :٣٦١/٥، ووفيات الأعيان :٤٤/١. قلت: قد نشأ رحمه الله – فى بيت علم وفضل ، فأبوه محمد بن سلامة كان من أهل العلم والبصر بالشعر وروايته ، وأمه معدودة فى أصحاب الشافعى الذين كانوا يحضرون مجلسه وخاله هو الإمام المزنى أفقه أصحاب الإمام الشافعى ، وناشر علمه . ويغلب على الظن أن مصدر ثقافته الاولى هو البيت ، ثم صار يرتاد حلقات العلم فحفظ القران ، ثم تفقه على خا له المزنى ، وهو أول من تفقه به وكتب عنه الحديث وسمع منه مروياته عن الشافعى سنة ٢٥٢هـــ كمافى شرح مشكل الأثار (٣٧/١): نخب الأفكار(٧/١) ملخصا .

٨. وكان تفقه أولا على خاله، وروى عنه "مسند الشافعى" رحمه الله- الجواهر المضية :٢٧٤.

٩. نشأ الإمام الطحاوى على مذهب الشافعى، فلما بلغ سن العشرين ترك مذهبه الأول، وتحول إلى مذهب أبى حنيفة فى الفقه، وقالاغد ذهب مترجموه فى تعليل تحوله مذاهب مختلفة. نخب الأفكار : ١ /٨، شرح مشكل الآثار: ٣٧/١.

এখন প্রশ্ন হল ঐ ঘটনাটি কী ছিল? যার ফলে ইমাম ইমাম ত্বহাভী রহ.-এর মতো চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান তাঁর আপন মামার সাথে এতদিনের নিবিড় সম্পর্কের পরও হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। জীবনী লেখকদের বর্ণনানুযায়ী ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর মাযহাব পরিবর্তনের দু'টি কারণ পাওয়া যায়:

১.একদা ইমাম ত্বহাভী র. ইমাম মুযানী রহ. -এর নিকট অধ্যয়নরত অবস্থায় একটি দুর্বোধ্য মাসআলায় উপনীত হন। অনেক চেষ্টার পরও তা বুঝতে সক্ষম হননি। ইমাম মুযানী রহ. মাসআলা বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তখন তিনি রাগত স্বরে বলেন, والله لايجيئ منك شيئا আল্লাহর কসম! তোমার নিকট থেকে সৃজন মূলক কোন কিছুই আসবে না। এ মন্তব্যের কারণ তাঁর মজলিস ত্যাগ করে আহমদ ইবনে আবূ ইমরানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন তখন মিসরের বিচারপতি। ইমাম ত্বহাভী রহ.তাঁর নিকটেই ফিকাহ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।[১০]

২. মাযহাব পরিবর্তনের দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, "মুহাম্মদইবনে আহমদ আশ-শুরুতী রহ. একদা ইমাম ত্বহাভী রহ.-কে মাযহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

١٠.وقال العلامة إبن حجر العسقلاني فى "لسان الميزان" (٤١٧/١٥): وكان أولا على مذهب الشافعى ثم تحول إلى مذهب الحنفية ، لكائنة جرت له مع خاله المزنى ، وذالك أنه كانيقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر ، فبالغ المزنى فى تقريرها له، فلم يتفق ذالك فغضب المزنى متضجرا ، فقال : والله لاجاء منك شيئ،فقام أبوجعفرمن عنده ، وتحول إلى أبى جعفر بن أبى عمران وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضى بكار فتفقه عنده ولا زمه ، إلى أن صارمنه ما صار . وفى"وفيات الأعيان"(٤٤/١):وكان شافعى المذهب يقرأ على المزنى فقال له يوما: والله لاجاء منك شيئ فغضب أبو جعفر من ذالك، وانتقل إلى أبى جعفر بن أبى عمران الحنفى، واشتغل عليه، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم . يعنى المزنى لوكان حيا لكفرعن

يمينه. هكذا فى"سير أعلام النبلاء": ٥٢١/١١.قال شاه عبد العزيزالدهلوى فى بستان المحدثين : هذالحكم على مذهب المزنى لاعلى مذهبه فأن مثل هذاليمين على رأى الحنفية من اللغوى ولاكفارة فيه بخلاف الشافعية فأنه عندهم من المنعقدة الخ.

الفوائدالبهية:٣٢،بستان المحدثين: ١٤٤.

তদুত্তরে ইমাম ত্বহাভী রহ. বলেন, আমি ইমাম মুযানী [আমার মামা] রহ. -কে সর্বদাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে অবলোকন করতাম। এতদ্দর্শনে আমিও হানাফী মাযহাবের কিতাবসমূহ অধিক পরিমানে অধ্যয়ন শুরু করি। তার ফলে আমার নিকট শাফেঈ মাযহাবের দলীলাদির মুকাবিলায় হানাফী মাযহাবের দলীলাদি বেশি মজবুত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। এ কারণেই হানাফী মাযাহাব গ্রহণ করি।"[11]

তথ্য বিশ্লেষণ

ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, গভীর প্রজ্ঞা থেকে একথা বুঝা মুশকিল যে, একটি বিষয়কে বারংবার বুঝানো সত্ত্বেও তা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। অথচ তাঁর রচিত গ্রন্থাদিও একথা প্রমাণ করে যে, তাঁর স্মরণশক্তি ছিল নজীরবিহীন। তদুপরি ইমাম মুযানী ও ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এটা কিভাবে হতে পারে যে, সামান্য বিষয়ে ইমাম মুযানী এভাবে চটে যাবেন। আর তিনিও মামার সাথে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবেন। فكلا ثم كلا !!!

এখানে স্বভাবিকভাবে আরও একটি আপত্তি দাঁড়ায় যে, ইমাম ত্বহাভী রহ. মামার আচরণে বিরাগ ভাজন হয়ে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী অন্য কারও নিকট না গিয়ে হানাফী মাযহাবের ফকীহ-এর কাছে কেন গেলেন? অথচ তখন মিসরের মাটিতেই ইমাম শাফেঈ'র অনুসারী ও প্রখ্যাত মনীষী ইমাম আবূ ইউসুফ বুওযাইমী ও হার মালাহ রহ. -এর মতো প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও খ্যাতিমান পণ্ডিতগণ বিদ্যামন ছিলেন।

তাছাড়া তখন হানাফী মাযহাবের তুলনায় প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি ছিল মালিকী মাযহাবের। আল্লামা ইবেন হাজার রহ. -এর বর্ণিত কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

١١.وقال أبوبكر بن خلكان فى "وفيات الأعيان" (٤٤/١) :وذكر أبو يعلى الخليلى فى كتاب "الإرشاد" فى ترجمة المزنى أن الطحاوى المذكور كان إبن أخت المزنى وأن محمد بن أحمد الشروطى قال: قلت للطحاوى لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة ؟ فقال : لأنى كنت أرى خالى أدم النظر فى كتب أبى حنيفة، فلذالك انتقلت اليه . أنظر: مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار :٣٧/١-٣٨ و نخب الأفكار : ٨/١-٩ وبستان المحدثين : ١٤٤-١٤٥. =

আল্লামা যাহেদ আল-কাউসারী রহ. ইবনে হাজার রহ. -এর বর্ণিত তথ্যের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার রহ. যা উল্লেখ করেছেন তা তাঁর সুনিপন কলমের স্পষ্ট বিকৃতি। এতে অনেক ভাবার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ আমরা জানি যে, ইমাম ত্বহাভী রহ. তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। সেই সাথে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর স্বভাবজাত মেধার উজ্জল প্রমাণ। তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও কোন মাসআলা বুঝতে না পারা অবান্তর। আরও অসম্ভব যে, ইমাম মুযানীর মতো র. মতো ধৈর্যশীল ব্যক্তি এমনটা....।[১২]

আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী রহ. বলেন, ইমাম ত্বহাভী রহ. তাঁর মামা ইমাম মুযানী রহ.-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন। এসময় ইমাম ত্বহাভী রহ. হানাফী মাযহাবের গ্রন্থাদি মুতালায় মনোনিবেশ করেন। এতে ইমাম মুযানী রহ. একদা তাকে লক্ষ করে বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি কখনও কৃতকার্য হতে পারবে না। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে তাঁর নিকট থেকে অন্যত্র চলে যান।

= .... وقال العلامة زاهد الكوثرى فى تحوله إلى مذهب أبي حنيفة: كان اسماعيل بن يحيى المزنى - خال الطحاوى. أفقه أصحاب الإمام الشافعي وأحدهم ذكاء، فأخذ الطحاوى يتفقه عليه فى نشأته، فكلما تقدم فى الفقه كان يجد نفسه بين التدافع مد وجزر فى التأصيل والتفريع، وبين أقدام وأحجام فى النقض والإبرام فى قديم المسائل وحديثها، فأخذ يتوصد مايعمله خاله فى المسائل الخلافية، فإذا هو كثير المطالعة لكتب أبي حنيفة، وقد أنحاز إلى رأى أبي حنيفة فى كثير من مسائل سجلها فى مختصره. فأخذ يطلع على المنهج الفقهى عند أهل العراق، فاجتذ به حتى أخذ يتفقه على أحمد بن أبي عمران الذى قدم مصر من العراق،كذالك اطلع على رد بكار بن قتيبة على كتاب المزنى، فاختار منهج أبي حنيفة فى الفقه فأثار ذالك بعض ضجة حيكت حولها حكايات. (الحاوى فى سيرة الإمام الطحاوى: ٤١٤ ملخصا بحواله نخب الأفكار).

١٢. قال الشيخ العلامة زاهد الكوثرى فى"الحاوى فى سيرة الإمام الطحاوى"(١٧-١٨):والذى حكاه إبن حجر فى اللسان فتصرف طريق من إبن حجر وفيه كثير من العبر ومن المعلوم أن الغباء الفطرى قلما يتحول إلى ذكاء بممارسة العلم وكتب الطحاوى شهود على ذكائه الفطرى ومثله لايكون ممن لايفهم المسئلة مهما بولغ فى تقريبها كما أن المزنى لاتستقصى عليه بيان مسئلة بحيث لايفهمها مثل الطحاوى فى انفاذ ذهنه......

এরপর ইমাম ত্বহাভী রহ. হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১৩]

ইলম অর্জনে সফর

ইমাম ত্বহাভী রহ. তাঁর মামার সংস্পর্শ ত্যাগ করার পর যে সব হানাফী আলেমদের নিকট ইলম অর্জন করেন তাদের মাঝে কাযী বাক্কার ইবন কুতায়বা[১৪] রহ. ও আহমদ ইবন আবূ ইমরান[১৫] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাযী বাক্কারের সাথে ছিল তাঁর চমৎকার ও গভীর সম্পর্ক। তিনি তাঁর থেকে হাদীস-শাস্ত্রে বেশি উপকৃত হন এবং তাঁর দ্বারা বেশি প্রভাবান্বিত হন। আহমুদ ইবনে আবূ ইমরান ছিলেন বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ। ইমাম ত্বহাভী তার কাছ থেকে বিশেষকরে ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর তিনি ২৬৮ হি. সনে শামে গমন করে কাযী আবূ হাযেমের নিকট ফিকহি জ্ঞানার্জন করেন। আল্লামা যাহেদ[১৬] কাউসারী রহ. "আল হাভী" নামক গ্রন্থে লিখেন, ইমাম ত্বহাভী রহ. ইলমে হাদীস অর্জনের জন্য ইয়ামান, হিজাজ, সিরিয়া, খুরাসান, কূফা, বসরা প্রভৃতি অঞ্চল সফর করে খ্যাতনামা ও বিখ্যাত হাদীস বিশারদের নিকট থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন।

---

١٣. وقال الشيخ العلامة عبد الحيئ اللكنوى ؒ فى"فوائد البهية"(٣٢): وكان يقرأ على المزنى الشافعى وهو خاله وكان الطحاوى يكثر النظر فى كتب أبى حنيفة فقال له المزنى والله لايجيئ منك شيئ فغضب وانتقل من عنده وتفقه فى مذهب أبى حنيفة وصار إماما.

١٤. ودخل مصر قاضيا من قبل المتوكل يوم الجمعة سنة ست وأربعين ومائتين ، كان عالما فقيها محدثا، عظيم الحرمة وافر الجلالة، لايخشى فى الحق لومة لائم، مضرب المثل فى الزهد والصلاح والاستقامة، اتصل به الإمام الطحاوى وهو شاب، وسمع منه، وتأثر بمنهجه، وبه انتفع وتخرج إلا أن انتفاعه به كان فى الحديث أكثر منه فى الفقه . نخب الأفكارملخصا: ١١/١.

١٥. لازمه أبو جعفر وتفقه به مدة عشرين سنة ، مكنته من الإحاطة بمذهب الحنفية، ومعرفة دقائقه، واختلاف روايته. نخب الأفكارملخصا: ١٠/١.

١٦. وخرج إلى الشام سنة ٢٦٥هـ فلقى القاضى أبا حازم: تاريخ دمشق الكبير: ٣٦١/٥.

মিসরে কাযী পদে ইমাম ত্বহাভী রহ.

ইমাম ত্বহাভী রহ. প্রথমে তাঁর উস্তাদ কাযী বাক্কারের কাতেব ও সহযোগী হিসাবে নিয়োগপ্রপ্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাযীর সহযোগী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। ২৭০হিজরীতে বাক্কার তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়ে বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হন তখন ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ-কষ্ট। কাযী বাক্কারের ইন্তিকালের পর দীর্ঘ সাত বছর কাযীর পদ শূন্য থাকে। তারপর মুহাম্মদ ইবনে আবদা কাযী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ইমাম ত্বহাভী -এর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখে কাযী তাকে পদোন্নতি দিয়ে নায়েবে কাযী হিসাবে নিযুক্ত করেন[১৭]।

উস্তাদবৃন্দ

ইমাম ত্বহাবী রহ. বিভিন্ন বিষয়ে সমসায়িক বিশেষজ্ঞগণের নিকট থেকে ইলম অর্জনে একান্ত উৎসাহী ছিলেন। বহু সংখ্যক মনীষী থেকে তিনি হাদীস, তাফসীর, ইলমে কালাম, প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার অর্জন করেন। সেই সাথে তিনি হাদীস এবং ফিকাহ-শাস্ত্রে অস্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইমাম ত্বহাভী রহ. যাদের পরশে এত উঁচু স্থানে সমাসীন হয়েছেন, তাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

- ❖ ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল আল-মুযানী আল-মিসরী [মৃ.২৬৪হি.]
- ❖ আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে আবূ ইমরান আল-বাগদাদী রহ. [মৃ.২৮০হি.]
- ❖ কাযীউল কুযাত আবূ হাযেম আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুল আযীয আস-সুকুনী আল-মিসরী [মৃ.২৯২হি.]
- ❖ আবূ বকর বাক্কার ইবনে কুতায়বা আল-বিসরী রহ. [মৃ.২৭০হি.]
- ❖ আবূ উবায়েদ আলী ইবনে হাসান ইবনে হাযর ইবনে ঈসা রহ. [মৃ.৩১৯হি.]

---

١٧. ويذكر صاحب الجواهر المضية (٢٧٥): وكان كاتبا للقاضى بكار بن قتيبة. وفى مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار (٥٤/١): اختاره القاضى محمد بن عبدة ليكون كاتبه، لما عرف عنه من الصفات التى تؤهله لهذاالمنصب الخ.

- ❖ আবূ আব্দুর রহমান মাহমুদ ইবনে শুয়াইব আন নাসাঈ রহ. [মৃ.৩০৩হি.]
- ❖ শায়খুল ইসলাম আবূ মূসা ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা আল-মাদানী, আল-মিসরী রহ. [মৃ.২৬৪হি.]
- ❖ আবূ মুহাম্মদ আর-রবঈ ইবনে সুলায়মান আল-মিসরী রহ. [মৃ.২৭০হি.]
- ❖ আবূ যুরআহ আব্দুর রহমান ইবনে আমর আদ দিমাশকী রহ. [মৃ.২৮১হি.]
- ❖ আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবূ দাউদ আল-আমালী, আল-কূফী [১৮] [মৃ.২৭০হি.]

ছাত্রবৃন্দ

হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় তাঁর খ্যাতি অর্জন, শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে তোলে। ফলে দেশ বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট অসংখ্য ছাত্র অধ্যয়ন করতে আসেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যাক ছাত্রের নাম প্রদত্ত হল: ১.আবুল ফরজ আহমদ ইবনুল কাসেম আল-বাগদাদী রহ. [মৃ.৩৬৪হি.]।
২.আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারী রহ.।
৩.ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-জুরযানী রহ. [মৃ.৩৬৪হি.]
৪.আবূ আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনে আহমদ রহ. [মৃ.৩৭২হি.]।
৫.আবূ আলী আল-হুসাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে জাবের রহ. [মৃ.৩৬৮হি.]।
৬.হামীদ ইবনে তাওয়াবাহ আবুল কাসেম আল জুযামী রহ.।
৭.আবুল কাশেম সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ূব রহ.।
৮.আবূ আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুরযানী রহ.।
৯. আবূ সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস রহ. [মৃ.৩৪৭হি.]।

١٨.أنظر: نخب الأفكار:١/١١، ووفيات الأعيان:١/٤٤، ومقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار: ١/٤١-٤٧، والجواهر المضية:٢٧٤، وسير أعلام النبلاء::١١/٥٢١.

১০. আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল-হুসাইন বাগদাদী রহ. ।[১৯]

ইন্তেকাল

ইমাম তুহাভী রহ. ৮২ বছর বয়সে যি'ল কা'আদ মাসের প্রারম্ভে ৩২১ হিজরী সনে ২৪ অক্টোবর ৯৩৩ সালে বৃহঃপতিবার রাতে ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থকাররের মতে তুহাভী রহ. মিসরেই ইন্তেকাল করেন। 'আল-ফিরাকাতুস সুগরা'য় বনুল আশআস গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। [২০]

মনীষীদের দৃষ্টিতে

হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের মহা পণ্ডিতগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ইমাম তুহাভী রহ. ছিলেন হাফেজে হাদীস, বিশ্বস্ত, ইমাম এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ফকীহ।[২১]

- আল্লামা ইবনুল আছীর রহ. বলেন, ইমাম তুহাভী রহ., বিশ্বস্ত ফকিহ এবং বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর মতো আলেম পাওয়া যায়নি।[২২]

١٩.وفى نخب الأفكار(١/١٨-١٩): قد ارتحل إلى الطحاوى عدد غير قليل من أهل العلم ، وفيهم كثير من الحفاظ المشهورين فسمعوا منه وانتفعوا به، ورووا عنه فمن هرلاء. هكذا فى مقد مة التحقيق لشرح مشكل الآثار:١/٧٢.

٢٠. وفى نخب الأفكار(١/٢٠-٢١): توفى الإمام الطحاوى رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاثين مائة ليلة الخميس مستهل ذى القعدة بمصر، ودفن بالفرافة الصغرى فى تربة بنى الأشعث. وقبر الطحاوى فى شارع الإمام الليث الموازى لشارع الإمام الشافعى عند نهاية خط الترام على يمين المتجه إلى الإمام الشافعى، والضريح تحت قبة أثرية وأمام القبرشاهد مكتوب عليه إسمه وتاريخ ميلاده (سنة٢٢٩هـ) وتاريخ وفاته (سنة٣٢١هـ).أنظر: الفوائد البهية:٣٣، الجواهر المضية:٢٧٣، مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار:١/١٠١، سير أعلام النبلاء: ٥٢١/١١، وفيات الأعيان: ١/٤٤، تاريخ دمشق الكبير: ٣٦٢/٥،شذرات الذهب: ٢٨٨/٢، الأنساب: ٤ /٣٢و٢/٢١٦،وبستان المحدثين: ١٤٥.

٢١. وقال الإمام السمعانى فى "الأنساب" (٤/٣٢): كان إماما، ثقة، ثبتا، فقيها، عالما، لم يخلف مثله.

٢٢. وقال إبن الأثير فى "اللباب" (٢/٢٧٢): كان إماما ، فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثبتا. مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار:١/٦٤.

- সালাহ্ আস-সফদী রহ. বলেন ইমাম ত্বহাভী রহ. বিশ্বস্ত, অতি মর্যদাবান, সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকারী, ফিকহ শাস্ত্রবিদ এবং বুদ্ধিমান। [২৩]
- আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, তিনি ছিলেন হানাফী ফিকহ শাস্ত্রবিদ, মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ বহু গ্রন্থাদির রচয়িতা। সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বস্ত এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফেজে হাদীসের মাঝে অন্যতম। [২৪]
- আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. [মৃ.৯১১হি.] বলেন, ইমাম ত্বহাভী রহ. হাদীসের হাফেজ, অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা, সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী এবং ফকিহ ছিলেন। [২৫]
- হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম ত্বহাভী রহ. একই সাথে মুহাদ্দিস, হাফেজ, সিকাহ, সাবত, ফকীহ, বুদ্ধিমান এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের একজন। [২৬]

---

٢٣. وقال الصفدى فى "الوافى بالوفيات"(٩/٨): كان ثقة، نبيلا، ثبتا، فقيها، عاقلا، لم يخلف بعده مثله. مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار : ٦٥/١.

٢٤. وقال إبن كثير فى"البداية والنهاية"١١/.....): الفقيه الحنفى صاحب التصانيف المفيدة والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الاثبات، والحفاظ الجهابذة .

وقال الشيخ العلامة عبد الحي اللكنوى رح: وما أحسن كلام المولا عبد العزيز المحدث الدهلوى فى"بستان المحدثين" قال مامعربه إن مختصرالطحاوى يدل على أن كان مجتهدا و لم يكن مقلدا للمذهب الحنفي تقليدا محضا فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة ما لاح له من الأدلة القوية. انتهى.

وبالجملة فهو فى طبقة أبى يوسف ومحمد لاينحط عن مرتبتهما على القول المسدد. الفوائد البهية : ٣١-٣٢. وقال إبن خلكان : انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر .الفوائد البهية: ٣٤.

٢٥. وقال الإمام السيوطى: الإمام العلامة، الحافظ، صاحب التصانيف البديعة.... وكان ثقتا فقيها ، لم يخلق بعده. مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار : ٦٦/١.

٢٦. وقال الإمام الذهبي فى "سير أعلام النبلاء" (٥٢٠/١١): الإمام العلامة الحافظ محدث الديار المصرية وفقيها ثم قال: ومن نظر فى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه.

আল্লামা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী রহ. বলেন, আবূ জা'ফর ত্বহাভী রহ. উচ্চ মর্যাদাশীল ও খ্যাতি সম্পন্ন ইমাম ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহ তাঁর প্রশংসা ও উত্তম আলোচনায় পরিপূর্ণ রয়েছে।[২৭]

ফায়েদা

খুরাসান ও মা-ওরা-আন্‌নহার প্রভৃতি রত্নপ্রসবিনী এলাকা হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শাতাব্দীতে হাদীস এবং ফিকাহ শাস্ত্রে এমন মহৎ ব্যক্তিগণের জন্ম দেয় যাদের তুলনা মুসলিম বিশ্বে বিরল। এ অঞ্চলের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে আল-আকদেসী রহ. বলেন, "ইহা একটি মহা মর্যদাপূর্ণ আবাসস্থল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী জ্ঞানী ও মহত্ত্বের অধিকারী। এসব এলাকা পূন্যের খনি, জ্ঞানের আধার, ইসলামের সুর্দঢ় গম্ভুজ ও মহা দূর্গ। এখানের শাসকগণ ছিলেন সর্বত্তোম শাসক। সেনাবাহিনী ছিল সর্বোত্তম। এখানকার ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ ছিলেন শাসকগণের সমমর্যাদাসম্পন্ন।

কোন কোন শায়খের ক্ষেত্রে তিনি কুতুবে সিত্তার সংকলকগণের শরীক ছিলেন

সুজলা সুফলা উর্বর এ অঞ্চলে অধিক প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম তাহাভী রহ. তাদের সাময়িক ছিলেন। এমনকি কোন কোন উস্তাদের ক্ষেত্রে তিনি তাদেরও শরিক ছিলেন। কুতুবে সিত্তা সংকলকগণেরও উস্তাদ ছিলেন। নকশায় তা প্রদত্ত হল:

---

২৭. والشيخ عبد الحى اللكنوى رح: إمام جليل القدر مشهور فى الافاق ذكره الجميل مملوء فى بطون الأوراق . الفوائد البهية: ٣١-٣٢.

ক্রমিক	কুতুবে সিত্তার সংকলক	সংক:মৃ.তা.	ত্বহাভী র. -এর বয়স	উভয়ের শায়খ
১	ইমাম বুখারী রহ.	২৫৬হি.	১৭	
২	ইমাম মুসলিম রহ.	২৬১হি.	২২	হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা
৩	ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.	২৭৩	৩৪	হারুন ইবনসাঈদ,রাবী ইবনে সুলাইমান,এবংআব্দুল গনী ইবনে রিফা'আ
৪	ইমাম আবূ দাউদ রহ.	২৭৯	৩৬	হারুন ইবন সাঈদ, রাবী আল-জীযী এবং ইবরাহীম ইবনে মারযুক রহ.
৫	ইমাম তিরমিযী রহ.	৩০৩	৪০	
৬	আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন্নাসাঈ রহ.		৬৪	হারুন ইবন সাঈদ, রাবী আল-জীযী এবং ইবরাহীম ইবনে মারযুক রহ. [২৮]

---

٢٨. وفى مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار (٣٦/١): قد عاصرا الإمام الطحاوى الأئمة الحفاظ أصحاب الكتب الستة ومن كان فى طبقتهم ، وشارك بعضهم فى رواياتهم فقد كان عمره حين مات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى صاحب "الصحيح"
١٧- عاما وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج صاحب "الصحيح"
٢٢- عاما ، وكان عمره حين مات أبوداؤد السجستانى صاحب "السنن".
٣٦- عاما وكان عمره حين مات أحمد بن شعيب النسائى.
٦٤- عاما وكان عمره حين مات أبو عيسى الترمذى صاحب "الجامع"
٤٠-اما.وكان عمره حين مات محمد إبن ماجة صاحب "السنن"
٣٦- عاما.

রচনাবলী

হাদীস, তাফসীর, আক্বীদা, ফিকহও তারিখ বিষয়ে ইমাম ত্বহাভী র. কালজয়ী গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর নচনালীর সংখ্যা ৩০ শের অধিক বলে উল্লেখ করেছেন।

- شرح معانى الآثار
- شرح مشكل الآثار
- اختلاف الفقهاء
- مختصر الطحاوى
- أحكام القران
- العقيدة الطحاوية
- نقض كتاب المدلسين
- التسوية بين حدثنا وأخبرنا
- والشروط الصغير
- والشروط الأوسط
- والشروط الكبير [٢٩]

---

٢٨. وفى مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار (٣٦/١): قد عاصرا الإمام الطحاوى الأئمة الحفاظ أصحاب الكتب الستة ومن كان فى طبقتهم ، وشارك بعضهم فى رواياهم فقد كان عمره حين مات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى صاحب "الصحيح"

٢٨. وفى مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار (٣٦/١): قد عاصرا الإمام الطحاوى الأئمة الحفاظ أصحاب الكتب الستة ومن كان فى طبقتهم ، وشارك بعضهم فى رواياهم فقد كان عمره حين مات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى صاحب "الصحيح"

٢٩. يعد الإمام الطحاوى من أقدر الناس على التأليف، وقد صنف كتابا متنوعة فى العقيدة والتفسيروالحديث والفقه والتاريخ والشروط، قد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يزيد على ثلاثين كتابا.الجواهر المضية: ٢٧٦، مقدمة التحقيق لشرح مشكل الآثار: ٨٠/١.

শরহু মাআ'নিল আছার

প্রকৃত নামঃ

شرح معانى الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام[৩০]

প্রসিদ্ধ নামঃ শরহু মাআ'নিল আছার।

সংকলনের পটভূমি

ইমাম ত্বহাভী রহ. -এর যামানায় হাদীস অস্বীকারকারী ইসলামের শত্রু এবং দ্বীনের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণকারী সম্প্রদায় হাদীসের উপর জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে নানাভাবে কলা কৌশলে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে আরম্ভ করে। সে কারণে কিছু সংখ্যক উলামাদের অন্তরে এচাহিদার সঞ্চার হয় যে, তাদের অযৌক্তিক দাবী খণ্ডন ও হানাফী মাযহাব সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে হাদীসের একটি কিতাব প্রয়োজন। তারপর ইমাম ত্বহাভী রহ. তাঁর কিছু ছাত্র এবং বন্ধুদের আহ্বানে এ কিতাব রচনা করেন।[৩১]

বৈশিষ্ট্যাবলী

- সকল ফুকাহায়ে কেরামের প্রমাণাদির এবং আছারে সাহাবা ও তাবিঈনের বিশাল সম্ভার। যার নজীর ইসলামী কুতুবখানায় পাওয়া মুশকিল।
- তিনি হাদীসের ওপর সনদিভাবে যথোপযুক্ত আলোচনা করেছেন এবং হাদীসের ওপর মতনিভাবেও আলোকপাত করেছেন।
- অধিকাংশ স্থানে এমন হাদীস আনা হয়েছে যা অন্য কোন গ্রন্থে আনা হয়নি।
- طرق متعددة তথা হাদীসের বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করে তিনি হাদীস শক্তিশালী করেছেন।

---

৩০. شرح معانى الآثار:(كتاب الجهاد، باب فتح مكة عنوة).

৩১. "شرح معانى الآثار" وهو أول تصانيفه، يقول فى صدره: سألنى بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام التى يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها ومنسوخها، وما يجب به العمل منها..........الخ.

- তিনি অধ্যায়ের উপসংহারে তাঁর অনুসৃত মতামত, অপর একটি সর্বসম্মত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। যার উদাহারণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া বিরল। এটাকে তিনি- أما وجه ذالك من طريق النظر বলে ব্যক্ত করেছেন।
- তিনি হাদীসের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে متأخرين -এর তুলনায় متقدمين - এর পন্থা প্রাধান্য দিয়েছেন।
- আলোচ্য বিষয়ে তিনি সাহাবী এবং তাবিঈগণের মূল্যবান মতামত উল্লেখ করে থাকেন।
- أئمة جرح وتعديل -এর মতামতও বর্ণনা করেন।
- পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমে এমনপন্থা অবলম্বন করেন যাতে বিরোধ দূরীভূত হয়ে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যথাসম্ভব কোন হাদীসকে দূর্বল বলে আখ্যায়িত করেননি।
- পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের মধ্যে যদি কোন সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় এবং কোন হাদীস মানসূখ বলে প্রমাণিত হয় তবে তিনি অকাট্য দলীদের আলোকে নাসেখ মানসূখের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।
- হানাফী মাযহাবের দলীল পেশ করার পর অন্যদের উত্তর প্রদান করেছেন।
- কোন সময় শিরোনামে এমন হাদীস চয়ন করেন যার সাথে বাহ্যিকভাবে শিরোনামের সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।[৩২]

---

৩২. ومنهج الطحاوى فى هذا الكتاب أنه يورد أحاديث وآثارا تفيد حكما معينا ذهب إليه بعض العلماء مستندين إلى هذه الآثار والأحاديث. ثم يأتى بأحاديث وآثار أخرى، تفيد نقيض الحكم الأول، ثم يرجح بعض الآثار على بعض. وغالبا ما يأتى بالرأى المخالف فى الأول، وإن ذهب إلى هذا الرأى بعض أئمة الأحناف بين ذالك، ثم يأتى بالرأى الذى يميل إليه ثانيا، ويحتج له بالآثار، =

শরহু মাআ'নিল আছার-এর স্তর

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী র. হাদীসের গ্রন্থাদির চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

১ম স্তর:

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা মালেক।

২য় স্তর:

সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে নাসাঈ।

৩য় স্তার:

সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে শাফেঈ ও শরহু মা'আনিল আছার।

৪র্থ স্তর:

কিতাবুজ্ জুয়া'ফা লিল উক্বায়লী, কিতাবুল কামেল ইত্যাদি।

কিন্তু অনেক মুহাক্কিকগণ শরহু মাআ'নিল আছারকে ৩য় স্তরে রাখার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তাদের মতে শরহু মাআ'নিল আছার দ্বিতীয় স্তরে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী র. বলেন, সুনানে আবূ দাঊদ, তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থের তুলনায় শরহু মাআ'নিল আছার-এর মর্যাদা কম নয়। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেন, শরহু মাআ'নিল আছার সুনানে আবূ দাউদের নিকটবর্তী।

তাঁর মতে এগ্রন্থের কিছু কিছু রাবী সম্পর্কে সমালোচনা থাকলেও এর সকল রাবীই সুপরিচিত।[৩৩]

= وقد يتتبع الكلمة أوالتعبير فى استعمال الأحاديث ليصل إلى المراد منها، وفى أثناء ذالك يتبين سعة علمه بنقد الرجال، وعلل الأحاديث. ثم يأتى بالعلة العقلية أوالنظر، ليقوى الرأى المختار، وقد يقدم على النظر الاحتجاج بعمل الصحابة والتابعين أو يؤخره عنه، ثم يبين أن هذا الرأى الذى رجحه هو رأى أئمة الأحناف أو بعضهم ويترك ذالك إلا قليلا. وقلما يصرح الطحاوى بإسمى مخالفة من غير مذهب الأحناف وإنما شأنه أن يقول:(فذهب قوم إلى هذه الآثار......... وخالفهم فى ذالك آخرون) ثم لايذكر من الأسماء الموافقة أو المخالفة إلا أسماء أئمة الأحناف، وإلاأسماء الصحابة والتابعين. أما أصحاب المذاهب الأخرى أو تلامذقم، فقلما يصرح بإسم واحد منهم. أبوجعفر الطحاوى، انتهى ملخصا.

٣٣. الحطة فى ذكر الصحاح الستة:١١٩، أبو جعفر الطحاوى وأثره فى الحديث:٣١٧-٣٢١. وقال سيخ شيوخنا المحدث الناقد عبد الفتاح أبو غدة فى حاشية "الأجوبة الفاضلةللأسئلة العشرة الكاملة": وعندى نظر طويل جدا فى عد الشيخ (كتب البيهقى والطحاوى) من هذه الطبقة الثالثة مع تعميمه الحكم على كتبهما، وخاصة الطحاوى، فإنه مشهود له بالإمامة والتبريز فى العلم ونقد الرجال مع النزاهة والتجرد. =

সংকলনের উদ্দেশ্য

* আহকাম সম্পর্কিত হাদীস পরস্পর বিরোধ নরসণ করা।
* নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়া।
* পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে সকল হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব তা স্পষ্টাকারে তোলে ধরা।
* তাঁর মতে যাদের অভিমত বিশুদ্ধ তাদের পক্ষে কোরআন, সহীহ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবিঈগণের সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত দ্বারা দলীল কায়েম করা।
* গভীর চিন্ত ও গবেষণার পর তিনি বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। আর প্রত্যেক অধ্যায়কে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করেন।

ত্বহাবী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

যুগে যুগে বহু উলামায়ে কেরাম একিতাবের অনেক ব্যাখ্যা ও টীকা গ্রন্থ লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

- الحاوی فی تخریج أحادیث معانی الآثار হাফেজ আব্দুল কাদের কুরশী র.।
- مبانی الأخبار আল্লামা আইনী র.।
- نخب الأفكار আল্লামা আইনী র.।
- معانی الأخبار فی رجال معانی الآثار আল্লামা আইনী র.।
- أمانی الأخبار হজরতযী ইউসুফ র.।
- الإيثار فی رجال معانی الآثار হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগা র.।

= وقال شيخ عبد العزيز الدهلوى نجل الشيخ ولى الله فى"العجالة النافعة": ورجال هذه الكتب- كتب الطبقة الثالثة-موصوفون بالعدالة، وبعضهم مستورون، وبعضهم مجهول الحال، ولهذا لم يمكن أكثر أحاديث هذه الكتب معمولا بها عند الفقهاء، بل انعقد الإجماع على خلافها. وبين هذه الكتب أيضا تفاوت وتفاضل، وبعضها أقوى من بعض، ومنها:"مسند الشافعي" و "سنن إبن ماجة" و "مسند الدارمى" و سنن الدارقطنى" انتهى. كما نقله عنه وعربه صديق حسن خان فى الحطة.

قال عبد الفتاح: دعوى الشيخ عبد العزيز رح : (إن أكثر هذه الكتب لم يكن معمولا بها عند الفقهاء، وأن الإجماع انعقد على خلافها) ودعوى باطلة مردودة لاتحتاج إلى بيان. وقد رأيت من العلامة المتأخرين المحدث الفقيه الشيخ محمد حسن السنبهلى الهندى المتوفى: ١٣٠٥ فى فاتحة كتابه العظيم "تنسيق النظام فى ترتيب مسند الإمام" أى الإمام أبى حنيفة (صـــ٦): كلاما جيدا جدا انتقد فيه كلام الشيخ من العزيز ووالده رحمهم الله تعالى وإيانا، وساق منه انظارا حسنة فراجعه لزاما. انتهى ملخصا.

ইমাম মালেক রহ.

[৯৩-১৭৯. মোতা. ৭১১-৭৯৫ঈ.]

নামঃ মালিক; উপনামঃ আব্দুল্লাহ; উপাধিঃ ইমামু দারুল হিজরাহ; পিতাঃ আনাস।

বংশ পরম্পরা

أبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي[১] عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان[২]بن حثيل[৩] بن عمرو بن الحارث ذى أصبح الأصبحى المدنى .

ইমামে দারুল হিজরা আবূ আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবূ আমের ইবনে আমর ইবনে হারেস ইবনে গায়মান ইবনে হুছাইল ইবনে আমর ইবনে হারেস যিল আসবাহ আল-আসবাহী আল মাদানী।

জন্ম

ইমাম মালিক রহ. মদীনার উত্তরে 'যুলমারওয়া' নামক স্থানে এক দরিদ্র পরিবারে ৯৩ হি. মোতা. ৭১২খৃ. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম আলীয়্যাহ[৪]। ইমাম মালেক রহ. অস্বভাবিকভাবে দু'বছর [মতান্তরে তিন বছর] মাতৃগর্ভে ছিলেন[৫]।

---

১. وقال الإمام الدهلوى فى المسوى(١/٢٠) : وأبو عامر صحابي جليل حضر مع النبى صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها إلاغزوة بدر. وولد مالك ''جد الإمام مالك'' من كبار التابعين وعلمائهم. انتهى ملخصا.

২. وقال الشيخ زكريا فى''أوجزالمسالك''(١/١٧): ويقال عثمان بعين مهملة وثاء مثلثة واختار إبن فرحون الأول.

৩. وفى هامش سير أعلام النبلاء (٣٨٢/٧):بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة : كذا ضبطه إبن ماكولا وحكاه عن محمد بن سعد. وقال أبو الحسن الدارقطنى وغيره: جثيل بالجيم، وحكاه عن الزبير. وفى القاموس المحيط خثيل. أنظر: سير أعلام النبلاء:٣٩٨/٧.

৪. سير أعلام النبلاء (٢٣٨/٧): مولد مالك على الأصح فى سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنظر: أوجز المسالك: ١٩/١. والأنساب للسمعانى:١٨٢/١. والإنتقاء:٣٧. =

বাল্যজীবন ও শিক্ষা জীবন

ইমাম মালেক রহ. যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন মদীনা মুনাওয়ারাহ ছিল ইলম চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। তাঁর পরিবার এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। পরিবারে ইলমী পরবেশ বিরাজিত থাকায় বাল্য কাল থেকেই তিনি ইলম অর্জনের প্রতি অতি উৎসাহী ও আগ্রহী ছিলেন।

এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, "একদা আমি আমার মাতাকে ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে সফর করার কথা বললে, তিনি আমাকে নিজ হাতে ইলম শিক্ষার পেশাকে সজ্জায়ন করে বলেন, ইলম শিক্ষার পূর্বে শিষ্টাচার শিক্ষার জন্য রাবী'আহ ইবনে আবূ আব্দুর রহমানের দরবারে যাও।" ইমাম মালিক রহ. আরও বলেন, আমার পিতা আমাকে ও আমার ভাইকে একটি মাসআলা সম্পর্কে একদা জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি সঠিকভাবে দিতে উত্তর দিতে না পারায় আমার পিতা বলেন, কবুতর তোমাকে তোমার ইলম হতে সরিয়ে দিয়েছে। তা শুনে আমার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগে। তারপর অবিরাম সাত বছর যাবত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে হরমুযের নিকট ইলম অর্জনে নিমগ্ন থাকি। এসময়ের মধ্যে অন্য কারো দরসে উপস্থিত হইনি। তাঁর বাল্যকালের উস্তাদগণের অন্যতম ছিল সাফওয়ান ইবনে সুলায়মান।

...................=

৫. وقال شيخ الحديث فى "أوجز المسالك"(١/١٩): واختلف ايضا فى مدة حمله والمشهور عند أهل التاريخ أنه حمل فى بطن أمه ثلاث سنين. وفى"النبلاء" (٣٨٧/٧):قال معن، والواقدى ومحمد بن الضحاك: حملت أم مالك بمالك ثلاث سنين. وعن الواقدى قال: حملت به سنتين.

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: يكثر مثل هذا الاختلاف فى سنة الولادة، أو الوفاة، فى رجال القرن الأول والثانى، وسببه كما قال شيخنا العلامة الكوثرى رحمه الله تعالى فى "تأنيب الخطيب"(١٦٥): وإن فى مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلافا كثيرا، لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة، فلايثبت فى أغلب الوفيات برواية أحد النقلة. وقال فى(صـــ٢٠): وعند تعدد الأقوال والروايات فى الولادة أوالوفاة، يؤخرالقول المتأخر فى الولادة، والمتقدم فى الوفاة، انتهى ملخصا. مافى الإنتقاء:٣٧.

একদা তিনি ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে বলেন, "স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি আয়না দেখছি, ইমাম মালেক রহ. স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আপনি পরকালের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপকরণ সংগ্রহ করছেন। এতদ্দশ্রবণে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন:

أنت اليوم مويلك ولئن بقيت تكون مالكا اتق الله يا مالك إن كنت مالكا والأفأنت هالك.

অর্থাৎ আজ তুমি ছোট মালিক। তবে যদি বেঁচে থাক একদিন সত্যিকার মালিক হবে। যদি তুমি প্রকৃত মালিক হতে চাও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। অন্যথা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।[৬]

উস্তাদবৃন্দ

ইমাম মালেক রহ. উস্তাদ নির্বাচনে বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা, জ্ঞানের গভীরতা, স্মৃতিশক্তির বিচক্ষণতা প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য দিতেন। ইমাম মালেক রহ. প্রথম ব্যক্তি যিনি মদীনার ফুকাহায়ে কেরামের যাচাই-বাছাই করেন। তিনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন যারা হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম মালেম রহ. -এর উল্লেখযোগ্য উস্তাদবৃন্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে পেশ করা হল:

- আলকামাহ ইবনে আবূ আলকামাহ রহ. [১৩৭-১৫৮হি.]
- রাবী' ইবনে আবূ আব্দুর রহমান আর্- রায় রহ. [মৃ.১৩৬]
- না'ফি ইবনে আবূ আব্দুর রহমান রহ. [মৃ.১১৭হি.]
- আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে হরমুয রহ. [মৃ.১৪৮হি.]
- মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয্-যুহরী রহ. [মৃ.১২৪হি.]
- মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রহ. [মৃ.১৩০হি.]
- কাসিম ইবনে মুহাম্মদ আবূ বকর রহ. [মৃ.১০৮হি.]
- আবুল মুনযির হিশাম ইবনে উরওয়া রহ. [মৃ.১৪৬হি.]
- আবূ আবদিল্লাহ জা'ফর আস্-সাদিক রহ. [মৃ.১৪৬হি.]
- আবূ সাঈদ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী রহ. [মৃ.১৪৩হি.][৭]

---

٦. أنظر: أوجز المسالك: ١/٢٣-٢٦، الأنساب: ١/١٨٢، سير أعلام النبلاء: ٧/٣٨٢، المسوى:١/١٩.

٧. أنظر: سيرأعلام النبلاء:٧/٣٨٣، والأنساب: ١/١٨٢. تهذيب التهذيب:٥/٣٠١، تهذيب الكمال:٢٧/٩٢. وقال الشيخ الحديث زكريا رحمه الله فى"أوجز المسالك"(١/٢٥):وهم أكثر من أن يحصر، قال الزرقانى أخذ عن تسع مائة شيخ فأكثر. انتهى ملخصا. وفى "الانتقاء" (صـ٥٢): كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولايحدث إلا عن ثقات الناس.

স্মৃতিশক্তি ও বৈশিষ্ট

বিচ্ছিন্নভাবে কারও কারও নিকট হাদীসের কিছু সংগ্রহ থাকলেও সে যুগে হাদীসের কোন ব্যাপক সংকলন ছিল না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির উপরই নির্ভর করতে হতো। ইমাম মালেক রহ. সর্বপ্রথম ব্যাপকহারে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ নেন। যেসব হাদীস তিনি শুনতেন তা লিখে ফেলতেন। তিনি অর্জিত জ্ঞানকে দ্বীনের অংশ মনে করতেন। ইলম অর্জন করতে গিয়ে তিনি অনেক বৈষয়িক স্বার্থ ও আরাম আয়েশ বর্জন করেন। প্রখর রোদের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করে তিনি শায়খদের দরবারে হাজির হতেন। শীতের প্রকোপ উপেক্ষা করে তাদের দরজায় অপেক্ষা করতেন। ঈদের দিন পর্যন্ত তাদের বাড়িতে গিয়ে তিনি ধর্ণা দিতেন।[৮]

হাদীস বর্ণনা ও ফতুয়া দান

ফতুয়া দানে তিনি খুব সতর্কতা আবলম্বন করতেন। সেই সাথে যাথাসম্ভব হাদীসও কম রেওয়ায়াত করতেন। একদা ইমাম শাফিঈ রহ. তাকে হাদীস জিজ্ঞেস করার মনস্ত করলেন। উক্ত মজলিসে ইমাম মালিক রহ. ১০ টি হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম শাফিঈ রহ. তাকে কাঙ্ক্ষিত হাদীসটি জিজ্ঞেস করলে ইমাম মালেক রহ. বলেন, আজ আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। তাঁর শিষ্য ইয়াইয়া ও মুসআব তাঁর ফতুয়াসমূহ লিখে রাখতেন। কোন মাসআলায় পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পারলে তিনি তা লিখতে বারণ করতেন।

---

৮. أنظر: سيرأعلام النبلاء:٧/٣٩٥، وفى"الأنتقاء" (٤٩) باب ذكر حفظه وضبطه وإتقانه: ...... عن مالك بن أنس قال: قدم علينا الزهرى، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، ثم أتيناه الغد، فقال: أنظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ماحدثتم به أمس، أى شيئ فى أيديكم منه؟ قال : فقال له ربيعة: هاهنامن يرد عليك ما حدثت به أمس، قال: ومن هو؟ قال: إبن أبى عامر، قال: هات، قال: فحدثته بأربعين حديثا منها، فقال الزهرى: ماكنت أرى أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى.

وذكر أبوالبشر الدولابى.... قال نا مالك بن أنس: قال: لقيت إبن شهاب يوما فى موضع الجنائز على بغلة له، فسألته عن حديث فيه طول، وحدثنى به فلم أحفظه، قال: فأخذت بلجام بغلته، فقلت:ياأبابكر أعده على: فأبى، فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك فأعاده. هذا وماقبله من الإنتقاء: ٤٩-٥٠.

তিনি বলতেন: আমি একজন মানুষ। ভুল আমারও হতে পারে। আমি আমার মত পরিবর্তন করতে পারি। তাই আমার বর্ণিত সব ফতওয়া লিখবে না।[৯] একদা ইমাম মালেক রহ. -কে ৮৪ টি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ৩২টি মাসআলার উত্তরেই তিনি বলেন, 'আমার জানা নেই'।[১০]

অধ্যাপনা

ইমাম মালেক রহ. হাদীস ও ফিকাহ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর মসজিদে নববীকে কেন্দ্র বানিয়ে এসব বিষয়ে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ইমাম নাফে'ঈ'র জীবদ্দশায় তিনি মসজিদে নববীতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি মদীনার শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। বহু দিন তিনি এ মজলিস পরিচালনা করেন। জীবনের শেষান্তে না না বিধ রোগের কারণে মসজিদে যাতায়াত ও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকেন। ফলে এ সময় তিনি তাঁর অধ্যাপনার সিলসিলা মসজিদে নববী হতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. -এর বাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। ইমাম মালেক রহ. দরস চলাকালীন অকারণে হাসেননি। কোন অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বলেননি। হাদীসের দরস দেওয়ার জন্য তিনি গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধানপূর্বক আতর সুগন্ধি লাগিয়ে কেশ বিন্যাস করে মাথায় পাগড়ি পরে বিশেষভাবে দরস দিতেন। এসময় তিনি বেশ খোশ মেজাজে থাকতেন।[11]

---

৯. سيرأعلام النبلاء:٧/٣٩٥.

١٠. .....حدثنا الهيثم بن جميل، قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال فى إثنتن وثلاثين منها:"لاأدرى" التمهيد:١/٤١. وسئل عن ثمانية وأربعين مسألة فقال فى ثنتين وثلاثين منها "لاأدرى" شرح الزرقانى:١/٥،

١١.وقال الذهبي فى "سير أعلام النبلاء" (٧/٣٨٧): وطلب مالك العلم وهو إبن بضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس للإفادة، وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه جماعة وهوحى شاب طرى وقصده طلب العلم من الآفاق فى آخر دولة أبي جعفر المنصور و ما بعد ذالك، وازدحموا عليه فى خلافة الرشيد، وإلى أن مات، وقال ايضا..... كان مالك يأتى المسجد فيشهد الصلات والجمعة والجنائز ، ويعود المرضى، ويجلس فى المسجد، فيجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس، فكان يصلى وينصرف، وترك شهود الجنائز، ثم ترك ذاك كله، والجمعة، واحتمل الناس ذالك كله، وكانوا أرغب ماكانوا فيه، وربما كلما فى ذالك فيقول:ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره وكان يجلس فى منزله على ضجاع له، ونمارق،يأتيه من قريش والأنصار، والناس. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. قال: وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس فى مجلسه شيئ من المراء، واللغط، ولارفع صوت وكانوا الغرباء يسئلونه عن الحديث، فلا يجيب إلا فى الحديث. انتهى ملخصا.هكذا فى "الإنتقاء":٨٢.

শিষ্যবৃন্দ

বিভিন্ন অঞ্চল হতে অসংখ্যা শিক্ষার্থী তাঁর দরসে উপস্থিত হত। তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কতিপয় ছাত্রদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- আবূ তাম্মাম আব্দুল আযীয ইবনে আবূ হাযেম রহ. [মৃ.১৮৫হি.]
- মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী রহ. [মৃ.১৮৯হি.]
- মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ রহ. [ম.২০৪হি.]
- আবূ মূসা'আব আহমদ ইবনে আবূ বকর আয'যুহরী রহ. [মৃ.২৪১হি.]
- ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.।
- ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র আল-মিসরী রহ. [মৃ.২৩১হি.] প্রমূখ।[১২]

নির্যাতন ও সহনশীলতা

তৎকালীন মদীনার গর্ভনর জা'ফর ইবনে সুলায়মানের নিকট জনৈক ব্যক্তি অভিযোগ দিল যে, ইমাম মালেক রহ. আপনার হাতে বায়আত গ্রহণ ভাল মনে করেন না। এতদ্দশ্রবণে গর্ভনর তাকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করার আহ্বান জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

তারপর গর্ভনর তাকে দরবারে তলব করে ৭০টি বেত্রাঘাতসহ মাটিতে হেঁচড়ানোর আদেশ জারী করেন। উক্ত ঘটনা খলিফা জানার পর তিনি তাঁর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ এ বেয়াদবীর বিচার ও প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম মালেক র. খলিফাকে প্রতিশোধ নিতে বারণ করে বলেন, গর্ভনর তাঁর লোকেরা যখন আমাকে প্রহার করতে লাঠি ওঠাত তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিতাম।[১৩]

---

১২. قال الذهبي: حدث عنه أمم لايكادون يحصون، قال الزرقاني:والرواة عنه فهم كثرة جدا بحيث لايعرف لأحد من الأئمة رواه وقد ألف الخطيب كتاباقى الرواة عنه، أورد فيه ألف رجل إلا سبعة، وذكر عياض أنه ألف فيهم كتابا ذكر فيه نيفاعلى ألف وثلث مائة، وعدد فى مداركه نيفا على ألف، ثم قال: إنما ذكرنا المشاهير، و تركنا كثيرا، أوجز المسالك.١/٢٧.

১৩. قال السمعانى: فى الأنساب(١/١٨٢): ضربه سليمان بن جعفر بن سليمان بن على سبعين سوطا كان على المدينة لفتياه فى عين المكره، فمسح مالك ظهره عن الدم ودخل المسجد وصلى،وقال:لماضرب سعيد بن المسيب فقل مثل ذالك. وفى"الإنتقاء"(٨٧):... فغضب جعفر بن سليمان، فدعا بمالك واحتج عليه بما دفع إليه عنه، ثم جرده ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه، وارتكب عنه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد ذالك الضرب، فى رفعه من الناس، وعلوه من أمره، وإعظام الناس له، وكأنما تلك السياط التى ضرب بها حليا حلى به.

মেহনত ও মোজাহাদা

জীবনের প্রারম্ভে আর্থিক অভাব অনটনের কারণে ইমাম মালেম রহ. ঘরের ছাদ পর্যন্ত বিক্রি করে দেন। এমসয় তাঁর কণ্যা সন্তান অভাবের কারণে খাদ্যাভাবে আত্মচিৎকার শুরু করলে তিনি খলিফা আল-মানসূরকে প্রজা সাধারণের অভাব অনটন লাঘবের উপদেশ দিলে খলিফা বলেন, একথা কি সত্য নয় যে, যখন আপনার কণ্যা সন্তান ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দন করে তখন আপনি চাক্কি ঘুরানোর নির্দেশ দেন, যেন প্রতিবেশী কান্নার আওয়াজ শুনতে না পায়? ইমাম মালেক রহ. বলেন, তাতো ছাড়া আল্লাহ আর অন্য কেউ জানে না। খলীফা বলেন প্রজা-সাধারণের সংবাদ আমার জানা না থাকলেও এ খবর আমার নিকট আছে।[১৪] অবশ্য পরবর্তীতে খলীফা ও শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উপঢৌকন ও অন্যান্য মাধ্যম হতে প্রাপ্ত পয়সা-কড়ি দিয়ে তিনি ব্যয়ভার মিটাতেন। এ সময় তাঁর আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদে স্বচ্ছলতার ছাপ দেখা যায়।[১৫]

রচনাবলী

সাহাবাযুগে আল-কোরআন সংকলিত হলেও হাদীস, আছার ও সাহাবীদের ফাতওয়া এবং ইজতেহাদী মাসাইল সংকলনের ব্যাপক কোন তৎপরতা ছিল না। ইমাম মালেক রহ. সর্বপ্রথম ব্যাপক ভিত্তিক মহানবী সা. -এর হাদীস, সুন্নাহ ও আছার সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এতে সাহাবা ও তাবেঈনের ফাতওয়া ও ইজতেহাদসমূহ সন্নিবেশিত করেন। সেই সাথে তিনি নিজ মতামত, ইজতেহাদ আ'মালু আহলিল মদীনা প্রভৃতির আলোকে একে উপস্থাপন করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় লিখনীর মাধ্যমে অমূল্য অবদান তিনি রেখে যান। তাঁর কতিপয় লিখনী গ্রন্থ নিম্নে প্রদত্ত হল:

- আল মুয়াত্তা।
- আত্ তাফসীরু লিগারীবিল কোরআন।
- আহকামুল কোরআন।

---

١٤. قال قاضى عياض فى "ترتيب المدارك" (١/١١٠): أنه وعظ أبا جعفر المنصور فى إفتقاء الرعية. قال له: أليس إذا بكت إبنتك من الجوع تأمر بحجو الوحى فيحرك لئلا يسمع الجيران. فقال مالك: والله ما علم بهذا أحد إلاالله. فقال له : فعلمت هذا ولا أعلم أحوال رعيتى.

١٥. وقال إبن عبد البر فى"الإنتقاء" (٨٣): وذكر الدولابى..... قال: قدم المهدى المدينة، فبعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة آلاف دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذالك فقال له: أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام الخ.

- কিতাবুস সিয়ার।
- কিতাবুল মানাসিক।
- আল-মুদাওয়্যানাতুল কুবরা।
- কিতাবুল আকযিয়্যাহ।
- রিসালাতু মালিক ইলা ইবনে ওয়াহাব।[১৬]

ইন্তেকাল

ইমাম মালেক রহ. দীর্ঘ ২৫ বছর বহুমুত্র রোগে (مرض البول) আক্রান্ত থাকেন।[১৭] তারপর তিনি ১৭৯ হিজরী সনে ১১/১৪ রবিউল আউয়াল শনিবার বাদশাহ হারুনুর রশীদের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন ৮৫ বছর, কারো মতে ৮৬ বছর, আবার কেউ বলেন ৯০ বছর। ইমাম মালেক রহ. -কে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[১৮] মদীনার গর্ভনর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। মৃত্যুর সময় প্রথমে তিনি কালিমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করেন। তারপর বলেন, لله الأمر من قبل ومن بعد অর্থাৎ সব কিছু আল্লাহর নিমিত্তেই, তা সূচনা হোক কিংবা সমাপ্তি।[১৯]

---

١٦. قال العلامة شيخ الحديث زكريا رحمه الله: للإمام رضى الله عنه مؤلفات كثيرة غير الموطا، مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة فى غير فن من العلم. لكنها لم يشتهر لما أنه لم يواظب على إسماعه وروايته غير الموطا. أوجز المسالك انتهى ملخصا. ٢٨/١.

١٧. أنظر: تهذيب الكمال:١١٩/٢٧، تهذيب التهذيب:٣٠٢/٥، أوجزالمسالك:١٩/١.

١٨. المدونة الكبرى: ٤٦٨/٦ بحواله إمام مالك ومذاكرته الفقه باللغة البنجالة.

١٩. قال أبو عمرو بن عبد البرفى "الإنتقاء"(٨٨):..... نا إسماعيل بن أبى أويس، قال إشتكى مالك بن أنس، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت. قالوا يتشهد،ثم قال:لله لأمر من قبل ومن بعد. وتوفى صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول، سنة تسع وسبعين مائة، فى خلافة هارون، وصلى عليه أمير المدينة يومئذ والياعليها هارون، صلى عليه فى وضع الجنائز، ودفن بالبقيع، وكان يوم مات إبن خمس وثمانين‌سنة.انتهى ملخصا.

ইমাম মালেক রহ. -এর বিশিষ্ট শাগরিদ কা'নাবী রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত আমি তখন তাঁর নিকট গিয়ে সালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করলাম। তারপর দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আবূ আব্দুল্লাহ! আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি কাঁদব না কেন? আমার চাইতে কান্নার অধিক উপযোগী আর কেউ আছে কি? আল্লাহর শপথ! আমি যে সব মাসআলায় রায় প্রয়োগপূর্বক ফাতওয়া দিয়েছি তার প্রতিটির জন্য আমাকে যদি একটি করে বেত্রাঘাত করা হয় তবে তা আমার নিকট পছন্দনীয় ছিল। হায়! যদি ফাতওয়া প্রদানে রায় প্রয়োগ না করতাম![২০]

কতিপয় স্বপ্ন

* তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য ইবনুল কাসেম বলেন, "ইমাম মালেক রহ. যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আমরা ক'জন তাঁর নিকট অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় ইবনু দারাওয়ার্দী উপস্থিত হয়ে বলেন: হে আবূ আব্দুল্লাহ! গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি। আপনি কি তা শুনবেন? তিনি বললেন: বল। তারপর সে বলল: আমি জনৈক ব্যক্তিকে সাদা বস্ত্র পরিধান করা অবস্থায় আসমান হতে অবতরণ করতে দেখেছি। তার হাতে ছিল একটি রেজিস্টার। অবতরণকারী রেজিস্টারটি তিনবার আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে প্রসারিত করে বলল, এটি ইমাম মালেক র. -এর পরকালে মুক্তির প্রমাণপত্র।

* উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমরা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় মদীনার আমীরের দূত এসে বলল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! মদীনার মসজিদের মুয়াযযিন গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছে। আমরা শুনতে পেলাম সে পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তির মতো ঘটনা বর্ণরা করেছে। এতদশ্রবণে ইমাম মালেক র. বললেন, আল্লাহ সাহায্যকারী, তিনি যা চান তাই হবে।[২১]

---

২০. وفى"وفيات الأعيان"(٢٨٦/٣): حدث القعنبى قال: دخلت على مالك بن أنس فى رضه الذى مات عليه فسلمت عليه، ثم جلست فرأيته يبكى، فقلت: يا أبا عبد الله ما لذى يبكيك؟ فقال لى: يا إبن قعنب ومالى لا أبكى ومن أحق بالبكاء منى والله وددت أنى ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأئى بسوط سوط وقد كانت لى السعة بما قد سبقت إليه ليتنى لم أفت بالرأى. انتهى.

২১. فى "المدونة الكبرى" (٤٦٩/٦): قال إبن القاسم: كنا عند مالك فى مرض الذى مات يه، فدخل إبن الدراوردى فقال: يا أبا عبد الله رأيت البارحة رويا أتسمعها منى؟

* মুসআব ইবনে আব্দুল্লাহ আয্‌যুবায়রী রহ. বলেন, আমার পিতাকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি ইমাম মালেক রহ. -এর সাথে মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল: তোমাদের মাঝে মালিক কে? আমরা দেখিয়ে দিলে ঐ লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, গতকাল আমি একস্থানে রাসূল সা. -কে স্বপ্নযোগে বসা দেখেছি। তিনি বললেন, মালিককে নিয়ে এস। তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসা হল যে, তার বুক কাঁপছে। মহানবী সা. বললেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ! তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? বস। সে বসলে মহানবী সা. বলেন: তোমার ক্রোড় বিছিয়ে দাও। সে বিছিয়ে দিলে রাসূল সা. তাতে মিশক্ লাগিয়ে দেন। তারপর মহানবী সা. বলেন, তুমি এগুলো আকড়ে রাখ এবং আমার উম্মতের মাঝে -এর প্রচার প্রসার কর। এস্বপ্নের কথা শুনে ইমাম মালেক রহ. কেঁদে কেঁদে বলেন: স্বপ্ন খুবই ভাল! যদি এসব স্বপ্ন সত্যই হয়, তবে তা হল ইলম, যা আল্লাহ আমার নিকট আমানত রেখেছেন। [২২]

= قال: قل: قال رأيت رجلا يترل من السماء عليه ثياب بيض بيده مجل ينشر، ما بين السماء والأرض ثلاث مرات ويقول: هذه برائة لمالك من النار، فبينا أنا أحدثه إذ خل عليه رسول الأمير فقال يا أبا عبد الله، أن مؤذن مسجد المدينة رأى البارحة رويا فسمعتها منه فقص عليه مثل ذالك فقال مالك: والله المستعان ما شاء الله كان.

٢٢. وفى "الإنتقاء" (٧٨):..... قال نا مصعب بن عبد الله الزبيدى، قال: سمعت أبي يقول:كنت جالسا مع مالك بن أنس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه رجل فقال: أيكم مالك بن أنس؟ فقالوا له : هذا، فسلم عليه واعتنقه وضمه إلى صدره، وقال:والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة جالسا فى هذا الموضع، فقال:هاتوا بمالك، فأتى بك ترعد فرائصك، فقال: ليس بك بأس يا أبا عبد الله، وكناك،وقال إجلس، فجلست، قال: إفتح حجرك، ففتحته فملأه مسكا منثورا، وقال: ضمه إليك وبثه فى أمتى، قال: فبكى مالك وقال: الرؤيا تسر ولاتعز. وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذى أودعنى الله تعالى.

মনীষীদের দৃষ্টিতে

সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফকীহগণ তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন: ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে মনীষীদের কিছু উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল:

- ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. ইবনু আবি লায়লা ও ইমাম আবূ হানিফার চাইতে বড় আলিম কাউকে দেখিনি।

- আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন, হাদীস শাস্ত্রে চারজন ইমাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কূফায় সুফিয়ান সাওরী, হিজাযে মালিক ইবনে আনাস, সিরিয়ায় আব্দুর রহমান আল আওযাঈ, ও বসরায় হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ.।[২৩]

- ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. না হলে হিজাজের ইলম বিলুপ্ত হয়ে যেত।[২৪]

- ইবনে ওহাব রহ. বলেন, যদি ইমাম মালেক ও লায়স রহ. না হতেন, তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম।[২৫]

---

٢٣. قال عبد الرحمن بن مهدى: أئمة الناس فى زمانهم أربعة: سفيان الثورى بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزعي بالشام، حماد بن زيد بالبصرة: ٣٥/١.

٢٤. سمعنا الشافعى يقول: لولامالك وسفيان- يعنى إبن عيينة- ذهب علم الحجاز، قالا: سمعنا الشافعى يقول: كان مالك إذا شك فى الحديث طرح كله. التمهيد: ٣٦/١، الإنتقاء: ٥٣.

... حدثنا هارون قال: سمعت الشافعى يقول: العلم يدور على ثلاثة: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، التمهيد ٣٦/١، وقال إبن عبد البر الأندلسى فى "الإنتقاء"(٥٥):.... سمعت الشافعى يقول: إذا ذكرالعلماء فمالك النجم وما أحد أمن على من مالك بن أنس. أيضا يقول الشافعى: مالك بن أنس معلمى. وعنه أخذت العلم.

٢٥. سمعت إبن وهب مالا أحصى يقول : لولا أن الله أنقذنى بمالك والليث لضللت. التمهيد ٣٥/١، الإنتقاء: ٦١.

মুয়াত্তা ইমাম মালেক

কিতাবুল আছারের পর হাদীসের ওপর রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হল: আল মুয়াত্তা। ইমাম মালেক রহ. এটি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের সমন্বয়ে প্রণয়ন করেন। যার সংকলন ও সজ্জায়ন কিতাবুল আছারকে সামনে রেখেই করা হয়েছে এবং ইমাম মালেক রহ. তা থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাই কিতাবুল আছারের মতো তাতেও সহীহ হাদীসসমূহ -কে প্রথম বুনিয়াদ এবং আছারে সাহাবা ও তাবেঈনকে দ্বিতীয় বুনিয়াদ হিসাবে রাখা হয়েছে।[২৬]

হাদীসের প্রথম সংকলক

১. কাশফুয্যুনুনের গ্রন্থকার লিখেন:

أول كتاب وضع فى الإسلام موطأ مالك بن أنس

[দ্বীন ইসলামের সর্ব প্রথম গ্রন্থ হল মুয়াত্তা ইমাম মালেক ইবনে আনাস]।

২. ক্বাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী রহ. [মৃ.৫৪৭হি.] বলেন:

هذا أول كتاب ألف فى شرائع الإسلام

[শরীয়তে ইসলামিয়ায় লিখিত এটাই সর্বপ্রথম কিতাব]

৩. হযরত সুফিয়ান রহ. বলেন:

أول من صنف الصحيح مالك والفضل للمتقدم

[সহীহ হাদীস সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ ইমাম মালেক রহ. প্রণয়ন করেন এবং ফজীলত অগ্রগামীদের জন্য]

আল্লামা আব্দুর রশীদ নো'মানী রহ. বলেন: উপরোক্ত মন্তব্যগুলো ইতিহাসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়; কাশফুযযুনুনের উক্ত ইবারত বহু তালাশের পরও পাওয়া যায়নি। হযরত সুফিয়ান রহ. -এর উক্তি প্রমাণ সমৃদ্ধ নয়। এ উক্তি সম্ভত: আল্লামা মুগলত্বঈ রহ. -এর। কাজী আবূ বকর ইবনুল আরাবী রহ. -এর উক্তি অবশ্যই কাশফুয্যুনুনে রয়েছে। সম্ভবত: সেখান থেকেই তা নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কাজী সাহেবের এ মন্তব্য তাঁর ইলম অনুযায়ী। কেননা কিতাবুল আছার সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল না।

---

٢٦. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٧٦.

এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। এমন অনেক প্রসিদ্ধ কিতাব বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে বড়দের একেবারেই ধারণা ছিল না। যেমন: হাফেজ আবূ সাঈদ রহ. বলেন: সহীহ বুখারী সম্পর্কে হাফেজ আবূ আলী নাইসাপুরী [যাকে ইলালে হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম মানা হয়] রহ. পরিচিত ছিলেন না। তেমনিভাবে আল্লামা ইবনে হাযম রহ. জা'মে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন না।

প্রকৃত পক্ষে সহীহ হাদীসের সর্ব প্রথম সংকলক হলেন ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. [৮০-১৫০হি.]। তিনিই সর্বপ্রথম আহকামাতের হাদীস থেকে 'সহীহ' এবং 'মামুল বিহি' রেওয়ায়াত চয়ন করে এক সয়ং সম্পর্ণ সংকলনে তা ফিকহি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। যা কিতাবুল আছার নামে প্রসিদ্ধ।[২৭]

সংকলনের পটভূমি

আব্বাসীয় খেলাফতের কর্ণধার ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্দুল্লাহ ইবনে মুকাফফা [মৃ.৪২হি.] সমগ্র মুসলিম অঞ্চলের শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে একই পদ্ধতিতে আনার জন্য এবং সকল অঞ্চলে একই মূলনীতি অনুসরণের অনুরোধ জানিয়ে খলীফা আল মানসূরকে পত্র দেন। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে খলীফা ইমাম মালেক র..-কে একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন। ফলে তিনি 'আল-মুয়াত্তা' সংকলন করেন। [২৮]

---

২৭. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٧٦-١٧٧.

২৮. وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: وقد ذكر العلماء أن تاليف الإمام مالك "الموطا" أنما كان باقتراح من الخليفة العباسى أبي جعفر المنصور- عبد الله بن محمد- ولد ٩٥هـ وتوفى ١٥٨هـ فى فى قدمة من قدماته إلى الحج. دعاه منصور لزيارته فزاره، فأكرمه أبو جعفر وأجلسه بجانبه، وسأله اسئلة كثيرة، فأعجبه سمته وعلمه وعقله فعرف له مقامه فى العلم والدين وإمامه المسلمين. فقد جاء أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتابا أحملهم عليه فكلمه مالك فى ذالك-أى مانعه مالك فى حمل الناس على كتابه، فقال: ضعه فما أحد اليوم أعلم منك، فوضع "الموطا" فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر. وقال العلامة المؤرخ القاضى الإمام إبن خلدون، فى أوائل مقدمته: وقد كان أبو جعفر لمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها =

রচনার সময়কাল

খলীফা আবূ জা'ফর আল-মানসূরের শাসনামল ১৪০হি./৭৫৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ইমাম মালেক রহ. আল-মুয়াত্তা সংকলন শুরু করেন । খলীফা আল-মানসূরের মৃত্যুর পর আল-মাহদীর শাসনামলে [১৫৯-১৬৯হি.] তিনি -এর রচনা শেষ করেন। যদিও তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এতে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন করতে থাকেন। আল-মুয়াত্তা ইমাম মালেকের রচনা কাল প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন:

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ যুহরী রহ. বলেন, আমি ইমাম মালিক রহ. -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, খলীফা আল-মাহদী আমাকে এমন এক গ্রন্থ প্রণয়ন করতে বলেন যার ওপর আমল করার জন্য জনগণকে বাধ্য করা হবে। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এতদঞ্চলে আমিই যথেষ্ট। হিযায রয়েছেন ইমাম আওযাঈ র.। আর ইরাকবাসী তো ইরাক বাসীই। [তবে উক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। কারণ খলীফা মাহদী খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেণ ১৫৯হি. সনে। আর ইমাম আওযাঈ রজ. ১৫৭ হি. সনে মৃত্যু বরণ করেন।][২৯]

= وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف "الموطا": يا أباعبد الله أنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغلتني الخلافة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به تجنب فيه رخص إبن عباس، وشدائد إبن عمر، وشواذ إبن مسعود، ووطئه للناس توطئة،قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ. هذا وما قبله من مقولات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. موطا للإمام مالك مع التعليق الممجد على موطا محمد:١/١٢-١٣.

أنظر: الإنتقاء.٨٠.

২৯. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله: ذكر العلماء أن أبا جعفر المنصور حين حج بالناس أيام خلافته طلب من الإمام مالك أن يدونه كتاب "الموطا" وقد استقرأت حجات أبي جعفر بعد خلافته في تاريخ الطبرى فتبين أنها كانت خمس حجات، أولها في سنة ١٤٠، ثم سنة ١٤٤، ثم سنة ١٤٧، ثم سنة ١٥٢، ثم سنة ١٥٨، التي توفي فيها بمكة حاجا محرما.

وقال شيخنا الكوثرى: والذى يستخلص من مختلف الروايات فى ذالك، أن المنصورتحادث مع مالك فى تدوين علم أهل المدينة عام ثمانية وأربعين ومائة محادثة إجمالية. ولما حج قبل حجته الأخيرة. =

নাম করণের কারণ

– الموطأএর মূল ধাতু হল و- ط- ء। অর্থ: পদ দলন, সহজী করণ। الموطأ শব্দটি توطية মাসদারের إسم مفعول। অর্থ: প্রস্তুতকৃত ও সহজকৃত। কোন লোক নম্র, ভদ্র বা কোমল আচরণের অধিকারী হলে তাহলে আরবরা বলেন: رجل موطأ الأكناف।
ইমাম আবূ হাতেম রাযীকে 'আল-মুয়াত্তা' নাম করণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: ইমাম মালেক এটি রচনা করে মানুষের চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। তাই একে 'আল-মুয়াত্তা' নামে নাম করণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক রহ. নিজেই বলেন, আমি এ কিতাব রচনা করে মদীনার ৭০ জন বিশিষ্ট ফকীর নিকট উপস্থাপন করি। তাঁরা প্রত্যেকেই এর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।[৩০]

= أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد إبن عمر، ورخص إبن عباس، وشواذ إبن مسعود رضى الله عنهم وأما إخراجه للناس ففى سنة تسع و خمسين ومائة فى عهد المهدى، فلا تثبت روايته ممن تقدم على ذالك. انتهى.

والمذكور أن مالكا ألف "الموطا" فى سنين كثيرة ذكر أنها أربعون، وذكر أنها دون ذلك، وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التاليف نحو سبع سنوات، لما عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه وقلة تحديثه بالأحاديث فى مجالسه، فلم يكن يحدث فى مجلسه إلابيضعه أحاديث معدودة، فتأليفه"الموطا"بعد سنة ١٤٠ جزما أو بعد سنة ١٤٧. وفراغه منه بعد سنة ١٥٨جزما. والله تعالى أعلم بالصواب. هذا وقبله من موطا الإمام مالك مع التعليق الممجد على موطا إمام محمد:١/١٥- ١٦. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٨٣.

. قال إبن عبد البر فى"الاستذكار" (٨٢/١): وقال مالك: عرضت كتابى هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأنى عليه، فسميته: (الموطا).

وفى "المسوى"(٢٧/١): قيل لأبى حاتم الرازى: لم سمى هذا الكتاب الموطا، فقال: شيئ قد صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطا مالك إبن أنس. وقال شيخ عبد الفتاح أبو غدة: فالموطا معناه: المسهل، الميسر. موطا الإمام مالك مع التعليق الممجد على موطا محمد:١٤/١. وقال الإمام السيوطى فى تنويرالحوالك (٧/١): وفى القاموس وطأه هيأه ودمثه وسهله ورجل موطا الأكناف.

হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে মুয়াত্তার মূল্যায়ন [৩১]

সহীহ বুখারী ও মুসলিম প্রভৃতির মতো আল-মুয়াত্তাকেও প্রথম স্তরের হাদীস গ্রন্থাবলীর মাঝে স্থান দেওয়া হয়।[৩২]

আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, 'আল-মুয়াত্তা' একটি উৎকৃষ্টমানের গ্রন্থ। মর্যাদার দিক দিয়ে আল-মুয়াত্তা সহীহ বুখারী ও মুসলিম, সহীহ ইবনু সাকন প্রভৃতির চেয়েও অগ্রণী। তার পরের স্থানে সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসাঈ ও ত্বহাভী শরীফ।

আল্লামা শাহ ওলী উল্লাহ রহ. বলেন, মাযহাবসমূহকে নিপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'আল-মুয়াত্তা' ইমাম মালেক র. -এর মূল ভিত্তি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফিঈ রহ. -এর মাযহাবের বুনিয়াদ। ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর দুই সহচর [আবূ ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মদ রহ.] -এর মাযহাবের আলোক বর্তিকা। উপরোক্ত মাযহাবকে আল-মুয়াত্তার ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়।[৩৩]

হাদীস সংখ্যা

ইমাম মালেক রহ. প্রায় লক্ষাধিক হাদীস হতে যাছাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিকভাবে মাত্র ৯/১০ হাজার হাদীস দিয়ে 'আল-মুয়াত্তা সংকলন করেন।

٣١.وقال القاضى أبو بكربن العربى: الموطا الأصل الأول واللباب، وكتاب البخارى هو الأصل الثانى فى هذا الباب، وعليهما بنى الجميع، كمسلم والترمذى. الاستذكار:١/٨٢.

٣٢. وذكر الإمام الدهلوى أن الموطا فى طبقة واحدة مع الصحيحين، فقال: اتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه . الإستذكار:١/٨٦.

٣٣.أنظر: المسوى شرح الموطا- ١/٢٣، وقال الإمام الدهلوى: لقد اتفق أهل الحديث وحصل لى اليقين بأن الموطا أصح كتاب يوجد على وجه الأرض بعد كتاب الله وكذالك تيقنت أن طريق الاجتهاد وتحصليل الفقه مسدود اليوم إلامن وجه واحد وأن يجعل (المحقق) الموطا نصب عينيه ويجتهد فى وصل مراسيله ومعرفة ماخذ أقوال الصحابة والتابعين (بتتبع كتب أئمة المحدثين) ثم يسلك طريق الفقهاء المجتهدين (فى المذاهب) من تحديد مفهوم الألفاظ وتطبيق الدلائل وتبيين الركن والشرط والآداب. انتهى ملخصا.

দরসদান কালে প্রতিবার নতুন কপি প্রস্তুত করতেন। তাই বারংবার তাতে সংযোজন ও বিয়োজন হয়েছে। 'আল-মুয়াত্তা' -এর কপিসমূহের মাঝে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রহ. -এর কপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ কপিতে ৪৩৮ টি অধ্যায় ৫টি অধ্যায় সমষ্টি ১৩টি পর্ব ও ২টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। মুসনাদ ও গায়রে মুসনাদসহ এতে মোট ১১৮৫টি মারফূ' ও মাওকূফ হাদীস বিদ্যামান। ইমাম মালেক রহ. সূত্রে বর্ণিত ১০০৫টি। ইমাম আবূ রহ. -এর সূত্রে বর্ণিত ১৩টি। ৪টি বর্ণিত ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. সূত্রে ।[৩৪]

মনীষীদের দৃষ্টিতে আল-মুয়াত্তা

উম্মতের মাঝে মুয়াত্তার যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল-মুয়াত্তা সম্পর্কে মনীষীদের কিছু উক্তি নিম্নরূপ:

১. হাফেজ যাহাবী রহ. বলেন:

إن للموطأ لوقعا فى النفوس ومهابة فى القلوب لايوازيها شيئ

[নিশ্চয় মানব হৃদয়ে মুয়াত্তার যে পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে তার সমপরিমাণ অন্য কোন কিতাবের নেই।]

২. আবূ যুরআ রাযী রহ. বলেন:

لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك فى الموطأ أنها صحاح لم يحنث

[যদি কোন ব্যক্তি একথার ওপর তালাকের শপথ করে যে, মুয়াত্তা ইমাম মালেকে যত হাদীস রয়েছে তা সবকটি সহীহ তাহলে সে হানেস হবে না।[৩৫]

---

৩৪. قال الإمام الدهلوى فى المسوى (٢٧/١):كان مالك جمع أولا فى الموطا عشرة آلاف حديث ثم صار ينظر فيها كل يوم وينقص منها إلى أن بقى هذا العدد. قال أبو بكر الأبهرى: جملة مافى الموطا من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة ألف وسبعمائة وعشرون حديثا والمسند منها ستمائة حديث، والمرسل منها مائتان إثنان وعشرون، والموقوف ستمائة وسبعة عشر، ومن أقوال التابعين مأتين وخمسة وسبعون. وقال إبن حزم: احصيت ما فى الموطا فوجدت من المسند خمسمائة حديثا ونيفا ومن المرسل ثلث مائة نيفا. انتهى ملخصا. أنظر: تنوير الحوالك: ٦/١. التعليق الممجد:١٣٢/١.

৩৫. امام ابن ماجة اور علم حديث: ١٧٧.

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ

আল-মুয়াত্তা ফিকহ গ্রন্থ হিসাবে মালিকীদের নিকট সমাদৃত। হাদীস গ্রন্থ হিসাবে অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদের নিকটও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুগে যুগে বহু মনীষীগণ মুয়াত্তা ইমাম মালিক -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা-টিপ্পনী লিখেন । উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

- النامى شرح الموطا আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে নসর দাঊদী রহ. [মৃ.৪০২হি.]।
- الإستذكار ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবী আল মালিকী রহ. [মৃ.৪৬৩হি.]।
- التمهيد لما فى الموطا من المعانى والاسانيد ইবনে আব্দুল বার আল-কুরতুবী আল-মালিকী রহ.।
- الدرة الوسطى فى مشكل الموطا আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলফ ইবনে মূসা আল-আনসারী [মৃ.৫৩৭হি.]।
- المسالك فى الموطا مالك কাযী আবূ বকর ইবনল আয়ায [মৃ.৫৪৬হি.]।
- كتاب شرح الموطا মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে খলীফা রহ.।
- شرح الزرقانى على أحاديث الموطا মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকি আর যুরকানী রহ. [১১১২হি.]।
- المصفى فى شرح أحاديث الموطا শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ.[মৃ.১১৭৬হি.]।
- المسوى من أحاديث الموطا শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ. [মৃ.১১৭৬হি.]।
- أوجز المسالك শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.।

ইমাম মুহাম্মদ রহ.

[১৩২-১৮৯হি. মোতা. ৭৫০-৮০৫ইং]

নাম ও বংশ পরিচয়

নাম: মুহাম্মদ।
উপনাম: আবূ আব্দুল্লাহ।
পিতা:হাসান।
দাদা: ফরকাদ আশ-শায়বানী।

বংশ পরম্পরা

هو الإمام المجتهد أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد[1] الشيبانى[2]

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফারকাদ আশ-শায়বানী।

জন্ম ও শৈশব কাল

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ১৩২ হিজরী মোতা. ৭৫০ইং ইরাকের ওয়াসিত নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হাসান শামী সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। কোন বিশেষ কাজে তিনি ওয়াসিত থেকে কূফায় গমন করেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. কূফা নগরীতেই লালিত পালিত হন। তাঁর পিতা খুব ধনাট্য ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তাই খুব স্বচ্ছলতার সাথে পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন।[3]

---

١. وقال الشيخ زاهد بن الحسن الكوثرى فى "بلوغ الأمانى"(٤): وغلط من قال فى جده واقد بدل فرقد .

٢. وقال الكوثرى أيضا: الشيبانى نسبا ، وغالب أهل العلم على أنه شيبانى ولاء لانسبا. والله أعلم. انتهى ملخصا. أنظر: الجواهر المضية:١٢٣/٣، والفوائد البهية:١٦٣.

٣. وقال العلامة الكوثرى رح : وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى فى"الطبقات الكبرى": محمد بن الحسن أصله من الجزيرة، وكان أبوه فى جند الشام فقدم واسط فولد محمد بهاسنة ١٣٢ هـ. وهو الصحيح فى ميلاده وعليه أطبقت كلمات من ورخه من الأقدمين وأما ما حكاه إبن عبد البر فى "الإنتقاء" ونقله إبن خلكان فى "وفيات الأعيان" من أنه ولد سنة ١٣٥هـ فسهومحض. وقال الخطيب فى "تاريخ بغداد": أصله دمشقى من أهل قرية تسمى حرستا (بمهملات بفتحتين فسكون قرية مشهورة بغوطة دمشق) قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط ونشأ بالكوفة ولعل الصواب أن أصله من الجزيرة. من منتجع بنى شيبان من ديار ربيعة. ثم صار والده فى جند الشام ، =

শিক্ষাজীবন

ইমাম মুহাম্মদ রহ. যখন চৌদ্দের কোঠায় তখন তিনি ইলম অন্বেষণনের উদ্দিপনায় ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. -এর খিদমতে উপস্থিত হন। সেখানে চার বছর অবস্থান কালে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. -এর নিকট থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। অধিকন্তু তিনি সুফিইয়ান সাওরী, আমর ইবনে দীনার আবূ আমর আল-আওযাঈ, মালিক ইবনে আনাস প্রমূখের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মক্কা, বসরা, সিরিয়া, খুরাসান, ইয়ামামা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি শিক্ষার জন্য সফর করেন।[৪] ইলমে ফিকহ'র সাথে সাথে হাদীস, তাফসীর ও আদব বিষয়েও ইমাম মুহাম্মদ রহ. ছিলেন পারদর্শী। তিনি বলেন, আমি পৈতৃক সূত্রে ৩০ হাজার দিরহাম পেয়েছি। এর অর্ধেক দিয়ে আমি আরবী ব্যাকরণ ও কাব্য শিক্ষা গ্রহণ করি। অবশিষ্ট দিয়ে হাদীস ও ফিকহ অর্জন করি।[৫]

= وأثرى فأقام أهله مرة فى حرستا و مرة بقرية فى فلسطين وكلتا هما من أرض الشام، ومن هناك انتقلوا إلى الكوفة وفى إثناء إقامته أبويه بواسط لإجل عمل كان والده تولاه بها ولد محمد ثم عادوا إلى الكوفة وبها كانت نشأته. والله أعلم. انتهى ملخصا ما فى"بلوغ الأمانى" :صـــ٤-٥.

٤. وقال الشيخ الكوثرى رح: كان محمد بن الحسن رحمه الله متقد الذهن ، سريع الخاطر قوى الذاكر ولما بلغ من التمييز تعلم القرأن الكريم وحفظ منه ما تيسر له حفظه وأخذ يحضر دروس اللغة العربية والرواية ولما بلغت سنة أربع عشرة سنة حضر مجلس أبى حنيفة، ومن ذالك الحين أقبل إلى العلم بكليته ، لازم حلقة أبى حنيفة ويكتب أجوبة المسائل فى مجلسه ويدونها وبعد أن لازمه أربع سنين على هذالوجه، مات أبوحنيفة رضى الله عنه ثم أتم الفقه على طريقة أبى حنيفة عند أبى يوسف هذا ما يتعلق بفقه أبى حنيفة ، وأما الحيث فقد سمعه من أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما من مشايخ كثيرة بالكوفةوالبصرة والمدينة ومكة والشام وبلاد العراق بل جمع إلى علم أبى حنيفة وأبى يوسف علم الأوزاعى والثورى ومالك رضى الله عنهم حتى أصبح إماما. بلوغ الأمانى ملخصا صــــ٦.

قال العلامة زاهد الكوثرى: لايبلغ نشأوه فى الفقه قويا فى التفسير والحديث حجة فى اللغة باتفاق أهل العلم من لم يصب بتعصب وهو القائل ورثت ثلاثين ألفا فصرفت نصفها فى اللغة والشعر والنصف الآخر فى الفقه والحديث لما صح ذالك عنه بطرق. بلوغ الأمانى صــــ٦.

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বিনিদ্র রজনী সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। কোন বিষয়ে গবেষণা করতে করতে বিরক্তি ভাব দেখা দিলে অন্য বিষয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করে দিতেন। এভাবেই গোটাজীবন নিজেকে ইলমের জন্য বিলিয়ে দেন।

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মুহাম্মদ রহ. যাদের পরশে নিজেকে করেছেন গর্বিত ও প্রতিষ্ঠিত তাদের কয়েকজন হলেন:

- ❖ ইমাম আবূ হানীফা রহ.।
- ❖ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.।
- ❖ ইমাম যুফার রহ.।
- ❖ সুফিয়ান সাওরী রহ.।
- ❖ ইমাম মালেক রহ.।
- ❖ ইমাম ইবরাহীম রহ.।[৬]
- ❖ যাহ্হাক ইবনে উসমান রহ. প্রমূখ।

অধ্যাপনা

মাত্র বিশ বছর বয়সে ইমাম মুহাম্মদ রহ. অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর অধ্যাপনা থেকে ইলম আহরণ করতেন। কূফাতে যখন তিনি মুয়াত্তার দরস প্রদান করেন তখন শিক্ষার্থীদের সমাগমের কারণে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। এতদ্দর্শনে সা'দু মালিকী রহ. বলেন:

ومما به أهل الحجازتفاخروا ÷ أن الموطأ فى العراق محبب

[হিজাজবাসীদের গর্বের বিষয়গুলোর মধ্যে এটাও যে, 'মুয়াত্তা' ইরাকীদের নিকট অতি প্রিয়]

একদা ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বাড়িতে একসাথে রাত্রি যাপন করেন। ইমাম শাফিঈ রহ. সারা রাত নামাযে কাটান। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. শায়িত থাকেন। তিনি বিছানা ত্যাগ করে অযু না করে ফজর নামায আদায় করেন। নামাযান্তে ইমাম শাফিঈ রহ. তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছি এবং একহাজার মাসআলা ইস্তেম্বাত করেছি। আপনি নিজ কাজে ব্যাস্ত ছিলেন আর আমি উম্মতের কাজে।

---

٦. البلوغ الأمانى: ٧-٨، الإنتقاء: ٣٣٧، التعليق المجمد: ١١٦/١، الفوائد البهية: ١٦٣، الجواهر المضية:١٢٣/٣.

শিষ্যদের তালিকা

ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর সংস্পর্শ থেকে যারা শিষ্যত্বের সৌভাগ্য লাভ করেন তাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মুশকিল। আল্লামা জাহেদ কাওসারী রহ. প্রসিদ্ধ ক' জনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মাঝে কয়েক জন হলেন:

- আবূ হাফস কাবীর রহ.।
- আলী ইবনে মা'বাদ রহ.।
- মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ রহ.।
- মুহাম্মদ ইবনে মুকাতিল রহ.।
- মুহাম্মদ ইবনে নাযীর রহ.।
- ইয়াহ ইয়াহ ইবনে মাঈন রহ.।
- শাদ্দাদ ইবনে হাকীম রহ. প্রমূখ।

রচনাবলী

ইমাম মুহাম্মদ রহ. হাদীস হতে প্রমাণ উপস্থাপন ও উসুল হতে ফুরু'আত ইস্তেম্বাতের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবকে সমৃদ্ধ করেন। মূলত: তিনি হানাফী মাযহাবের সংরক্ষক ও এর ওপর সর্বাধিক গ্রন্থ প্রণয়নকারী। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা একহাজারেরও বেশি। প্রসিদ্ধ ক'খানা গ্রন্থ নিম্নরূপ:

- المبسوط [আল-মাবসুত]।
- الزيادات [যিয়াদাত]।
- الجامع الكبير [আল-জামিউল কাবীর]।
- الجامع الصغير [আল-জামিউস সাগীর]।
- السير الكبير [আস-সিয়ারুসকাবীর]।
- السير الصغير [আস-সিয়ারুস সাগীর]।
- المحيط [আল-মুহীত]।
- النوادر [আল-নাওয়াদির]।
- الهارونيات [আল-হারুনিয়্যাত]।
- المؤطا [আল-মুয়াত্তা]।

মনীষীদের দৃষ্টিতে

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বহু মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন, মনীষীদের মাঝে ইমাম শাফিঈ রহ. প্রায়ই তাঁর প্রশংসায় বিভোর হয়ে যেতেন।

* একদা ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, ইমাম মুহাম্মদ রহ. মাস'আলা বর্ণনা করলে মনে হয় যেন অহী অবতীর্ণ হচ্ছে।[৭]

* তিনি আরও বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদের থেকে উটের বোঝা পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি। আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. -এর দ্বারা হাদীস, আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. দ্বারা ফিকহ শিক্ষায় সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর চেয়ে বড় মেধাবী ও বিচক্ষণ আর কাউকে দেখিনি।[৮]

* ইমাম আহমদ ইবনে হাম্মল রহ. -কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "আপনি এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাসআলা কোথায় পেয়েছেন?" উত্তরে তিনি বলেন: 'মুহাম্মদ ইবনে হাসানের গ্রন্থে।'[৯]

কাজী পদে

ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর সততা, নিষ্ঠা এবং ইলমী গভীরতা অবলোকন করে খলীফা হারুনুর রশীদ রাক্কা[১০] নামক এলাকায় কাযীর পদে নিযুক্ত করেন। ইমাম সাহেব অত্যন্ত পার দর্শিতার সাথে বহুদিন এ কাজ আঞ্জাম দেন।[১১]

---

٧. التعليق الممجد على موطا: ١/١١٦.

٨. الفوائد البهية: ١٦٣.

٩. قال الإمام الذهبي فى كتاب "مناقب الإمام أبي حنيفة" (ص—٨٦): إبرهيم الحربي، سألت أحمد بن حنبل وقلت: هذه المسائل الدقيقة من أين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن.

١٠. الرقة بفتح الراء والقاف المشددة مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حران ثلاثة أيام، معدودة فى بلاد الجزيرة، لأنها من جانب الفرات الشرقى، طول الرقة أربع وستون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة فى الإقليم الرابع، ويقال لها: الرقة البيضاء. وأصل الرقة فى اللغة. كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء. معجم البلدان (أبو الوفا) بحواله مناقب الإمام أبي حنيفة: ٨٧. =

ইন্তেকাল

মাত্র ৫৮ বছর বয়সে ১৮৯ হিজরী মোতা. ৮০৫ খৃস্টাব্দে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইন্তেকাল করেন। দু'দিন পরই ইলমে নাহব ও ইলম কিরাতের বিখ্যাত ইমাম কাসাই রহ.ও ইন্তেকাল করেন। তাদের দুজনে আকস্মিক মৃত্যুর কারণে বাদশাহ হারুনুর রশীদ দুঃখ করে বলেন: "আফসোস আমরা ইলমে ফিকাহ ও ইলমে লুগাতের দু ইমামকে রায় শহরের মাটির নিচে দাফন করে রিক্ত হস্তে দেশে ফিরে যাচ্ছি।"[১২]

=

١١. قال الإمام الذهبي فى "مناقب الإمام أبي حنيفة" (صـــ٨٧):تحت عنوان، ذكر توليته قضاء الرقة: أبو حازم القاضى، عن بكر بن محمد العمى، عن محمد بن سماعة، قال:كان سبب مخالطة محمد بن الحسن السلطان أن أبا يوسف القاضى شوور فى رجل تولى قضاء الرقة، فقال لهم: ما أعرف لكم رجلا يصلح غير محمد بن الحسن، فإن شئتم فاطلبوه من الكوفة، قال فاشخصوه.

فلما قدم جاء إلى أبي يوسف فقال لماذا اشخصت؟ قال: شاورنى فى قاض للرقة، فأشرت بك، وأردت بذالك معنى أن الله قد بث علمنا هذا بالكوفة والبصرة وجميع المشرق، فاحببت أن تكون بهذه الناحية، ليبث الله علمنا بك بها وبما بعدها من الشامات.

فقال: سبحان الله! أما كان لى فى نفسى من المترلة ما أخبر بالمعنى الذى من أجله اشخص! فقال: هم أشخصوك. ثم أمره بالركوب، فركبا.ودخل على يحيى بن خالد بن برمك، فقال ليحيى: هذا محمد فشأنكم به، فلم يزل يخوف محمدا حتى ولى قضاء الرقة، وكان ذالك سبب فساد الحال بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

١٢. قال شيخ شيوخنا المحدث الناقد محمد زاهد بن الحسن الكوثرى فى" بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيبانى": .... وأما وفاته فكانت سنة تسع و ثمانون ومائة بالاتفاق بين إبن سعد وإبن الخياط والخطيب، وغلط من قال سنة ثمان كما وقع فى إبن أبي العوام.

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ

মুয়াত্ত ইমাম মুহাম্মদ বস্তুত 'মুয়াত্তা' ইমাম মালেকের প্রতিলিপি। ইমাম মালেক রহ. অসংখ্য ছাত্রদেরকে 'মুয়াত্তা'র দরস দেন। পাঠদানের সময় তিনি প্রতিবার নতুন করে কপি প্রস্তুত করতেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. মুয়াত্তা ইমাম মালেকের ১৬ খানা প্রতিলিপির বিবরণ দেন। মুয়াত্তা মালেকের কপিসমূহের মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী রহ. এবং ইয়াহইয়া ইবনে উন্দুলুসী রহ. -এর কপি দু'টিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া -এর কপিটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক নামে আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. -এর কপিটি মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ নামে প্রসিদ্ধ। দু'টি মুয়াত্তাকে একই মায়ের দুই সন্তান বললে অত্যুক্তি হবে না।

দু'টি কপির মাঝে পার্থক্য

❖ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুয়াত্তা ইমাম মালেক থেকে তুলনামূলকভাবে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কেননা ইমাম মুহাম্মদ রহ. সংখ্যাগরিষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের ঐক্যমতে ইয়াহইয়া উন্দুলুসী রহ. অপেক্ষা হাদীস ও ফিকাহ বিষয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য।

❖ ইমাম ইয়াহ ইয়া ইন্দুলুসী রহ. পুর্ণ মুয়াত্তা সরাসরি ইমাম মালেক রহ. থেকে শ্রবণ করতে পারেননি। কারণ তিনি যে বছর তার সংস্পর্শে আসেন সে বছরই ইমাম মালেক রহ. ইন্তেকাল করেন। তাই তিনি কোথাও কোথাও এভাবে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেন: حدثني زياد عن مالك [যিয়াদ আমাকে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।] পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রহ. পূর্ণ তিন বছর তাঁর সাহচর্যে থাকেন এবং সরাসরি ইমাম মালেক রহ. থেকে পূর্ণ মুয়াত্তা শুনেন।

❖ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইয়াহইয়া ইন্দুলুসী অপেক্ষা অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী ছিলেন।[১৩]

---

১৩. قال العلامة عبد الحى اللكنوى : بل له ترجيح على الموطا برواية يحيى ، وتفضيل عليه لوجوه مقبولة عند أولى الأفهام. **الأول:** إن يحيى الأندسى إنما سمع الموطا بتمامه من بعض تلامذة مالك -

বিন্যাস পদ্ধতি

❖ শিরোনামের সাথে সর্ব প্রথম ইমাম মালেক রহ. -এর রেওয়ায়াত এনেছেন। তারপর وبهذا نأخذ [আমরা এমত গ্রহণ করেছি বলে উল্লিখিত রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন]।

❖ কোথাও শুধু (وبهذا نأخذ) এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন।

❖ ইমাম মালেক রহ. থেকে ভিন্ন মত পোষণ করার সময় অন্য রাবী বর্ণিত হাদীস পেশ করে ইমাম মালেক রহ. -এর রেওয়ায়াতের ওপর আমল না করার কারণ বর্ণনা করেছেন।

❖ প্রত্যেক মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর মতকে গ্রহণ করা আবশ্যকীয় করে নিয়েছেন। জায়গা বিশেষ তাঁর মত উল্লেখ করার পর والعامة من فقهائنا বলেছেন [তথা আমাদের ফকীহ সাধারণেরও এই মত]।

❖ কখনও শুধু ইবরাহীম নাখাঈ'র রহ. -এর অভিমত উল্লেখ করেছেন।

❖ কখনও কখনও ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর মতের সাথে ইমাম মালেক রহ. ও অন্যান্য ইমামের মতও উল্লেখ করেছেন।

❖ কোথাও তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. -এর সাথে একমত না হতে পারলে তার কারণও লিখেছেন।

❖ কিছু স্থানে তিনি هذا جميل، هذا حسن শব্দদ্বয় উল্লেখ করে এই বার্তা দিয়েছেন যে, উক্ত আমল ওয়াজিব পর্যায়ের নয়। সুন্নাত পর্যায়ের।

❖ لاباس বলে কোন কাজ জায়েয পর্যায়ের হলে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

❖ ينبغي শব্দ ব্যবহার করে কোন আমল ওয়াজিব, সুন্নাতে ও মুয়াক্কাদা হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।[১৪]

- وأمامالك فلم يسمع عنه بتمامه بل بقي قدر منه وأما محمد فقد سمع منه بتمامه.
الثاني: إنه حضرعند مالك في سنة وفاته، وكان حاضرا في تجهيزه ، وأن محمدا لازمه ثلاث سنين من حياته . الثالث: إن موطا يحيى اشتمل كثيرا على ذكر المسائل الفقهية ...... بخلاف موطا محمد فإنه ليست فيه ترجمة باب خالية عن راوية مطابقة لعنوان الباب. ههنا بحث ٠طويل لايليق هذا الباب.التعليق الممجد: ١٢٩١/-١٣٠.

١٤.كلها مأخوذ عن التعليق الممجد : ١٤٢/١-١٤٦.

ব্যাখ্যা গ্রন্থ

মুহাদ্দিসীনে হাদীসের হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থের মতো মুয়াত্তা মুহাম্মদেরও অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

- ফাতহুল মুগতিসা বি-শরহিল মুয়াত্তা [মুল্লা আলী ক্বারী রহ. [মৃ.১০১৪হি.]
- আল্লামা ইবরাহীম বীরী যাদাহ রহ. [মৃ.১০৯৯হি.] -এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ দু'খণ্ডে বিভক্ত ইস্তাম্বুলের পাঠাগারে -এর কপি সংরক্ষিত আছে।
- আত্-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আলা' মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ। [আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী রহ. [মৃ.১২০৪হি.]।
- হাফেজ কাসেম ইবনে কুতলুবুগী রহ. [মৃ.৮৭৯হি.] মুয়াত্তার রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

المصادر والمراجع المعتمدة فى التحقيق

١. فتح المغيث/ بتحقيق الأستاذ محمود ربيع/مؤسسة الكتب الثقافية/الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

٢. سير الأعلام النبلاء للذهبي/ المكتبة التوفيقية/القاهرة المصر.

٣. تهذيب التهذيب/بتحقيق خليل مامون شيحا/الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.

٤. الباعث الحثيث/أحمد محمد شاكر/مكتبة دار الفيحاء/مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٥. المنهل العذب المورود/ محمود محمد خطاب السبكى/مؤسسة التاريخ العربي.

٦. البداية والنهاية/دار إحياء التراث العربى/مؤسسة التاريخ العربى /بيروت، ١٤١٣هـ.

٧. لسان الميزان/بحقيق مكتبة التحقيق/ دار إحياء التراث العربى، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

٨. إرشاد السارى بتصحيح عبد العزيز الخالدى/ الطبعة الأولى، دار المكتبة العلمية/١٤١٦هـ.

٩. كوثر المعانى الدرارى/ مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى١٤١٥هـ.

١٠. تدريب الراوى/بتحقيق محمد أمين بن عبد الله الشبرارى/دار الحديث القاهرة ١٤٢٢هـ.

١١. المقدمة على جامع المسانيد والسنن/دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.

١٢. إبو جعفر الطحاوى وإثره فى الحديث/ا-ايچ ايم سعيد كمبنى/ادب منزل باكستان كراتشى.

١٣. كشف النقاب عما يقوله الترمذى وفى الباب/مجلس الدعوة والتحقيق/الطبقة الثالثة١٤١٦هـ.

١٤. فيض البارى على صحيح البخارى/مجلس العلمى بداهيل الهند/ الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ.

١٥. تقريب التهذيب/بعناية عادل مرشد/مؤسسة الرسالة، بيروت/ الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

١٦. الكامل فى التاريخ/بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمرى/دار الكتاب العربى/ الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
١٧. الانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء/مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
١٨. نيل الأوطار/دار القلم بيروت، لبنان.
١٩. نخب الأفكار/قديم كتب خانة، أرام باغ كراجى/بتحقيق سيد أرشد مدنى.
٢٠. الحطة فى ذكر الصحاح الستة/دار الكتب العلمية بيروت لبنان/الطبعة الأولى ١٩٠٥
٢١. الجواهر المضية فى طبقات الحنفية/بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو/ مؤسسة الرسالة/الطبقة الثانية ١٤١٣هـ.
٢٢. شذراب الذهب فى أخبار من ذهب/دار إحيار التراث العربى/طبعة جديد.
٢٣. تذكرة الحفاظ/ دار إحياء التراث العربي.
٢٤. الأنساب للسمعانى/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان/ الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
٢٥. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ دار أحيار التراث العربى/المؤسسة التاريخ العربى الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
٢٦. بستان المحدثين بالترجمة جناب مولانا عبد السمع/ مير محمد كتب خانه آرام باع كراجى.
٢٧. تاريخ دمشق الكبير/ بتحقيق العلامة أبى عبد الله على عاشور الجنوبى/ دار إحياء التراث العربى/الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
٢٨. شرح مشكل الآثار/بتحقيق شعب الأرنؤوط/مؤسسة الرسالة/الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ.
٢٩. الفوائد البهية فى تراجم الحنفية/قديمى كتب خانه ارام باغ كراجي.
٣٠. الإكمال المعلم بفوئد مسلم/بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل/دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع.
٣١. المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج/بتحت أشراف أبى عبد الرحمن محمد عبد المنعم رشاد/مكتبة أولاد الشيخ التراث.

٣٢.. إمام إبن ماجة أور علم حديث./ مير كتب خانه آرام باغ كراجى.

٣٣. المسوى شرح الموطا/للإمام ولى الله الدهلوى/بتعليق جماعة من العلماء/دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

٣٤. تذكرة الحفاظ للذهبى/دار الأحبار التراث العربى.

٣٥. تاريخ بغداد مدينة السلام/بتحقيق صدقى جمليل العطار/دار الفكر الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.

٣٦. مؤطا الإمام مالك مع التعليق الممجد على مؤطا محمد بتحقيق الدكتور تقى الدين ندوى/طبع هذا كتاب على نفقة سموا شيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الدولة الإمارات العربية المتحدة/ الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ.

٣٧. التمهيد لما فى الموطا من المعانى والاسانيد/بتحقيق شهاب الدين أبو عمر/دار الفكر/ الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

٣٨. شرح سنن أبى داؤد/الإمام بدر الدين العينى/دار الفكر العلمية/الطبعة الأولى١٤٢٨هـ.

٣٩. نزهة النظر فى توضيح نخبة الفكر/نادية القران لائبرى.

٤٠. إيضاح البخارى/مكتبة مجلس قاسم المعارف ديوبند/الطبعة الثانية.

٤١. أنوار المحمود على سنن أبى داؤد/إدارة القران والعلوم الإسلامية باكستان/الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ.

٤٢. لامع الدرارى/المكتبة الأشرفية ديوبند الهند.

٤٣. بذل المجهود على سنن أبى داؤد/المكتبة الأرفية ديوبيد.

٤٤. معارف السنن/المكتبة النورية كراتشى، باكستان.

٤٥. *درس ترمذى/زكريا بك ڈيپو ديوبند.*

٤٦. تهذيب الكمال فى أسماء الرجال/بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف /مؤسسة الرسالة.

٤٧. تحفة الأحوذى/المكتبة الأشرفية ديوبيد، الهند.

٤٨. أمانى الأحبار/ إدرات تاليفات أشرفية، ملتان.

٤٩. البداية والنهاية/دار إحياء التراث العربى ١٤١٣هـ.

٥٠. عمدة القارى/دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

٥١. مرقاة المفاتيح/دار إحياء التراث العربى.

٥٢. فتح الملهم/المكتبة الأشرفية، ديوبيد ، الهند.

٥٣. أوجز المسالك/ دار الفكر بيروت ١٤١٠هـ.

٥٤. أطلس الحديث النبوى من الكتب الصحاح السنة/دار الفكر/ الإعادة الثانية، ١٤٢٧هـ.

٥٥. فتح البارى/ محمد عبد الباقى/ الطبقة الأولى ١٤٠٧هـ.

٥٦. الكتب الستة باعتناء رائد بن صبرى من أبى علفة/مكتبة الرشيد/الطبعة الأولى ١٤١٦هـ.

٥٧. الإستذكار للإمام إبن عبد البر/مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.

٥٨. شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك/دار الكتب العلمية/الطبعة الأولى.

٥٩. التمهيد بتحقيق شهاب الدين أبو عمر/دارالفكر/ الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ.

٦٠. المسوى شرح المو طا للإ مام الدهلوى/ دار الكتب العلميه/ الطبعة الاولى ١٤٠٣هـ

٦١. التعليق الممجد على موطا محمد / بتحقيق الدكتور تقى الدين الندوى / الطبعة الثانية ١٤١٩هـ

٦٢. طبقات الحفاظ للسيوطى / دار الكتب العلميه / الطبعة الثانيه ١٤١٤ هـ

٦٣. تنوير الحوالك للامام السيوطى /دار الندوه الجديدة.

٦٤. سيرأ علام النبلاء / دارالفكر / الطبعة الاولى ١٤١٧ هـ

٦٥. معالم السنن/ المكتبة العلمية / الطبعة الاولى ١٣٥٠ هـ

٦٦. الحديث والمحدثون / دار الكتب والعربى ١٤٠٤ هـ

٦٧. السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى/المكتب الاسلامى / الطبعة الثالثه ١٤٠٢ ه.

٦٨- عمل اليوم والليلة/مؤسسة الكتب الثقافيه/الطبعة الاولى ١٤٠٦ه

٦٩- مقدمة تنسيق النظام فى مسند الامام/الناشرنور محمد، صح المطابع وكارخانه تجارت كتب ارام باغ كراچى-

٧٠- كشف الالتباس عما أورده الإمام البخارى على بعض الناس/ مكتب المطبوعات الإسلاميه بحلب/الطبعة الاولى ١٤١٤هـ-

٧١- أمراء المؤمنين للشيخ عبد الفتاح أبو غده/ مكتبة المطبوعات الاسلاميه بحلب/ الطبعة ا لاولى ١١٤١١هـ-

٧٢- الأجوبة الفاضله للأسئلة العشرة الكاملة/مكتب المطبوعات الاسلاميه بحلب/الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ-

٧٣- تحقيق إسمى الصحيحين وإسم جامع الترمذى للشيخ عبد الفتاح أبو غده/مكتب المطبوعات الاسلاميه بحلب/ الطبعة الأولى ١٤١٤هـ-

٧٤- القول المسدد فى الذب عن المسند للامام أحمد/عالم الكتب/الطبعة الاولى ١٤٠٤هـ-

٧٥- ثلاث رسائل فى علم مصطلح الحديث/مكتب المطبوعات الاسلاميه بحلب الطبعة الاولى/١٤١٧هـ-

٧٦- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة بتعليق محمد عوامه/مؤسسة علوم القرآن جده/ الطبعة الاولى ١٤١٣هـ-

٧٧- الامام ابن ماجه وكتابه السنن بتحقيق عبد الفتاح أبوغده/مكتب المطبوعات الاسلاميه/الطبقة السادسة ١٤١٩هـ-

٧٨- عارضة ا لأحوذى لإبن العربى/ دارالكتب العالميه-

٧٩- كتاب الفن بتحقيق الشيخ محمد عوامه/مؤسسة الريان بيروت/الطبقة الثامنة ١٤٢٥هـ-